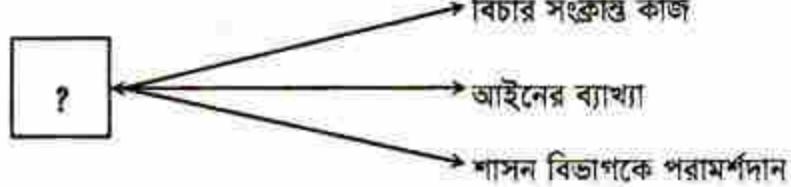


# এইচ এস সি পৌরনীতি ও শুশাসন

## অধ্যায়-৭: সরকার কাঠামো ও সরকারের অঙ্গসমূহ

প্রশ্ন ▶ ১



চৰকাৰ, দিলাজপুৰ, সিলেট, ঘণ্টোৱাৰ বোর্ড-২০১৮। প্ৰশ্ন নং ১।

ক. সরকারের বিভাগ কয়টি? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্ৰীকৰণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের “?” চিহ্নিত স্থানটি সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ কৰে? উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় বৰ্ণনা কৰ। ৩

ঘ. নাগৰিকের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় উক্ত বিভাগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কৰ। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরকারের বিভাগ তিনটি। যথা- আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ।

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্ৰীকৰণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র কৰাকে বোঝায়।

একেকে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কৰ্মক্ষেত্ৰে মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্ৰদান বা হস্তক্ষেপ কৰবে না। এই নীতি অনুসৰে আইন বিভাগ আইন প্ৰণয়ন কৰবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কাৰ্যকৰ কৰবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যাদান এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্ৰয়োগ কৰবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্ৰীকৰণ নীতিৰ মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণেৰ অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা কৰা।

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের অজ্ঞাতি হলো বিচার বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কৰার উদ্দেশ্যে দেশেৰ প্ৰচলিত আইন অনুযায়ী অপৰাধীকে শাস্তি প্ৰদান কৰে ও নিরপৰাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণেৰ অধিকার রক্ষা কৰে, তাকে বিচার বিভাগ (Judiciary) বলে। যেকোনো রাষ্ট্ৰীয় শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের ভূমিকা অপৰিসীম। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন ও শাসন বিভাগের প্ৰভাৱ বা নিয়ন্ত্ৰণমুক্ত থেকে সম্পূৰ্ণ নিরপেক্ষভাৱে বিচারকাজ পরিচালনা কৰাৰ ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ নিম্নৰূপ:

প্ৰথমত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতিৰ সাথে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্কহীন ব্যক্তিদেৱকে বিচারপতি পদে নিয়োগেৰ ব্যবস্থা কৰতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিচারক নিয়োগেৰ ক্ষেত্ৰে শাসন বিভাগেৰ মাধ্যমে সৱাসিৰ নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। একেকে বিচারকমণ্ডলীৰ সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটিৰ সুপাৰিশক্রমে শাসন বিভাগেৰ মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ কৰা জৰুৰি।

তৃতীয়ত, বিচারপতিদেৱক কাৰ্যকালেৰ স্থায়িত্ব বিধান কৰা প্ৰয়োজন। কেননা, কাৰ্যকালেৰ স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকৰা নিৰ্ভয়ে ও সততভাৱে বিচারকাজ সম্পাদন কৰতে পাৰেন।

চতুৰ্থত, বিচারকদেৱক জন্য আকৰ্ষণীয় বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্ৰদান কৰতে হবে। ফলে তাৰা সৎ ও নিৰ্লেক্ষ থাকবে এবং হীনমন্যতাৰ ভূগবেন না।

পঞ্চমত, যোগ্যতা ও জোষ্ঠতাৰ ভিত্তিতে সময়মত বিচারকদেৱক পদোন্নতিৰ ব্যবস্থা কৰতে হবে।

ষষ্ঠত, বিচার বিভাগেৰ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন ও শাসন বিভাগেৰ প্ৰভাৱমুক্ত থাকা অত্যাৰ্থক।

পৰিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বিচার বিভাগ আধুনিক গণতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থার অপৰিহাৰ্য পূৰ্বশৰ্ত। বিচার বিভাগেৰ স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি অধিকার সংৰক্ষণ ও রাষ্ট্ৰীয় জীৱনে ন্যায়-নীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ত্ব নয়। তাই বিচার বিভাগেৰ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উপৰে বৰ্ণিত বিষয়গুলো গুৰুত্বসহকাৰে বাস্তবায়ন কৰা প্ৰয়োজন।

ঘ. নাগৰিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় বিভাগেৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম।

মৌলিক অধিকার বলতে বোঝায় নাগৰিকেৰ জীৱন বিকাশেৰ জন্য অপৰিহাৰ্য শৰ্তাৰুলি, যা রাষ্ট্ৰেৰ সংবিধানে ছীকৃত। আৱ নাগৰিক স্বাধীনতা বলতে স্বাধীনতাবে চলাফেৱা, যোগ্যতানুযায়ী কাজ কৰা, বা ক স্বাধীনতা ইত্যাদিকে বোঝায়। সরকাৰ বা অন্য কাৰো মাধ্যমে নাগৰিকেৰ মৌলিক অধিকার লজিত হলো নাগৰিকৰা বিভাগেৰ স্মাৰণাপন্ন হয়ে এৱ প্ৰতিকাৰ চাইতে পাৰে। বিচার বিভাগ তাৰ ক্ষমতা বলে নাগৰিকেৰ মৌলিক অধিকার রক্ষা কৰে সমাজ ও রাষ্ট্ৰে ন্যায়বিচার প্ৰতিষ্ঠাৰ মাধ্যমে সুশাসনেৰ পথকে সুগ্ৰাম কৰে। বিচার বিভাগীয় পৰ্যালোচনা, আইনেৰ শাসন ও ন্যায়বিচার প্ৰতিষ্ঠাৰ মাধ্যমে বিচার বিভাগ সংবিধানেৰ প্ৰাধান্য ও জনগণেৰ মৌলিক অধিকাৰ রক্ষা কৰে থাকে।

আবাৰ, আইন ও শাসন বিভাগেৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসনেৰ ফলে নাগৰিকেৰ অধিকাৰ বৰ্ব হলো বিচার বিভাগ নাগৰিকেৰ আবেদনক্রমে বা স্বতংপ্ৰণোদিত হয়ে এগিয়ে আসে। সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকাৰসমূহে কেউ হস্তক্ষেপ কৰলে বিচার বিভাগ তা পুনঃপ্ৰতিষ্ঠা কৰতে পাৰে। নাগৰিকেৰ অধিকাৰ রক্ষার জন্য বিচার বিভাগ নানা ধৰনেৰ বিচার বিভাগীয় আদেশ ও নিৰ্দেশ দিতে পাৰে। যেমন— রিট অব এক্সিকিউসন, রিট অব কো-ওয়ারেন্টো, রিট অব হেবিয়াস কৰ্পোস, রিট অব প্ৰিহিবিসন ইত্যাদি। বিচার বিভাগেৰ শক্তিশালী ভূমিকা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা এবং আইনেৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠাৰ সহায়ক।

উপৰেৰ আলোচনাৰ প্ৰেক্ষিতে আমৰা বলতে পাৰি, আধুনিক গণতান্ত্ৰিক রাষ্ট্ৰে নাগৰিক অধিকাৰ ও স্বাধীনতা রক্ষায় বিচার বিভাগেৰ গুৰুত্ব সৰ্বাধিক।

প্ৰশ্ন ▶ ২ বিলাশ একটি বই পত্ৰে জানতে পাৱল বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্ৰে একই ধৰনেৰ সরকাৰব্যবস্থা প্ৰচলিত রয়েছে। ক্ষমতা বন্টনেৰ নীতি অনুসৰে এই দুই দেশেৰ সরকাৰ পরিচালনা পদ্ধতি ভিন্ন। বাংলাদেশে রাষ্ট্ৰপ্ৰধান ও সরকাৰপ্ৰধান ভিন্ন ব্যক্তি এবং আইন বিভাগ শক্তিশালী। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্ৰে একই ব্যক্তি রাষ্ট্ৰপ্ৰধান ও সরকাৰপ্ৰধান এবং রাষ্ট্ৰপতি ক্ষমতাশালী। /চৰকাৰ, দিলাজপুৰ, সিলেট, ঘণ্টোৱাৰ বোর্ড-২০১৮। প্ৰশ্ন নং ১।

ক. একনায়কতত্ত্ব কী? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্ৰীয় সরকাৰ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকাৰগুলো একই পদ্ধতিৰ সরকাৰেৰ ভিন্নৰূপ— ব্যাখ্যা কৰ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বৰ্ণিত দুটি সরকাৰেৰ পাৰ্থক্য বিশ্লেষণ কৰ। ৪

### ২ নং প্রশ্নেৰ উত্তর

ক. একনায়কতত্ত্ব হচ্ছে এমন এক ধৰনেৰ সরকাৰব্যবস্থা যেখনে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, গোষ্ঠী বা দল সব রাজনৈতিক কাজকৰ্ম পরিচালনাৰ ক্ষমতা লাভ কৰে এবং সব নাগৰিকেৰ কাছ থেকে আনুগত্য আদায় কৰে।

**ব** কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বচ্টনের ডিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করা হয়। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বিষয়সমূহ এবং অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতির উদাহরণ।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারগুলো অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার দুটি ভিন্নরূপ।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাধারণত জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি একই সাথে সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান এবং এখানে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। আর সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং তিনি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী রাজনৈতিক দলের একজন সাংসদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় শাসক তার কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকেন। আর মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থায় শাসনকাজের সাথে সংগ্রিষ্ট ব্যক্তিগত তাদের কাজের জন্য জাতীয় সংসদের কাজে দায়ী থাকেন। তাই বলা যায়, রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার দুটি ভিন্নরূপ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিলাশ একটি বই পড়ে জানতে পারল বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একই ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ক্ষমতার বচ্টনের নীতি অনুসারে এই দুই দেশের সরকার পরিচালনা পদ্ধতি ভিন্ন। অর্থাৎ বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ শাসিত এবং যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের পরিচালক এবং সব ক্ষমতার অধিকারী। আর সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত সরকারব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার দুটি ভিন্নরূপ।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির। তাই এ দুই সরকারব্যবস্থার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংস্কার সব ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের যাবতীয় কাজ ও নীতিনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার বলে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে না বরং তার দায়ব্যব্ধতা জনগণের কাছে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হলো সব ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় অর্থাৎ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর যুক্তরাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আবার, বাংলাদেশের সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কাজেও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গঠিত নয় বরং যেকোনো

সময় পরিবর্তিত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে দেশের চরম সংকটকালে কিংবা জরুরি অবস্থা চলা কালেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সরকারব্যবস্থা। এ সরকারব্যবস্থায় দেশের চরম সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগগুলো পৃথক থাকে। উপরের আলোচনায় সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

**গ্রন্থ ৩** ‘ক’ রাষ্ট্রে সরকার প্রধানসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অন্যদিকে, ‘খ’ রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ফলে শাসন বিভাগকে তার কাজের জন্য আইন বিভাগের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। /ৱা, কো, কু, বো, চো, ব, বো, ১৮। গ্রন্থ নং ৫: নটর জে কলজ, ময়মনসিংহ। গ্রন্থ নং- ১।

ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী?

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

গ. ‘ক’ রাষ্ট্রে কী ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘ক’ রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা ‘খ’ রাষ্ট্রের চেয়ে উত্তম— বিশ্লেষণ কর।

৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা ও কর্তৃত সংবিধানের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে।

**ঘ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্ত্বিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকরণ।

**গ** উদ্দীপকের ‘ক’ রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক অর্থাৎ আলজকারিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সর্বোচ্চ নির্বাচী ক্ষমতা থাকে সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই করেন। জাতীয় নির্বাচনে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সে দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দণ্ডের বল্টন করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা তথা সরকার পদত্যাগ করবে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করেন। শাসন বিভাগ এভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে এই সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়।

উদ্দীপকের ‘ক’ রাষ্ট্রে দেখা যায়, সরকারপ্রধানসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এ বৈশিষ্ট্যটি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। আইন পরিষদের প্রাধান মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের আস্থাভাজন থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা করে। অতএব বলা যায়, ‘ক’ রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

**৪** 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা 'খ' রাষ্ট্রের চেয়ে উত্তম— কথাটি যথার্থ। উদ্দিপকের 'ক' রাষ্ট্রে সংসদীয় এবং 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বমুখ ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান। আর মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। এখানে সরকারপ্রধান থাকেন প্রধানমন্ত্রী। যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বলে। আর যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বলে।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় বেশি দায়িত্বশীল। সংসদীয় সরকারে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন করেন বলে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা খুবই কম। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য না হওয়ায় আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের ঘটেছে আশঙ্কা থাকে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় উৎকৃষ্ট আইন ও উন্নত ধরনের শাসন সম্ভব হয়। আবার, সংসদীয় সরকারের মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে মন্ত্রীরা ব্রেজাচারী হতে পারেন না। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে বলে মন্ত্রিদের ব্রেজাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও, সংসদীয় সরকার সাধারণত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় অধিক গণমুখী হতে পারে। কেননা, সংসদীয় সরকারকে বলা হয় জনগণের শাসনব্যবস্থা।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সংসদীয় সরকার তুলনামূলক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের চেয়ে অধিক জনপনিষ্ঠ। তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা 'খ' রাষ্ট্রের চেয়ে উত্তম।

#### প্রশ্ন ▶ ৪

'ক' রাষ্ট্র	'খ' রাষ্ট্র
↓	
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বিদ্যমান	একটি কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়
↓	↓
প্রত্যেক প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত	স্থানীয় শাসন বিদ্যমান
↓	↓
দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র কেন্দ্রের কাজ	স্থানীয় শাসকরা কেন্দ্রের কাছে দায়বদ্ধ
↓	↓
সাংবিধানিকভাবে দায়িত্ব বণ্টন	সমগ্র দেশে একই নীতি

চৰ. কো. ১৭। গঃ নং ৩।

- ক. আন্তর্বাহিক লিঙ্কনের গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
- খ. ক্ষমতা ব্রতন্তীকরণ কীভাবে নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে? ২
- গ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার স্বরূপ তোমার পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা উত্তম? যুক্তি দেখাও। ৪

#### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আন্তর্বাহিক লিঙ্কন বলেন, 'গণতন্ত্র হলো জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের স্বারূপিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।'

**খ** ক্ষমতা ব্রতন্তীকরণ নীতি সরকারের ব্রেজাচারিতা রোধ করে নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে।

সরকারের সব ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে থাকলে তিনি ব্রেজাচারী শাসকে পরিণত হতে পারেন। ক্ষমতা ব্রতন্তীকরণের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিভিন্ন বিভাগের ওপর ন্যস্ত হয়। এতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্তৃত্বের নির্দিষ্ট সীমানা থাকে। তাই ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ কমে যায়। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিভাগের বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন। আর ক্ষমতার ব্রতন্তীকরণের মাধ্যমেই কেবল বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। এভাবেই ক্ষমতার ব্রতন্তীকরণ নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে।

**গ** 'ক' রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠিত হয়। এতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কিছু অংশ সাংবিধানিকভাবেই প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের কাছে এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও ব্রতন্তীকরণ থেকে দেশ পরিচালনা করে। 'ক' রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো এ ধরনের সরকারেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

উদ্দিপকের ছকে 'ক' রাষ্ট্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা এবং সাংবিধানিকভাবে দায়িত্ব বণ্টন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, এখানে ছৈতি সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। যথা: কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কেন্দ্রীয় সরকারই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ সরকারের সব দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে বণ্টন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জামানি, রাশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। সুতরাং 'ক' রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

**ঘ** ছকে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য বিচারে 'ক' রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং 'খ' রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দুটি সরকার কাঠামোর মধ্যে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি উত্তম বলে মনে করা হয়।

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসনক্ষমতা একক ও অর্থন্ত থেকে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শাসনকাজের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের কাছে অর্পণ করে। তবে স্থানীয় শাসকরা সম্পূর্ণভাবে তাদের কাজের জন্য কেন্দ্রের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দেওয়া হয় এবং উভয়ই স্বাধীন ও ব্রতন্তীকরণ থাকে।

উল্লিখিত দুটি সরকারব্যবস্থার মধ্যে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। কারণ, এটি অভিন্ন আইনের মাধ্যমে অর্থন্ত নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে শাসনকাজে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুটি সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় এবং তারা পৃথক নীতিতে পরিচালিত হয় বলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারে সাধারণত জাতীয় প্রক্ষয় ও সংহতি সুদৃঢ় হয়ে থাকে। অন্যদিকে, ক্ষমতার বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দুর্বল করে তোলে, যা জাতীয় প্রক্ষয় ও অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার এককেন্দ্রিক সরকার কেন্দ্রের একক সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়। ফলে দ্রুত, সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকর করা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারি ব্যয় কম হয় এবং এটি সাংগঠনিক দিক দিয়ে সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

একটি দেশের সুষম উন্নয়নে এ সরকারব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল, এখানে সাংগঠনিক জটিলতা রয়েছে। কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় বলে ধেকেনো ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সর্বোপরি এটি জরুরি অবস্থার জন্য সহায়ক নয়।

উপরের আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বেশি উত্তম।

**প্রশ্ন ▶ ৫**

ক বিভাগ	খ বিভাগ
↓ নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত	↓ একজন রাষ্ট্রপ্রধান ও একজন সরকারপ্রধান
↓ আইন প্রণয়ন মূল কাজ	↓ আইনের প্রয়োগ মূল কাজ
↓ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ	↓ জনগণের আস্থা অর্জন
↓ জনগণের কাছে দায়বদ্ধ	↓ সরকার প্রধান আইন বিভাগের কাছে দায়ী

চি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৫।

- ক. তথ্য অধিকার কাকে বলে? ১
- খ. পৌরনীতিকে কেন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়? ২
- গ. 'ক' বিভাগ দ্বারা সরকারের কোন বিভাগকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগ দুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন? তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্রের বিধানাবলি মানা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে।

**খ** নাগরিক ও নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় আলোচনা করে বলে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন চালায়। নাগরিকের অভীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাবলি ও কার্যকলাপ এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। নাগরিক জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক তথ্য সার্বিক দিকের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু। এসব কারণে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের 'ক' বিভাগ দিয়ে সরকারের আইন বিভাগকে বোঝানো হয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ একটি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের এ বিভাগটি আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। এটি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সরকারের কাছে উপস্থাপন করে। কারণ এ বিভাগের জনপ্রতিনিধিরা জনগণেরই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। উদ্দীপকে উপস্থাপিত ছকের 'ক' অংশে এ বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

'ক' বিভাগে দেখা যায়, এটি নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত। এর প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন এবং শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ বিভাগটি তার সব কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশের আইন বিভাগ আইনসভা বা জাতীয় সংসদ নামে অভিহিত। সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ জন জনপ্রতিনিধি এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ৫০জন নারী সদস্য নিয়ে এটি গঠিত। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এর প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের শাসন ও বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছকের 'ক' বিভাগটি সরকারের আইন বিভাগকেই নির্দেশ করছে।

**ঘ** হ্যাঁ, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগ দুটির (আইন ও শাসন) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

সরকারের মূল কাজ পরিচালনার জন্য তিনটি অঙ্গ বা বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে দুটি হলো আইন ও শাসন বিভাগ। এ বিভাগ দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। এছাড়া শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আইনসভার সদস্যরাই নিয়োজিত থাকেন। তাই সংসদীয় সরকারের আইন ও শাসন বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার, শাসন বিভাগ বর্তমানকালে বিভিন্ন কারণে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন বিভাগের কাছে শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। আইনসভায় প্রশ্ন উত্থাপন, নিন্দা প্রস্তাব, মূলতুরি প্রস্তাব, সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, আইনসভার কমিটিগুলোর কর্মতৎপরতা প্রভৃতির মাধ্যমে আইনসভার কাছে শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় যা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, শাসন বিভাগের কাজের ওপর সুষ্ঠুভাবে সরকার তথ্য রাষ্ট্র পরিচালনা নির্ভর করে। তাই এ বিভাগের কাজের ওপর যথাযথ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক। আইন বিভাগ শাসন বিভাগের ওপর নজরদারির মাধ্যমে তাদের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

**প্রশ্ন ▶ ৬** নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও—



- চি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৬।
- ক. সরকার রাষ্ট্রের কী? ১
  - খ. ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
  - গ. উপরের ছকের 'ক' অংশটি রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন ধরনের ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
  - ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কোন বিভাগ দায়ী? উক্ত বিভাগের কর্মকাণ্ডটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটাতে পারে— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান।

**খ** ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো একটি বিশেষ বিভাগের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া ঠেকানো এবং ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে বৈরত্তি ও অদক্ষতা পরিহার করা।

**গ** উপরের ছকের 'ক' অংশটি অর্থাৎ আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্র পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমূহত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইন কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকে। আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ছাড়া কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইনসভা কিছু কিছু বিচারসংক্রান্ত কাজও করে থাকে। যেমন: অসদাচরণের অভিযোগে এটি যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পন্থতিতে শাসন বিভাগ, মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। আইনসভা সাধারণত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিল্বা প্রস্তাব ও মূলতবি প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচন সংক্রান্ত জনমত গঠনেও এ বিভাগের অবদান রয়েছে।

ছকের 'ক' অংশে সরকারের একটি বিভাগের আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এখানে মূলত সরকারের আইন বিভাগের কথাই বলা হয়েছে। কেননা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের কাজটি আইন বিভাগই করে থাকে। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

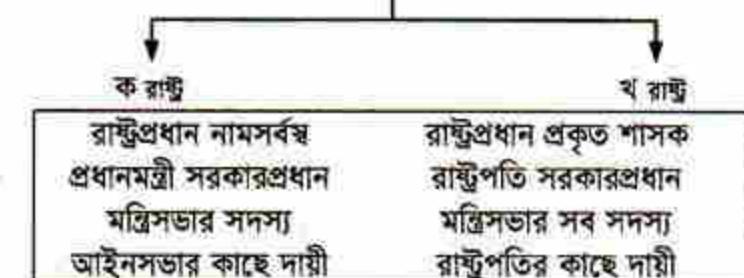
**ঘ** রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগ দায়ী থাকে। এ বিভাগের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়তা করে।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাকেই বিচার বিভাগ (Judiciary) বলে।

একটি ন্যায়বিচারমূলক ও কল্যাণকামী সমাজ তথা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য নিশ্চিত করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। আর এটি প্রতিষ্ঠায় সরচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে বিচার বিভাগ। একটি দেশের শাসনব্যবস্থার উক্তর নির্গমের জন্য বিচার বিভাগের দক্ষতা অন্যতম প্রধান মাপকাণ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজজীবনে সম্ভাব্য সব প্রকার অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-নির্যাতন, দুর্নীতি-অনিয়ন্ত্রিত বিবৃত্যে প্রধান রক্ষাকর্ত হলো ব্রাহ্মণ ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সমুহৃত রেখে স্থিতিশীল শাসন কার্যম এবং জনজীবনের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সংবিধান সমূহত রাখার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠা করে বিচার বিভাগ। তাছাড়া আইন ও শাসন বিভাগের সৈরাচারী মনোভাব ব্রোধেও এর ভূমিকা অপরিসীম। আর বিচার বিভাগের এ সব কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার বিভাগ তার কার্যাবলি যথাযথভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

## গণতান্ত্রিক সরকার



দিন বেং ১৭। পৃষ্ঠা ৪।

১. আধুনিক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবন্ধা কে?

২. সংসদীয় সরকার বলতে কী বোঝা?

৩. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো।

৪. 'ঘ' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বাংলাদেশের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো।

## ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আধুনিক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবন্ধা ফরাসি দাশনিক মন্টেক্সু।

**ঘ** যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ অর্থাৎ আইনসভাৰ কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সবার আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভাৰ আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতায় থাকবে। মন্ত্রিসভাৰ সদস্যৱা তথা শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভাৰ কাছে জবাবদিহি করে। এ কারণে সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভাৰ কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। জাতীয় নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দণ্ডৰ বণ্টন করেন। এ সরকারব্যবস্থার একজন নিয়মতাত্ত্বিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তার পদটি আলজকারিক। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের সরকারব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে। পার্লামেন্ট বা আইনসভাৰ মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সরকার আইনসভাৰ কাছে দায়িবদ্ধ থাকে বলে একে পার্লামেন্টৰ বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। এই সরকারব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রীই সরকারপ্রধান। মন্ত্রিসভাৰ সদস্যৱা তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের কাছে জবাবদিহি করেন।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রপ্রধান নামসৰ্বস্ব, প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং মন্ত্রিসভাৰ সদস্যৱা আইনসভাৰ কাছে দায়ী। এ বৈশিষ্ট্যগুলো সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব, বলা যায় 'ক' রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

**ঘ** 'ঘ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত। অন্যদিকে, বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই এ দুই সরকারব্যবস্থার মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংক্রান্ত সব ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের যাবতীয় কাজ ও নীতিনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণত তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। তার দায়বস্থতা থাকে জনগণের কাছে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হলো সব ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় অর্থাৎ, সংসদীয় ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বোচ্চ নির্বাচী ক্ষমতার অধিকারী। আর 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বাংলাদেশের সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার যেকোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে। এ সরকারব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে সাধারণত জরুরি প্রয়োজনের সময়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। এ সরকারব্যবস্থায় দেশের চরম সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগগুলো পৃথক থাকে।

উপরের আলোচনায় বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

**প্রশ্ন ৮** 'ক' এবং 'খ' নামক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজা। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

/ক্ল. বে. ১৭/ গ্রন্থ নং ৬/

- ক. প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র কী? ১
- খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝ? ২
- গ. 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান থাকার সত্ত্বাব্যতা যাচাই করো। ৩
- ঘ. দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটি প্রজাতন্ত্র? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র বলে।

**খ** জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাণবয়স্ক সব নাগরিকের অবাধে ভোট প্রদানের অধিকারকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

ভোট প্রদান রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্র নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট বয়সের সব নাগরিকের ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে। যেমন— বর্তমানে বাংলাদেশে ভোটাধিকার প্রয়োগের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর।

**গ** উদ্দীপকের 'খ' নামের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাজা এবং সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বিদ্যমান থাকার কোনো সত্ত্বাবনা নেই। এখানে চালু রয়েছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণত তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাধারে

রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান। তার কাজে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছামতো মন্ত্রী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রাজিলসহ অনেক দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাজা এবং সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। এটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং, 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান থাকার কোনো সত্ত্বাবনা নেই। সেখানে মূলত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। কেননা, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো—রাজা বা রানি উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন এবং তিনি নামমাত্র রাষ্ট্রপতি প্রধান থাকেন। মূলত জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হয়। একেতে সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীই সর্বোচ্চ নির্বাচী ক্ষমতার অধিকারী শাসক। যেমন— যুক্তরাজ্য নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান থাকার কোনো সত্ত্বাবনা নেই।

**ঘ** উদ্দীপকের দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে 'ক' রাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান। যে সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, তাকে প্রজাতন্ত্র বলে। এটি মূলত গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকারের একটি রূপ। যেমন— বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। উদ্দীপকে উল্লেখিত 'ক' এবং 'খ' দুটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। 'ক' এর রাষ্ট্রপতি এবং সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, 'খ' এর রাষ্ট্রপতি রাজা এবং সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ, 'ক' ও 'খ' দুটো রাষ্ট্রের সরকারপ্রধানের ক্ষেত্রে মিল থাকলেও রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই হলেন রাষ্ট্রপতি। এখানে রাজার কোনো স্থান নেই। উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে এরকম ব্যবস্থাই দেখা যায়। অর্থাৎ, 'ক' রাষ্ট্রেই প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান। অন্যদিকে, 'খ' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রজাতন্ত্রের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। 'খ' রাষ্ট্রে সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় এটা স্পষ্ট যে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। শুধু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেই নামমাত্র রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাজার উপরিখ্রিতি লক্ষ করা যায়। সে ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী সরকার প্রধান থাকেন নির্বাচিত নেতা। বর্তমানে যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশে এ ধরনের সরকার বিদ্যমান।

**গ্রন্থ ৯** করিম সাহেব সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সদস্য। তার প্রধান দায়িত্ব হলো জনগণের মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করা। তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন।

/ক্ল. বে. ১৭/ গ্রন্থ নং ৭/

- ক. গণভোট কী? ১
- খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গটির স্বাধীনতা রক্ষার উপায় বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গটি কীভাবে সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতান্বেকের সূচি হলে বা জনগণের মতান্বে যাচাইয়ের প্রয়োজন হলে যে ভোট গ্রহণ করা হয় তাকে গণভোট (Referendum) বলা হয়।

**খ** রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিষ্ণব, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝায়।

আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল অ্যালমড তার 'The Civic Culture' প্রম্ভে রাজনৈতিক সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ও প্রতিকৃতি।' অর্থাৎ, কোনো দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে তার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমেই একটি সমাজ তথা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে।

**৬** উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের অঙ্গটি হলো বিচার বিভাগ। সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাই বিচার বিভাগ (Judiciary)। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি বহুলাখণ্ডে নির্ধারণ করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচারকদের বিচারকার্য পরিচালনা ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়গুলো হলো-

বিচারক নিয়োগ করার সময় তাদের সততা, যোগাতা, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহস প্রভৃতি গুণগত যোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে। বিচারকদের কার্যকালের ওপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বিচারকদের কার্যকাল স্থায়ী হলে বিচারকরা নিষ্ঠার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারবেন। বিচারকদের চাকুরির নিরাপত্তা স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। বিচারককে উপযুক্ত কারণ ছাড়া চাকরিচ্যুত করা যাবে না। বিচারকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের উপযুক্ত বেতন-ভাত্তাদি প্রদান করতে হবে। স্বল্প বেতন ও অপর্যাপ্ত সুবিধা বিচারকদের দুর্মুগ্রস্ত করে তুলতে পারে। বিচারকদের যথাসময়ে পদোন্নতির সুবিধা থাকলে বিচারকগণ তাদের কর্মে বিশেষ মনোযোগী থাকবেন। পদোন্নতি বিচারকদের কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধিতে সহায়ক। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলো বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে। বিচারকগণ রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকবেন। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তাদের দুর্বলতা থাকলে বিচার কাজে নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না। ফলে ন্যায়বিচার ক্ষমতা হবে। বিচারকদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা দিলে তাদের মধ্যে কর্তৃব্যপ্রায়ণতা ও সামাজিক দায়বন্ধতা বৃদ্ধি পাবে।

**৭** উদ্দীপকে নির্দেশিত অঙ্গটি হলো সরকারের বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগ সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে।

বিচার বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হলো জনগণের মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করা। বিচার বিভাগকে সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষক বলা হয়। সংবিধানের প্রাধান্য নিশ্চিত করা এ বিভাগের দায়িত্ব। আইন বিভাগ প্রণীত আইনের এবং শাসন বিভাগের কাজের বৈধতা যাচাই করে বিচার বিভাগ। সংবিধান পরিপন্থী কিংবা, সংবিধানের সাথে অসামজস্যপূর্ণ আইন ও কার্যবলি সরকারের এ বিভাগটি অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করতে পারে। একে বলা হয় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা। এর মাধ্যমে এ বিভাগটি সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করে।

জনগণের মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাগরিক জীবনের বিকাশের জন্য অপরিহার্য এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানে সুরক্ষিত শর্তগুলোই মৌলিক অধিকার। যেমন: জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রভৃতি। এগুলো সরকারও লজ্জন করতে পারে না। সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক

অধিকার লজ্জিত হলে জনগণ বিচার বিভাগের শরণাপন্ন হয়ে প্রতিকার দাবি করতে পারে। বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগ সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে।

**৮** **১০** সুমনের দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার কোনো বিট্টন নেই। সেখানে সকল ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত।

**১** ক. এরিস্টেটলের মতে সরকারের বিকৃত রূপ কোনটি?

**২** খ. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝ?

**৩** গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের সুবিধা-অসুবিধা বিশেষণ করো।

**৪** ঘ. স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরনের সরকার কতটা সহায়ক? ব্যাখ্যা করো।

## ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** এরিস্টেটলের মতে সরকারের বিকৃত রূপগুলো হলো— গণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও বৈরেতন্ত্র।

**ক** দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এ ধরনের আইনসভায় 'নিম্নকক্ষ' এবং 'উচ্চকক্ষ' নামে পৃথক দুটি পরিষদ থাকে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয় এবং তা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষমতা ও গুরুত্বের অধিকারী হয়ে থাকে। বিশ্বের বেশিরভাগ আইনসভার উচ্চকক্ষই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত, মনোনীত আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। উচ্চকক্ষ আইনসভার নিম্নকক্ষের ক্ষমতা ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমনের দেশে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। নিচে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা হলো-

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের সরকারব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ন্যস্ত থাকে। প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকার সাংবিধানিকভাবে কোনো স্বাধীনতা ভোগ করে না। স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার যতটুকু ক্ষমতা হস্তান্তর করে তারা শুধু স্টেটকুই চর্চা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত নির্দেশনা অনুযায়ীই গোটা দেশ পরিচালিত হয়।

এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা দুটীই রয়েছে। এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে বলে যেকোনো বিষয়ে দুটি ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। এ সরকারব্যবস্থা সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করে। এ ধরনের সরকারব্যবস্থা সাংবিধানিক সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতামুক্ত। ফলে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা যায়। এছাড়া এককেন্দ্রিক সরকারের কাঠামো সহজ-সরল। কেন্দ্রীয়ভাবে একটিমাত্র সরকার ও একক আনুগত্য বজায় থাকায় ক্ষমতা বল্টে সম্পর্কিত কোনো জটিলতা থাকে না। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর জন্য এককেন্দ্রিক শাসন বিশেষভাবে উপযোগী।

তবে এককেন্দ্রিক সরকারের সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে বলে এখানে শাসনকার্য পরিচালনায় বৈরেতাত্ত্বিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সেই সাথে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ অত্যধিক থাকে। ফলে সরকার আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একেতে আমলাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ অনেকটা কম।

**ব** স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকার সহায় করে না।

এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপরিচালনার সব ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ন্যস্ত থাকে। স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, স্থানীয় সরকারের কাজের ক্ষেত্রে কোনো স্বাধীনতা থাকে না। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার কোনো বিট্টন না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না। তাই স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠে না।

আবার, এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আমলাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। সরকার আমলাদের মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত নীতি ও সিন্ধুস্ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এফ্রেতে শাসনকার্য পরিচালনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ তেমন প্রয়োজন হয় না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা মোটেই সহায় করে নয়।

#### প্রশ্ন ▶ ১১ নিচের ছকটি পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:

'X' রাষ্ট্র	'Y' রাষ্ট্র
ক. অনেক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান।	১. একটিমাত্র রাজনৈতিক দল বিদ্যমান।
খ. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ওপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ।	২. নামমাত্র আইনসভা রয়েছে।
গ. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক নেতা নির্বাচিত হয়।	৩. দল প্রধানের ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক নেতা নির্বাচিত হয়।

/চ লো ১৭/ গ্রন্থ নং ৭/

- ক. শাসন বিভাগ কী? ১  
 খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. উদ্দীপকের ছক অনুযায়ী 'X' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে 'X' ও 'Y' রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটিকে তুমি কল্যাণকামী মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ব** রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে।

**খ** যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ অর্থাৎ, আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এটাই দায়িত্বশীল সরকার।

সংসদীয় ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সরার আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ ক্ষমতায় থাকবে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তথা শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ কারণেই সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের ছক অনুযায়ী 'X' রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। জাতীয় নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী

দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের পুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ দিতে পারেন। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তার পদটি আলঙ্কারিক। রাষ্ট্রপ্রতি মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। পার্লামেন্ট বা আইনসভার মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সরকার আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে বলে একে পার্লামেন্টের বাস্তু হয়। এই সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের কাছে জবাবদিহি করেন।

উদ্দীপকের 'X' রাষ্ট্রে দেখা যায়, সেখানে অনেক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ওপর আইনসভা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক নেতা নির্বাচিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব, বলা যায় 'X' রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

**ঘ** উদ্দীপকের ছক অনুযায়ী 'X' রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার, আর 'Y' রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দু'টির মধ্যে আমি 'X' রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী মনে করি।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার হলো সেই সরকার যেখানে শাসন বিভাগ তার সব কাজের জন্য আইন বিভাগের কাছে দায়ী থাকে। আর একনায়কতন্ত্র এমন শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা একনায়কের হাতে পুরুষভূত থাকে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধৰ্মী শাসনব্যবস্থা এবং উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল উভয়ই তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকে। এ শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। বিরোধী দল সংসদে বসে সরকারের কাজের সমালোচনা করতে পারে। এর মাধ্যমে সাধারণত সরকার সংযত হয় ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে কল্যাণমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, এ সরকারব্যবস্থা জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি-বাধীনতাকে স্বীকার করে না, যা গণতন্ত্র-বিরোধী। ফলে নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার পাশাপাশি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। একনায়কতন্ত্র বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কারণ একনায়ককে কারণ কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকে না বলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও তৈরি হয় না। একনায়কতন্ত্র জনবিচ্ছিন্ন, বৈরাচারী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শাস্ত্রির জন্য প্রতিকূল একটি শাসনব্যবস্থা।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা একনায়কতন্ত্রের চেয়ে জনসম্পৃক্ত এবং কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা। তাই আমি 'X' রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী মনে করি।

**প্রশ্ন ▶ ১২** 'ক' একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের একটি বিভাগ দুর্নীতি দমন বিষয়ক একটি আইন পাস করে। প্রতি অর্থবছরের শুরুতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণ করে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে দেশটি ১৬ বার সংবিধান সংশোধন করেছে। তবে শাসন ও বিচার কার্যে এ বিভাগ তেমনটা হস্তক্ষেপ করে না। /চ লো ১৭/ গ্রন্থ নং ৮/

- ক. আইনসভার প্রধান কাজ কী? ১  
 খ. বর্তমানে শাসন বিভাগের সদস্যরাই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়—ব্যাখ্যা করো। ২  
 গ. উদ্দীপকে দুর্নীতি দমন আইন প্রণয়নে কোন বিভাগ ভূমিকা পালন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের বিভাগটির কার্যাবলি থেকে পাঠ্যবইয়ের আলোচিত কার্যাবলি অনেক ব্যাপক—বিশ্লেষণ করো। ৪

## ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আইনসভার প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা।

**খ** শাসন বিভাগের সদস্যরা নিজ বিভাগ পরিচালনার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দেন।

সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে আইনসভার ভেতরে ও বাইরে দলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আবার তিনি দলীয় প্রধান হিসেবে দলের কর্মসূচি প্রণয়ন করেন এবং দলের অনুকূলে জনমত রাখার জন্যও ভূমিকা রাখেন। এমনকি নির্বাচনে নিজ দলের পক্ষে প্রচারণা, পৃষ্ঠপোষকতা ও দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির উপরিত দায়িত্ব পালন করেন। ফলে দেশের কোন অবস্থায় কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার সব কিছুই শাসন বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা নির্ধারণ করেন। সুতরাং বলা যায়, শাসন বিভাগের সদস্যরাই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন।

**গ** উদ্দীপকে দুর্নীতি দমন আইন প্রণয়নে আইনসভা বা আইন বিভাগ ভূমিকা পালন করেছে।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ বা আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইন বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ সে আইন প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ সেই আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্ন করে। অর্থাৎ, আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনই হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি। আইন বিভাগের সদস্যগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকেন। এজন্য জনস্বার্থ ও জনকল্যাণ বহির্ভূত কোনো আইন যাতে প্রণীত না হতে পারে সেদিকে তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এর ফলে প্রশাসনিক স্তর থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রেই দুর্নীতি কমে যায়, বেঙ্গাচারিতা দূর হয়, সর্বপৌরি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' রাষ্ট্রটিতে সরকারের একটি বিভাগ দুর্নীতি দমন বিষয়ক আইন পাস করে, এ পর্যন্ত বিভাগটি দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনে ১৬ বার সংবিধান সংশোধন করেছে। উপরিত কার্যক্রম দ্বারা আইন বিভাগকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে সরকারের যে বিভাগটির কার্যক্রমকে নির্দেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে আইন বিভাগ বা আইনসভা।

আইন প্রণয়ন ছাড়াও আইনসভাকে আরো অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিচে আইনসভার কার্যবলি তুলে ধরা হলো-

প্রথমত, আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সম্মত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রধানত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে।

দ্বিতীয়ত, আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। স্থানীয় অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণপরিষদ ১৯৭২ সালে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' রচনা করে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ক। আইনসভার সম্মতি ব্যাতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না।

চতুর্থত, সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসঞ্চালন কাজ নির্যাপ্ত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্মতিক্রমেই রাষ্ট্রপতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন।

পঞ্চমত, অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে।

ষষ্ঠত, সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আম্বে হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**প্রশ্ন** ► ১৩ মি. রিচার্ড 'ক' রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে ৩০টি আঞ্চলিক ব্যায়ামসভাত সরকার রয়েছে। অপরদিকে, মিস ক্যাথি 'খ' রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, এদেশেও কিছু প্রদেশ রয়েছে। কিন্তু এই প্রদেশগুলোর সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

স্বিকৃত, ফলে ১৭। প্রশ্ন নং ৭।

**ক.** রাজতন্ত্র কী?

**খ.** গণভোট বলতে কী বোঝায়?

**গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? উক্ত সরকারব্যবস্থার সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করো।

**ঘ.** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৪

## ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাজতন্ত্র হচ্ছে সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে রাজা বা রানির হাতে রাষ্ট্রের চরম ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে এবং রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সুত্রে ক্ষমতা লাভ করেন।

**খ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো গণভোট।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রে যখন দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হয় তখন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে গণভোটের মাধ্যমে প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত হয়। যেমন- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাপের বিষয়ে ব্রিটেনে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হলে ২০১৬ সালের ২৩ জুন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবার তুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এখানে জাতীয় বা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার সংবিধান অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করে। সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমন্বয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনে প্রেরণা যোগায়। প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও বৃহৎ রাষ্ট্রের মর্যাদা ভোগ এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানের মাধ্যমে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার ব্রেঙ্গাচারী হতে পারে না। আবার স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিষয়-সংক্রান্ত কাজ অঙ্গরাজ্যের ওপর ন্যস্ত হলে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়তি কাজের চাপমুক্ত থাকতে পারে।

এ ছাড়াও কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা কম থাকে। ফলে প্রদেশগুলোতে নিজের রাজনীতি বিকশিত হয় এবং স্থানীয় নেতৃত্বের পথ সুগম হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্র দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং 'খ' রাষ্ট্র দ্বারা এককেন্দ্রিক সরকারকে বোঝানো হয়েছে।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। অন্যদিকে, এককেন্দ্রিক সরকার বলতে বোঝায়, যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে।

এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় আইনসভা দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হয় না। অন্যদিকে, এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় দেশের সংবিধান আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে না। অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার সমমর্যাদার ভিত্তিতে নিজ নিজ ক্ষমতা চৰ্চা করে থাকে। এছাড়া এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় দেশের সংবিধান লিখিত অথবা অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় অথবা দৃষ্টপরিবর্তনীয় যেকোনো ধরনের হতে পারে। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় দেশের সংবিধান লিখিত ও দৃষ্টপরিবর্তনীয় হয়। এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃতই বহাল থাকে। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় বিচার বিভাগ সাংবিধানিকভাবে সে বিরোধের মীমাংসা করে থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে, প্রদেশ বা অজ্ঞারাজগুলোর স্বায়ত্ত্বাসন সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সরকারব্যবস্থার এ দুটি ধরনের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ১৪** গৌরনদী হাসপাতালে কর্তৃব্যরত চিকিৎসকের অবহেলায় এক নবজাতক শিশুর মৃত্যু হয়। শিশুটির বাবা এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। গৌরনদী থানার ওসি কামরুল সাহেব অভিযুক্তকে বিধি মোতাবেক গ্রেফতার করে। জেলা জজ শফিকুল ইসলাম সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ডাক্তারকে শাস্তি প্রদান করেন।

- /সি. বো. ১৭/। গ্রন্থ নং ৮; বি. এ এক শাস্তি করেন, তাকে। গ্রন্থ নং ৮/  
 ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে? ১  
 খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. জনাব কামরুল সরকারের কোন বিভাগের সদস্য? উক্ত বিভাগের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. তুমি কি মনে কর, জনাব শফিকের বিভাগের স্বাধীনতা আইনের শাসন নিশ্চিত করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু (Montesquieu) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা।

**খ** কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের ভিত্তিতে ক্ষমতা বণ্টনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের জাতীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করে এবং প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে স্থানীয় বা প্রাদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

**গ** জনাব কামরুল সরকারের শাসন বিভাগের সদস্য। রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রলীত আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করাই শাসন বিভাগের কাজ। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে শাসন বিভাগের কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে শাসন বিভাগের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো—

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান; প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে এবং অন্য দেশ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে নিজ দেশে গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের

প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এসব কাজকে কৃটনৈতিক বা পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কাজ বলে। এসব কাজের দায়িত্ব পালন করে শাসন বিভাগের অন্তর্গত 'পররাষ্ট্র দপ্তর'। যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়টি অনেক সময় আইন বিভাগের সম্মতির ওপর নির্ভর করলেও যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে শাসন বিভাগের। অনেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা প্রদর্শন, কিংবা তার দণ্ড হ্রাস করতে পারেন।

**ঘ** হ্যাঁ, জনাব শফিকের বিভাগ তথা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আইনের শাসন নিশ্চিত করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান এবং বিচার কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীন ও মত প্রকাশের ক্ষমতা বা স্বাধীনতা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগের দক্ষতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাটি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিচার বিভাগের অন্তিম ছাড়া সুসভ্য সামাজিক জীবন কল্ননা করা যায় না। সমাজজীবনে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার নির্যাতন, নিপীড়ন প্রভৃতি প্রতিরোধের প্রধান শক্তি হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ আছে বলেই একটি দেশের সরকার সংবিধানের নিদেশিত পথে চলতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকরণ হলো আইনের শাসন। আইনের শাসনের অর্থ হলো- (ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, (খ) সকলের জন্য একই ধরনের আইন থাকবে, (গ) বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না, (ঘ) বিনা বিচারে কাউকে আটক করা যাবে না, (ঙ) অভিযুক্তকারীর আঞ্চলিক সমর্থনের সুযোগ থাকবে এবং (চ) সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

আইনের শাসন কথাটি শুধু মুখে মুখে স্বীকার বা সংবিধানে সন্নিবেশিত করলেই হবে না, এর বাস্তব প্রয়োগও ঘটাতে হবে। তাহলে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

**প্রশ্ন ▶ ১৫** পিটার তার বন্ধু দীনেশকে জানায়, তাদের সরকার দীনেশদের সরকারের মত আইনসভা কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। /বি. বো. ১৭/ গ্রন্থ নং ৭/

- ক. কক্ষের ভিত্তিতে আইনসভা কত প্রকার? ১  
 খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কাকে বলে? ২  
 গ. পিটারের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? এ সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। ৩  
 ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত দীনেশদের সরকার কোন ধরনের? গণতান্ত্রিক উন্নয়নে এ সরকার জরুরি— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কক্ষের ভিত্তিতে আইনসভা দুই প্রকার। যথা: এককক্ষবিশিষ্ট ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট।

**খ** বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এমন এক বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিচার বিভাগ দেশের আইন ও শাসন বিভাগের কার্যক্রমের সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণ করে।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাবলে বিচার বিভাগ সংবিধানবিবোধী যেকোনো আইন ও সরকারি সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিকতার অভিযোগে বাতিল করে দিতে পারে। এ ক্ষমতাবলে বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী।

**গ** পিটারের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণত তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। তার দায়বদ্ধতা থাকে জনগণের কাছে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। উদ্দীপকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পিটার তার বন্ধু দীনেশকে বলছে, তার দেশের সরকার আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। অর্থাৎ, তার দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রচলিত। এরূপ সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি দেশের প্রকৃত শাসক। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় সাধারণত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হন। এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিসভার তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। এ সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনসভা ইচ্ছা করলেই রাষ্ট্রপতির বিবুদ্ধে অনাম্বা প্রস্তাব পাস করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না। কেবল বিশেষ ব্যবস্থায় অভিশংসনের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাধারণত আইনসভার কাছে দায়ী নন। আবার তিনি আইনসভাকে ভেঙে দিতেও পারেন না। এই সরকার ব্যবস্থায় সরকার স্থিতিশীল হয়। অভিশংসন প্রস্তাব ছাড়া আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না। তাছাড়া এ সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর থাকায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য বহাল থাকে। পিটারের দেশের সরকারব্যবস্থায় অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিতসরকার ব্যবস্থায় এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত দীনেশের সরকার সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ অর্থাৎ আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এ ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। বিজয়ী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সরার আস্থাভাজন বৃক্ষ হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতায় থাকবে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তথ্য শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করে। এ কারণে সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় বিরোধী দল বিকল্প সরকার হিসেবে গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে। ফলে সরকার সাধারণত কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাসন বিভাগকে তাদের গৃহীত নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইন সভার কাছে দায়ী থাকতে হয়। ফলে শাসন বিভাগ হৈরাচারী হতে পারে না। সংসদীয় সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় বলে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হয়। ফলে নীতিগ্রহণ ও বাস্তবায়নে জনগণের ইচ্ছার অধিকতর প্রতিফলন ঘটে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত উত্তম এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের সরকার বেশি কার্যকর।

**প্রশ্ন ► ১৬** সকল দেশেই সরকারের এমন একটি বিভাগ রয়েছে, যা বিদ্যমান আইনসমূহ প্রয়োগ করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করে। কিন্তু সুজনের দেশে এ বিভাগটি স্বাধীন নয়।

ক. আইন বিভাগের মূল কাজ কী?

১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

২

গ. বর্ণিত বিভাগটির কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুজনের দেশে সরকারের বিভাগসমূহ কীভাবে কাজ করে? বিশেষণ করো।

৪

**ক** আইন বিভাগের মূল কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা।

**খ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অনান্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা তথা গণতান্ত্র রক্ষার অন্যতম রক্ষাকৰ্ত্তা।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগটি হলো বিচার বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাকে বিচার বিভাগ (Judiciary) বলে। একটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম।

উদ্দীপকে সরকারের এমন একটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে, যা দেশের বিদ্যমান আইনসমূহ প্রয়োগ করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করে। এ থেকেই বোঝা যায়, এখানে বিচার বিভাগের কথাই বলা হয়েছে। আইন প্রয়োগ করাই বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী বিচারকাজ পরিচালনা করে। বিচার বিভাগ যদি আইনসভা প্রণীত কিংবা প্রথাগত আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরম্পরাবিরোধী বলে মনে করে, তাহলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। আবার, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আদালত প্রয়োজনে সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেবল ও অজরাজ্যের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে থাকে। প্রয়োজনে বিচারকরা ন্যায়বোধ ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বিচারকদের বিশেষ রায় বা পর্যালোচনা অনেক সময় পরবর্তী সময়ে নজির হিসেবে অনুসৃত হয়। এটি নতুন আইনের উৎস হিসেবেও কাজ করতে পারে। বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে। এছাড়াও এ বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, পরামর্শ দান, তদন্তসংক্রান্ত কাজ প্রতৃতি করে থাকে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সুজনের দেশের সরকারের বিভাগসমূহের মধ্যে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ শাসনকাজ পরিচালনা করে এবং বিচার বিভাগ বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিচারকাজ সম্পাদন করে। বস্তুত এভাবেই একটি দেশের সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে সুজনের দেশে বিচার বিভাগ স্বাধীনতার অভাব রয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভা আইন প্রণয়নের কাজ করে থাকে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা গঠন করে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা অর্থাৎ সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শাস্তি-শৃঙ্খলা তথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারী নিয়োগ, বেতন-ভাতা নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ জারি প্রতৃতি কাজ করে থাকে। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, সন্দি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও এগুলোর সদস্যপদ গ্রহণ এবং সেখানে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়াও শাসন বিভাগের কাজ। শাসন বিভাগ কিছু কিছু আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কাজও করে থাকে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রীরা আইনসভারই সদস্য।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের সাথে সরকারের অন্য দুটি বিভাগের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিচারকরা অনেক সময় নতুন আইন সৃষ্টির পথ সুগম করেন। সংবিধানসম্মত না হলে বিচার বিভাগ যেকোনো আইন বাতিল করতে পারে। এভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও দেশভেদে সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন ▶ ১৭** মি. রহিমের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসভার নিকট দায়বস্থ। কেননা, দেশটি জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়। অপরদিকে মি. ডনের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নয়; যদিও আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ স্বাধীন রয়েছে। তবে তার দেশ জাতীয় সংকটকালে দুটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

জি. কে. ১৬। প্রশ্ন নং ৭।

- |  |   |
|--|---|
| ক. সরকার কী?   | ১ |
| খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. রহিমের দেশের সরকারব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো।  | ৩ |
| ঘ. তুমি কি মনে কর, মি. রহিমের দেশ অপেক্ষা মি. ডনের দেশের সরকারব্যবস্থা উত্তম? উত্তরের সপক্ষে মুক্তি দাও। | ৪ |

#### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকার হচ্ছে সার্বভৌম রাষ্ট্রের এমন সংগঠন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি প্রয়োগ ও শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

**খ** সূজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

**গ** আলোচ্য উদ্দীপকের মি. রহিমের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসভার নিকট দায়বস্থ এবং দেশটি জনমত দ্বারা পরিচালিত। মি. রহিমের দেশে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এবং এর শীর্ষে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং মন্ত্রিসভা সর্বতোভাবে সংসদের নিকট তাদের কাজের জবাবদিহি করে। এখানে প্রধানমন্ত্রীসহ সকল মন্ত্রীকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। যতদিন আইনসভা তথা সংসদ মন্ত্রিপরিষদকে সমর্থন করে ততদিন মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতায় থাকে এবং আইনসভার অধিকাংশ সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন করলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। এ সরকারব্যবস্থায় সংসদ সংবিধানের যেকোনো অংশ সংশোধন করতে পারে। এছাড়া এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতাত্ত্বিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া কিছু করেন না।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের মি. রহিমের দেশে বিদ্যমান সংসদীয় সরকারব্যবস্থা অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক।

**ঘ** উদ্দীপকে মি. রহিমের দেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং মি. ডনের দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। মি. রহিমের দেশের সংসদীয় সরকারব্যবস্থা অপেক্ষা মি. ডনের দেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা উত্তম নয় বলে আমি মনে করি। কারণ—

প্রথমত, সংসদীয় সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় অধিক দায়িত্বশীল।

দ্বিতীয়ত, সংসদীয় সরকারে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন করে বলে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা বুবই কম। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য না হওয়ায় আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

তৃতীয়ত, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় উৎকৃষ্ট আইন ও উন্নত ধরনের শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

চতুর্থত, সংসদীয় সরকারে মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী বলে মন্ত্রীগণ ষেষাচারী হতে পারেন না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীদের ষেষাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পঞ্চমত, সংসদীয় সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় দেশে অধিকমাত্রায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে। কেননা, সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে বলা হয় জনগণের শাসনব্যবস্থা।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের মি. ডনের দেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় অধিকতর জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়। এজন্য আমি মি. রহিমের দেশের সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করি।

**প্রশ্ন ▶ ১৮** নিচের ছকটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



জি. কে. ১৬। প্রশ্ন নং ৭।/সরকারি বজাবন্তু কলেজ, গোপালগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৭।

- |   |   |
|---|---|
| ক. সরকার কী?  | ১ |
| খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকের প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে কোন বিভাগ হবে? উত্ত বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত বিভাগের সাথে অপর দুটি বিভাগের সম্পর্ক লিখ।   | ৪ |

#### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকার রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

**খ** সূজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

**গ** সূজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত বিভাগ তথা বিচার বিভাগের সাথে আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক নির্বিড়।

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত। এ তিনটি বিভাগ পৃথক কাজের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও নিজেদের মূল কাজ ছাড়াও অন্য বিভাগের কাজও করে থাকে। এ সকল কাজ করার মধ্য নিয়ে বিভাগসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করে থাকে। এটি আইন বিভাগের প্রধান কাজ। আবার আইন বিভাগ কিছু শাসন বিভাগীয় কাজ করে। আইন বিভাগের আস্থার ওপর মন্ত্রিপরিষদ তথা শাসন বিভাগের ক্ষমতা নির্ভরশীল। এ কাজের মধ্য দিয়ে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ বিচার বিভাগের কাজও করে। আইন বিভাগ বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ ও বিচারকদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করে। অন্যদিকে, শাসন বিভাগ আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। শাসন বিভাগ আইন বিভাগ সম্পর্কিত দায়িত্বও পালন করে। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা আহ্বান, স্থগিত, বাণী প্রেরণ ও বিলে সম্মতি প্রদান করেন। এভাবে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শাসন বিভাগ কিছু বিচারমূলক কাজও করে। যেমন— শাসন

বিভাগ কর্তৃক বিচারকগণ নিযুক্ত হন। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান অপরাধীর সাজা মণ্ডুকুফ করতে বা কমাতে পারেন। এসব কাজের মাধ্যমে শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবার বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হলো আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা, সংবিধান ও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা দান করা। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের কাজের বৈধতা যাচাই করতে পারে। এ বিভাগ শাসন বিভাগের কাজ অসাধারণিক হলে তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের সাথে আইন বিভাগ প্রণীত কোনো আইন সাংঘর্ষিক হলে তা যাচাই করে বিচার বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এভাবেই বিচার বিভাগের সাথে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক শাসন ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

**প্রশ্ন ▶ ১৯** জনগণের ভোটে 'ক' দেশের নির্বাচিত ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে শপথ গ্রহণ করেন। 'খ' দেশের রাষ্ট্রপতি একই সময়ে শপথ গ্রহণ করেন। 'ক' দেশের রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। কিন্তু 'খ' দেশের রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র নামসৰ্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ দুটি রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও শাসন ও আইন বিভাগের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। /নি. বো. ১৬/ প্রশ্ন নং ৬/

- ক. এককেন্দ্রিক সরকার কাকে বলে? ১
- খ. সরকারের তিনটি অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেন প্রয়োজন? ২
- গ. 'ক' দেশে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের জন্য 'খ' দেশের সরকার ব্যবস্থা উত্তম? মতামত দাও। ৪

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে শাসনক্ষমতা একক ও অখণ্ড থেকে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

**খ** রাষ্ট্রের মুখ্যপ্রাপ্তি হিসেবে সরকারকে তিনি ধরনের কাজ করতে হয়। আইন প্রণয়ন, শাসন কাজ পরিচালনা এবং বিচার সংক্রান্ত কাজ।

আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগের। প্রণীত আইনকে কার্যকর করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। আর আইন ভঙ্গকারীর শাস্তির বিধান করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাস্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এই তিনটি বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এই তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যিক।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণত তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধান। তার কাজে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকে। তবে রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছামতো মন্ত্রী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রাজিলসহ বিশ্বের অনেক দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, 'ক' দেশের একজন ব্যক্তি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি একাধারে সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পান। বিষয়টি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাঠামোর সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি যদি রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ার

পাশাপাশি সরকারেরও প্রধান নির্বাচী হন তবে সে ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে। সেখানে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এই সরকার কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশের রাষ্ট্রপতি একটি রাষ্ট্রপতিশাসিত দেশের সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

**ঘ** সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ২০** সাদ ও পিটার লন্ডন শহরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। একদিন সরকার সম্পর্কে আলোচনাক্ষেত্রে পিটার বললো, তাদের দেশ সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের জন্মস্থান। মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য সরকারের একটি বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ। সাদ বললো, আমাদের দেশে মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। বিভিন্ন কারণে উক্ত বিভাগটির ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

/নি. বো. ১৬/ প্রশ্ন নং ২/

ক. সুশাসন কী?

খ. প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে পিটারের দেশের সরকারের যে বিভাগের কথা বলা হয়েছে তার ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শেষে উল্লিখিত বিভাগটির ক্ষমতা যেসব কারণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বিশ্লেষণ করো।

### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় শাসনকাজ পরিচালনা করাকে সুশাসন (Good Governance) বলে।

**গ** প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তৃব্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতাই হলো প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা।

প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার মধ্যে একটি হলো অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতা, যা প্রশাসনের পদসোপানের (উর্ধ্বতন থেকে নিম্নতর পর্যন্ত পদভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। অপরটি হলো জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা। জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিটিজেন চার্টার, তথ্য কমিশন ইত্যাদির মাধ্যমে এ ধরনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে পিটারের দেশের সরকারের আইন বিভাগের কথা বলা হয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ একটি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের এ বিভাগটি আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার গঠন একরকম নয়। কাঠামো, সদস্যসংখ্যা, সদস্য পদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, কার্যকাল ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনসভার সংগঠনের মধ্যে 'পার্থক্য রয়েছে'। তবে গঠন কাঠামোর দিক থেকে বর্তমান আইনসভাগুলো দুই ধরনের। যথা-

১. এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: একটিমাত্র কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। সাধারণত এ ধরনের আইনসভার সদস্যরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশ, তুরস্ক, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপ্পিন্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

২. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে যে আইনসভা গঠিত হয় তাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এরূপ আইনসভার প্রথম কক্ষকে 'নিম্নকক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষকে 'উচ্চকক্ষ' বলা হয়। বিশ্বের

প্রতিটি রাষ্ট্রের নিম্নকক্ষই সর্বজনীন ভৌটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়। অপরদিকে, উচ্চকক্ষ গঠিত হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচন, আংশিক মনোনয়ন কিংবা উত্তরাধিকার সুত্রে সদস্য হওয়ার ভিত্তিতে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্রে ছি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

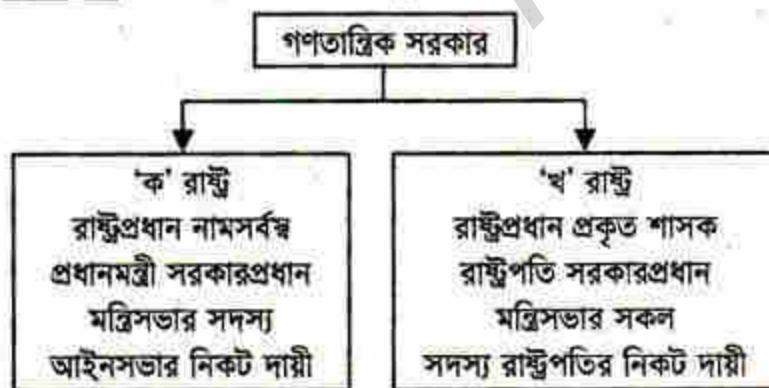
**৬** উদ্দীপকের শেষে সাদের কথায় আইনসভার ক্ষমতা স্বাস্থ ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

শাসন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমাগত যে সব কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হলো-  
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণত নির্বাচনে যথেষ্ট সংখ্যক জ্ঞানী-গুলী ও দক্ষ  
ব্যক্তিদের নির্বাচিত হন না। ফলে আইনসভায় অনেক অদৃক সদস্যেরও  
আগমন ঘটে। আইন প্রণয়নের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন অনেক  
সদস্যেরই তা না থাকায় আইন প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের মূল  
দায়িত্ব শাসন বিভাগের ওপর অর্পিত হয়। আধুনিককালে শাসনকার্য  
পরিচালনা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। এজন্য প্রতিবছর অনেক বিশেষজ্ঞ  
নিয়োগ করা হচ্ছে। এসব শাসন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের হাতে যথেষ্ট  
ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এটি শাসন বিভাগের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

বর্তমানে আইনসভা সাধারণত বছরে মাত্র কয়েকবার এবং সংক্ষিপ্ত  
সময়ের জন্য বসে। ফলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে খুটিনাটি সব দিক  
দেখার মত প্রয়োজনীয় সময় আইনসভার হাতে থাকে না। তাই  
আইনসভা প্রস্তাবিত আইনের মূল কাঠামো প্রস্তুত করে তাকে পরিপূর্ণতা  
দানের বিষয়টি শাসন বিভাগের ওপর অর্পণ করে। এগুলোকে ক্ষমতা  
প্রসূত আইন বা 'Delegated Legislation' বলে। এ বিষয়টি শাসন  
বিভাগের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে  
সরকারের বিধিক কার্য সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।  
শাসন বিভাগ এ অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ করার কাজও করে  
থাকে। এ সব কারণেও শাসন বিভাগের কার্যাবলি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন  
আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন  
শাসন বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করায় বিভাগটির  
প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা  
বাস্তবায়নের জন্য এবং অধিকতর দক্ষতার কারণে বিশেষ সর্বত্র শাসন  
বিভাগের কাজ ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**প্রশ্ন ▶ ২১** ছকটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



/চ. বো ১৬/ গ্রন্থ নং ৮/

**ক.** সরকার কাকে বলে? ১

**খ.** নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

**গ.** উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান?  
ব্যাখ্যা করো। ৩

**ঘ.** 'খ' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বাংলাদেশের বৈসাদৃশ্যসমূহ তুল  
ধর। ৪

### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** সরকার হলো রাষ্ট্রের এমন সংগঠন যার মাধ্যমে আইন, বিধি  
প্রয়োগ ও শাসনকাজ পরিচালনা করা হয়।

**ব.** নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার নীতি হলো বিচার বিভাগের  
স্বাধীনতা।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে  
বিচারকাজ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচার বিভাগ যদি আইন ও শাসন  
বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনতাবে বিচারকাজ করতে পারে, তবে সেই  
বিচার বিভাগকে স্বাধীন বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের লর্ড চ্যাসেলর,  
আইনজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পথ প্রদর্শক স্যার ফ্রান্সিস বেকন  
(Sir Francis Bacon) বলেছেন, 'বিচারকদের সিংহের মতো হতে হবে,  
তবে সিংহাসনের ছত্রায় তাদের ওপর থাকবে না।'

**গ.** সূজনশীল ও নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

**ঘ.** সূজনশীল ও নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ২২** মি. 'ক' একজন সংসদ সদস্য ও একটি গুরুত্বপূর্ণ  
মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। তার ভাতিজা 'খ' নানা দুর্ভুক্তির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু  
দিন আগে এক মেয়েকে উত্ত্বক করার অভিযোগে 'খ' এর বিবুদ্ধে  
থানায় মামলা হয়। সে প্রেক্ষিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং  
আদালতে পাঠায়। মি. 'ক' বিচারককে ফোন করে ভাতিজাকে ছাড়িয়ে  
নেন। মামলার বাসী মেয়ের বাবা হতবাক হন এবং মেয়ের স্কুলে যাওয়া  
বন্ধ করে দেন। কারণ উত্ত্বকারী 'খ' আবারও মেয়েটি ও তার  
পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। /চ. বো ১৬/ গ্রন্থ নং ৮/

**ক.** কোন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমশ স্বাস্থ পাচ্ছে?

১

**খ.** দেশের মানুষকে একাত্ম করে ভাবার অনুভূতিকে কী বলে?  
ব্যাখ্যা করো।

২

**গ.** মি. 'ক' এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোন বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ  
হয়েছে বলে তুমি মনে কর? বর্ণনা করো।

৩

**ঘ.** উদ্দীপকে উত্ত্বিত 'খ' এর কার্যক্রম কীসের অন্তরায় এবং  
কীভাবে? আলোচনা করো।

৪

### ২২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** আইন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমশ স্বাস্থ পাচ্ছে।

**খ.** দেশের মানুষকে একাত্ম করে ভাবার অনুভূতিকে দেশপ্রেম বলে।  
দেশপ্রেম এক ধরনের মানসিক অনুভূতি। মাতৃভূমির প্রতি গভীর  
অনুরাগ, ভালোবাসা, আনুগত্য প্রকাশ প্রচুর মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম  
প্রকাশ পায়। বস্তুত, দেশপ্রেম হচ্ছে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। এটি ছাড়া  
স্বাধীনতা অর্জন এবং রক্ষা করা যায় না। জাতির পিতা বজাবন্ধু শেখ  
মুজিবুর রহমান, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল  
হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ জাতীয় নেতা দেশপ্রেমের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন  
করেছেন।

**গ.** উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিচার বিভাগের  
স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অনান্য বিভাগের (আইন ও  
শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ  
পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ  
হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা  
যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও  
অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত  
থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। অন্যথায় এ  
বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে।

উদ্দীপকের ভাতিজা 'খ' বিবুদ্ধে এক মেয়েকে উত্ত্বক করার  
অভিযোগে মামলা হলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়।  
কিন্তু মন্ত্রী মি. 'ক' বিচারককে ফোন করে ভাতিজা 'খ' কে ছাড়িয়ে নেন।  
একেকে বিচারক স্বাধীনভাবে তার কর্তব্য পালনে বাধ্যপ্রাপ্ত হয়ে  
আসামিকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। এতে বিচার বিভাগের  
স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে। যা আমরা উদ্দীপকের স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীর  
অধিকার লংঘনের ঘটনায় তারই প্রমাণ দেখতে পাই।

**ন** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' এর কার্যক্রম সুশাসনের অন্তরায়।  
সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন (Good Governance)। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীর অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সমান সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের এ বৈশিষ্ট্যগুলো অনুপস্থিত থাকলে সমাজের সর্বস্তরে বিশ্বাসলা দেখা দেয়।

উদ্দীপকের মন্ত্রীর ভাতিজা 'খ' নানা দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত। এক মেয়েকে উত্তৃত করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং আদালতে পাঠায়। কিন্তু মন্ত্রী বিচারককে ফেন করে ভাতিজাকে ছাড়িয়ে নেন। মন্ত্রীর ভাতিজা ছাড়া পেরে আবারও মেয়েটি ও তার পরিবারকে হুমকি দিতে থাকে। এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, ভাতিজাকে আদালত থেকে ছাড়িয়ে আনার বিষয়ে মন্ত্রীর কর্মকাণ্ড আইনের শাসনের পরিপন্থ। আইনের শাসন বলতে আইনের চোখে সবার সমান হওয়া এবং আইনের প্রাধান্য বজায় থাকাকে বোঝায়। আইনের শাসনই বাস্তির সাম্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকরণ। তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতিমুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জরুরি। যে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারে না, সে রাষ্ট্রে আইনের শাসন থাকে না। আর আইনের শাসন না থাকলে সুশাসনও সম্ভব হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, মি. 'ক'-এর ভাতিজাকে যদি আইন অনুযায়ী বিচার করে শাস্তির সম্মতী করা যেত, তাহলে ভুক্তভোগী মেয়েটি ন্যায়বিচার পেত। এতে সবাই আইনের চোখে সমান—একথার প্রতিফলন ঘটত এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হত।

**প্রমা ▶ ২৩** 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের ধারণাতের কার্যক্রম একটি স্থান থেকেই পরিচালিত হয়। এখানে আঞ্চলিক প্রশাসন থাকলেও তারা কেবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। অপরপক্ষে, 'খ' রাষ্ট্রে রয়েছে হৈতি সরকারব্যবস্থা। এ দু'সরকারের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য সরকারের একটি অঙ্গ রয়েছে। যেকোনো সরকারের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

- |  |   |
|--|---|
| ক. সরকার কী?   | ১ |
| খ. আইন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাসের দুটি কারণ উল্লেখ করো।  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো।                | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে সরকারের কোন অঙ্গটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? এটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকার হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রের এমন রাজনৈতিক সংগঠন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ তথা শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

**খ** আইন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাসের দুটি কারণ হলো—

প্রথমত, আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণকর রাষ্ট্র। ফলে রাষ্ট্রের কাজ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। আইনসভার পক্ষে এতসব বিষয়ে লক্ষ রাখা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে অনেক বিষয়ের সাথেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয় জড়িত। এসব বিষয়ে আইনসভার অনেক সদস্যের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অনেক সময় থাকে না। তবে একথা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়, আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং শাসন বিভাগের পূর্ণ কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসন ক্ষমতা একক ও অব্ধি থেকে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শাসনকাজের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের কাছে অর্পণ করে। তবে স্থানীয় শাসকরা সম্পূর্ণভাবে তাদের কাজের জন্য কেন্দ্রের কাছে দায়বস্ত্ব থাকে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দেওয়া হয় এবং উভয়ই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। কারণ, এটি অভিন্ন আইনের মাধ্যমে অব্ধি নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে শাসনকাজে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুটি সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় এবং তারা পৃথক নীতিতে পরিচালিত হয় বলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং এক্য সুসংহত হয়। অন্যদিকে, ক্ষমতার বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দুর্বল করে তোলে, যা জাতীয় এক্য ও অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার এককেন্দ্রিক সরকার কেন্দ্রের একক সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়। ফলে দুটি, সময়েপযোগী এবং বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকর করা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারি ব্যয় কম হয়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল, এখানে সাংগঠনিক জটিলতা রয়েছে। কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় বলে যেকোনো ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

**ঘ** উদ্দীপকে 'খ' রাষ্ট্রের হৈতি সরকারব্যবস্থায় দুটি সরকারের বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত'-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'খ' রাষ্ট্রে হৈতি সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দু'ধরনের সরকার আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় হৈতি সরকারব্যবস্থার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতও থাকে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানসম্মত উপায়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের যেকোনো বিরোধ মীমাংসায় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভূমিকা রাখে। এছাড়া এ আদালত সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষাকারী হিসেবে সংবিধানের অনুজ্ঞেদের ব্যাখ্যা (Interpretation) দান করে থাকে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতই হলো সর্বোচ্চ আদালত তাই উভয় সরকার এর রায়কে মান্য করতে বাধ্য থাকে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন- পররাষ্ট্র, মুদ্রা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। তাই এসব বিষয়ে বিবাদের কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু ক্ষমতার বিভাজন, স্থানীয় শাস্তি ও নিরাপত্তা, কর, প্রাদেশিক সরকারের আয় ও সম্পদবস্তন সাধারণত এ সকল ইস্যুতে বিবাদ হয় এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত মীমাংসা করে। এ ধরনের মীমাংসার সুযোগ না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে অকার্যকর হয়ে যেত।

তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**ঘ** মি. 'ক' একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি তার সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি তার সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করেন। ফলে তার প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, মি. 'খ' অপর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিষ্ঠানের কারো সাথে পরামর্শ করেন না বরং তার মতামত অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেন।

ক. গণতন্ত্র কী?

১

খ. বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর আচরণ কোন শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. মি. 'ক' ও 'খ' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কোনটিকে তুমি সমর্থন কর? যুক্তি দাও।

৪

### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকাজ পরিচালনা করে তাকে গণতন্ত্র বলে।

খ. একটি রাষ্ট্রে দুটির অধিক রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করলে তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থা জাতি, ধর্ম, ভাষা বা শ্রেণির ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে। এ ব্যবস্থায় দলগুলো নিজ নিজ মতাদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিস্থিত করে। নির্বাচনে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে সেই দলই সরকার গঠন করে। তবে বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলের পক্ষে অনেক সময় এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। তখন একাধিক দল মিলিত হয়ে সংযোগিত সরকার (Coalition Government) গঠন করে। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, হল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর আচরণ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে এমন এক সরকারকে বোঝায় যেখানে আইন ও শাসন বিভাগ পরম্পর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইনসভার প্রতিনিধিগণের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান হিসেবে সরকার পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা রাখেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, মি. 'ক' একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি তার সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। আবার তার সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করেন। মি. 'ক' এর এই কাজগুলো পুরোপুরিভাবে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, দেশের প্রকৃত নির্বাচী ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার কাছে। তারা তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। উদ্দীপকে মি. 'ক' ও ঠিক সেই কাজগুলো করছেন যা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় করা হয়ে থাকে।

ঘ. মি. 'ক' ও 'খ' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারব্যবস্থার মধ্যে আমি 'ক' এর আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সরকারব্যবস্থাকে সমর্থন করি।

উদ্দীপকে মি. 'ক' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারব্যবস্থা হলো সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা। অন্যদিকে, মি. 'খ' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকার হলো একনায়কতাত্ত্বিক সরকারব্যবস্থা। আমি মি. 'ক' এর আচরণের সাথে সম্পর্কিত সরকার তথা সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করার কারণগুলো নিম্নরূপ-

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। অন্যদিকে, একনায়কতাত্ত্বিক একনায়ক তার কার্যবলির জন্য কাছে দায়বস্থ থাকে না। ফলে এটি একটি দায়িত্বহীন শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা জনমতভিত্তিক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। অন্যদিকে, একনায়কতাত্ত্বিক জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে না। এখানে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা নমনীয় শাসনব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থায় সরকারকে সহজেই পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু একনায়কতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার অতি কেন্দ্রীকরণ হয়ে থাকে। সরকারের সকল ক্ষমতা তারই হাতে কুক্ষিগত থাকে। যার কারণে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে না। ফলে সুশাসনও নিশ্চিত হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, মি. 'ক' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থা, মি. 'খ' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একনায়কতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থা থেকে উত্তম। আর তাই আমি মি. 'ক' এর আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করি।

### পরা ▶ ২৫ নিচের ছকটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' রাষ্ট্র	'খ' রাষ্ট্র
১. একাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে।	১. একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রয়েছে।
২. সরকারের অন্যান্য বিভাগের ওপর আইনসভার প্রাধান্য রয়েছে।	২. নামমাত্র একটি আইনসভা রয়েছে।
৩. গণতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলে নেতা নির্বাচিত হয়।	৩. উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক দলে নেতা নির্বাচিত হয়।

বি. বি. ১৬। প্রশ্ন নং ১।

ক. আইনসভা কী?

১

খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝ?

২

গ. উপরের ছক অনুযায়ী 'ক' নামক রাষ্ট্রে কোন ধরনের  
সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? আলোচনা করো।

৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার মধ্যে কোনটিকে তুমি  
উত্তম মনে কর?

৪

### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও  
সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বা আইনসভা বলে।

খ. সূজনশীল ১১ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ. উপরের ছক অনুযায়ী 'ক' নামক রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা  
সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে এমন এক সরকারকে বোঝায় যেখানে আইন ও শাসন বিভাগ পরম্পর নির্ভরশীল। জাতীয় নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের মধ্যে দপ্তর বর্ণন করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে। আইন ও শাসন বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা, নমনীয়তা, বৈরোধী, মর্যাদা সম্পর্ক বিরোধী দল প্রভৃতি সংসদীয় সরকারের গুণাবলি।

উপরের ছকে আমরা দেখি, 'ক' একটি রাষ্ট্র যেখানে একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান, সরকারের অন্যান্য বিভাগের ওপর আইনসভার প্রাধান্য রয়েছে এবং গণতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের নেতা নির্বাচিত হয়। অতএব আমরা বলতে পারি, উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থার পুরোপুরি মিল রয়েছে।

ঘ. সূজনশীল ১১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**প্রদা** ▶ ২৬ জন কেরির দেশে নারী-পুরুষের বৈষম্য নেই। তারা সকলেই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। এখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইনের শাসন বিদ্যমান। রাজনৈতিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও স্বজনপ্রীতি নেই। নাগরিকরা দেশের আইন মেনে চলে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।

বিল. নং ১৬/গ্রন্থ নং ২/

- ক. আইনসভা কী? ১  
খ. নিয়মতাত্ত্বিক রাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. জন কেরির দেশে কোন ধরনের শাসন বিদ্যমান? এই শাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত “শাসনব্যবস্থা দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়”— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইনসভা বলে।

**খ** কোনো দেশে রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও সেখানকার সরকার যদি জনগণের হাতে নির্বাচিত হয়, তাকে নিয়মতাত্ত্বিক রাজতন্ত্র (Limited or Constitutional Monarchy) বলে। অধিকাংশ নিয়মতাত্ত্বিক রাজতাত্ত্বিক সরকারকাঠামো প্রকৃতিগত দিক থেকে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক, উভয় ধরনের সরকার কাঠামোতেই নিয়মতাত্ত্বিক রাজতন্ত্র চালু থাকতে পারে। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, মালয়েশিয়া, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামো রয়েছে। কিন্তু তাদের রাজা বা রানি নিয়মতাত্ত্বিক রাষ্ট্রপ্রধান।

**গ** জন কেরির দেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান।

আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্র সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা। এর কারণ নিখিত রয়েছে গণতন্ত্রের সংজ্ঞার মধ্যে। গণতন্ত্র বলতে বোঝায়, এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যোগাযোগ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন ও তা পরিচালনা করতে পারে। বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে জনগণের সম্মতি, বহুদলীয় ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের বৈষম্যহীনতা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, আইনের শাসন, দায়িত্বশীল ও জনকল্যাণমূলী সরকার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা সুশাসনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

উদ্দীপকে জন কেরির দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ ও স্বজনপ্রীতি নেই। নাগরিকেরা দেশের আইন মেনে চলে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনগণ অংশগ্রহণ করে। সেখানে আইনের শাসন বিদ্যমান। তাই বলা যায়, জন কেরির দেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান। আধুনিক বিশ্বে জনকল্যাণমূলী শাসনে গণতন্ত্রের গুরুত্ব অনন্বীক্ষ্য।

**ঘ** উদ্দীপকে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। গণতন্ত্র বর্তমান সবচেয়ে উপযোগী শাসনব্যবস্থা হবার পরও তা দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়।

গণতন্ত্র যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন আর সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক উচ্চশিক্ষিত বা উপযুক্ত জ্ঞানসম্পদ নাও হতে পারে, তাই গণতন্ত্রকে কষ্টের সমালোচকরা উপহাস করে মূর্খ, অক্ষম ও অজ্ঞের শাসন বলে থাকেন। স্কটিশ দার্শনিক, ব্যক্তিগতিক, প্রাবন্ধিক, ইতিহাসবিদ এবং শিক্ষক থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) গণতন্ত্রকে ‘নির্বোধের রাজতন্ত্র’ বলে অভিহিত করেছেন।

গণতন্ত্রের একটি প্রধান সমস্যা হলো, অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না এবং জাতীয় সম্পদের অপচয় হয়। সরকারের পরিবর্তন হলে নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের অসম্মত কাজ সম্পন্ন করতে অনীহা প্রকাশ করে। গণতন্ত্রের আরেকটি ফতিকর

দিক হলো, দল প্রথার কুফল। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হচ্ছে দলীয় শাসন। এ কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার ইন্দ্র, ভূল বোঝাবুঝি, অনেকা প্রভৃতির ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। এছাড়াও দলীয় কর্মীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঢ়ায়। গণতন্ত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না বলে এতে শ্রেষ্ঠতর প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় না। উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, গণতন্ত্র এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা হলেও এর কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে।

**প্রদা** ▶ ২৭ ‘ক’ দেশে শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট জবাবদিহি করে এবং একটি কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এদিক থেকে ‘খ’ দেশের সাথে কিছুটা পার্থক্য আছে। ‘খ’ দেশে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বিভাজন করে দেয়া আছে। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।

বিল. নং ৮/গ্রন্থ নং ৮/

- ক. সরকার কী? ১  
খ. ‘ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির’ মূলকথা কী? ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুই দেশের সরকারের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘খ’ রাষ্ট্রের সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার অপেক্ষা জটিল প্রকৃতির— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকার হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রের এমন রাজনৈতিক সংগঠন। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ তথা শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

**খ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূলকথা হলো— প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাদা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে। শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সে সব আইনের ব্যাখ্যান এবং মামলায় প্রয়োগ করবে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত দুই দেশের সরকার অর্থাৎ এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য নিচে ব্যাখ্যা করা হলো— এককেন্দ্রিক সরকারে সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। এখানে ক্ষমতার কোনোরূপ সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বিটন করা হয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্য একটিমাত্র সরকার হাতে পরিচালিত হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও প্রদেশ ও অঙ্গরাজ্যগুলোর নিজস্ব সরকার থাকে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একক নাগরিকত্ব বিদ্যমান। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় হৈত নাগরিকত্ব বিদ্যমান। এককেন্দ্রিক সরকারের আইনসভার প্রাধান্য থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে আইনসভার প্রাধান্য থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধান অবশ্যই লিখিত ও দৃষ্টপরিবর্তনীয় হতে হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ দেশে শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট জবাবদিহি করে এবং একটি কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়, যা এককেন্দ্রিক সরকারের অনুরূপ। অন্যদিকে ‘খ’ দেশে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বিভাজন করে দেওয়া হয়েছে এবং এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়। যা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুরূপ।

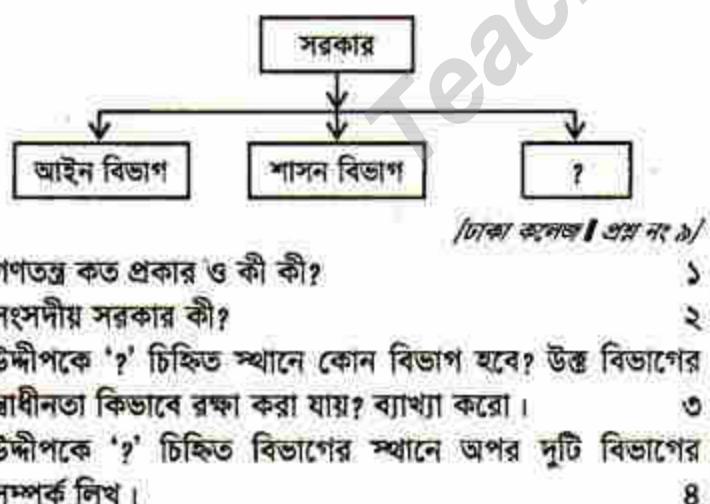
**ব** উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' রাষ্ট্রের সরকার অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার অপেক্ষা জটিল প্রকৃতির— উত্তিতি সঠিক।

চলমান বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকৃতির সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন- গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক, রাষ্ট্রপতি শাসিত, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, সমাজতান্ত্রিক, পুজিবাদী, সামাজিক, রাজতান্ত্রিক, ধর্মতান্ত্রিক প্রভৃতি। এসব সরকারের মধ্যে 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জটিল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বল্টনের ভিত্তি যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এ ধরনের সরকারে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে। এ ধরনের সরকারের গঠনপ্রণালি জটিল প্রকৃতির। এ যেন সরকারের ভিত্তি সরকার। ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ, ক্ষমতা বল্টন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়। সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর এটি দেখা যায় যে, অর্থিক বিষয়ে রাজ্যগুলোকে বিশেষভাবে কেন্দ্র নির্ভর করে রাখা হয়। জাতীয় এক্য ও সংহতির কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজ নিজ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে এক অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী অন্য অঙ্গরাজ্য গিয়ে বিপরীতমুখী আইনের সম্মুখীন হয়ে বিব্রত অবস্থায় পড়তে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এসব জটিলতা চলমান বিশ্বের অন্যান্য সরকারের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' রাষ্ট্রে বিদ্যমান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার অপেক্ষা জটিল প্রকৃতির।

**প্রশ্ন ▶ ২৮** ছক্তি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



#### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গণতন্ত্র দুই প্রকার— প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র।

**খ** যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকার বলে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে, প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মন্ত্রিসভার নেতা, সংগঠক ও সরকার প্রধান।

**গ** উদ্দীপকে নির্দেশিত সরকারের অঙ্গটি হলো বিচার বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরপরাধকে মুক্তি দেয়।

এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাকে বিচার বিভাগ (Judiciary), বলে। যেকোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ নিম্নরূপ:

প্রথমত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রতাঙ্ক সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। এক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ করা জরুরি।

তৃতীয়ত, বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান করা প্রয়োজন কেননা কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকরা নির্ভয়ে ও সততার সাথে বিচারকাজ সম্পাদন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিচারকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফলে তারা সৎ ও নির্লেখিত থাকবে এবং হীনস্বান্যতায় ভুগবেন না।

পঞ্চমত, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সময়মত বিচারকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বিচার বিভাগ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

**ব** সূজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ২৯** ছক্তি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



/চাকা কলেজ/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. বাংলাদেশ আইনসভার নাম কী এবং তা কতটি কক্ষ বিশিষ্ট? ১
- খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝা? ২
- গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে 'খ' রাষ্ট্রের সরকারের পার্থক্য নির্দেশ করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের জন্য তুমি 'ক' অথবা 'খ' কোন ধরনের সরকারকে উপরোক্তি বলে মনে করো? কেন? ৪

#### ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ এবং তা এক কক্ষবিশিষ্ট।

**খ** দায়িত্বশীল সরকার বলতে এমন গণতান্ত্রিক সরকারকে বোঝায় যেখানে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

দায়িত্বশীল সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে পরিচালিত হয় এবং জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এই দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনগণের সম্মতি, তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বহু দলীয়ব্যবস্থা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, আইনের শাসন ইত্যাদি অন্যতম।

**গ** সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৩০**

'ক'	'খ'
সংবিধান সংশোধন করে	অধ্যাদেশ জারি করে
শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে	জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে
আলোচনা ও বিতর্ক করে	সামরিক সংক্রান্ত কাজ

/বীরস্বেষ্ট নূর মোহাম্মদ পরিষদ কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ৮/

ক. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কী? ১

খ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' ছকটি কোন বিভাগের কাজ নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' ছকটিতে কোন বিভাগের কার্যাবলি তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কোনো দেশের আইনসভা যখন দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে।

**খ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

একেকে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যাদান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

**গ** 'ক' ছকটি আইন বিভাগের কাজ নির্দেশ করছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অন্যতম। আধুনিক গণতান্ত্বিক রাষ্ট্রে সরকারের এ বিভাগটি সংবিধান সংশোধন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ এবং আলোচনা ও বিতর্কসহ রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। আইনসভা সংবিধান রচনা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সংশোধন করা যায়। সংবিধান রচনার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৬ বার তা সংশোধন করা হয়েছে। আইনসভা আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং শাসন বিভাগের প্রত্যাশিত আইনের প্রস্তাবকে অনুমোদন অথবা, নাকচ করার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া, আইন প্রণয়নে রাস্তায় নীতি নির্ধারণ এবং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কৌশল নির্ণয় প্রসঙ্গে গণতান্ত্বিক রাষ্ট্রের আইনসভায় আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য 'ক' ছকে সংবিধান সংশোধন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ এবং আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এ কাজগুলো আইন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়, সেহেতু বলা যায়, 'ক' ছকটি আইন বিভাগের কাজ নির্দেশ করছে।

**ঘ** 'খ' ছকটিতে শাসন বিভাগের কার্যাবলি নির্দেশিত হয়েছে।

শাসন বিভাগ আইনসংক্রান্ত কিছু কাজও করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যরা আইন প্রণয়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে। আবার, রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার

অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত এবং প্রয়োজনে আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন। তার সম্মতি ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিগত হয় না। আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকলে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরি আইন বা অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করতে পারেন। 'খ' ছকে অধ্যাদেশ জারির কথা বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কখনও চরম বিশ্বজ্ঞান বা জটিলতা দেখা দিতে পারে। এরপ জরুরি অবস্থা বা সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য শাসন বিভাগের প্রধান জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এ অবস্থায় তিনি সংবিধানের কিছু ধারা সাময়িক স্থগিত রাখতে এবং কিছু মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারেন। 'খ' ছকে এ জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শাসন বিভাগ সামরিক সংক্রান্ত কিছু কাজও করে থাকে। যেমন— যুদ্ধ পরিচালনা, সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদচূড়া, সেনাবাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা, সামরিক আইন জারি প্রভৃতি। 'খ' ছকে শাসন বিভাগের এ সামরিকসংক্রান্ত কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'খ' ছকটিতে শাসন বিভাগের কার্যাবলি প্রতিফলিত হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ৩১** 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের একটি বিভাগ নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ আইন করে। এই বিভাগটি অর্থবছরের শুরুতে সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে দেয়। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে বিভাগটি এ পর্যন্ত ১৬ বার সে দেশের সংবিধান সংশোধন করেছে। তবে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কাজে এ বিভাগের কোনো হাত নেই।

/চাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ/ প্রশ্ন নং ৭/

ক. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কী? ১

খ. আইন বিভাগ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির সাথে তোমার পঠিত সরকারের কোন বিভাগের সাদৃশ্য আছে? ৩

ঘ. তোমার পঠিত সরকারের বিভাগটির কার্যাবলি 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির থেকে অনেক ব্যাপক-বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আইনসভা যখন দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে বলা হয় দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।

**খ** সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অন্যতম। আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভা শাসন বিভাগকে সংগঠন, সংসদীয় মন্ত্রিসভা গঠন এবং মন্ত্রিসভাকে পদচূড়ান্ত করে থাকে। আইনসভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও বাতিল বা সংশোধন করতে পারে। গণতান্ত্বিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা অপরিহার্য।

**ঘ** উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির সাথে আমার পঠিত সরকারের আইন বিভাগের সাদৃশ্য আছে।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্বিক শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ বা আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আইনসভা প্রণীত আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্যই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইনসভার সদস্যগণ হলেন জনপ্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা আইনসভা তুলে ধরেন। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার আর্থিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে না।

আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচুক্তি করে থাকে। আইনসভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও তা বাতিল বা সংশোধন করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' রাষ্ট্রটিতে সরকারের একটি বিভাগ নারী ও শিশু পাচার আইন পাশ করে, এ পর্যন্ত বিভাগটি দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনে ১৬ বার সংবিধানে সংশোধন করেছে। উল্লিখিত কার্যক্রম দ্বারা আইন বিভাগকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

য. আমার পর্যিত সরকারের বিভাগটির কার্যাবলি 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির থেকে অনেক ব্যাপক। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

আইন প্রণয়ন ছাড়াও আইনসভাকে আরো অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিচে আইনসভার কার্যাবলি তুলে ধরা হলো-

প্রথমত, আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুদ্ধি রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে।

দ্বিতীয়ত, আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণপরিষদ ১৯৭২ সালে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' রচনা করে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না।

চতুর্থত, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্মতিক্রমেই রাষ্ট্রপতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন।

পঞ্চমত, অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে।

ষষ্ঠত, সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**প্রশ্ন ৩২** মি. 'ক' আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডিপ্রিয়েন্টেড এম্বিডি। তিনি তার সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি তার সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করেন। ফলে তার প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে, মি. 'খ' অপর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারও সাথে পরামর্শ করেন না এবং অন্যের পরামর্শ গ্রহণও করেন না। বরং নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেন।

/বিল্ডের্স নূর মোহসিন পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭/

ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'মি. 'ক' এর আচরণ কোন শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?' ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'খ' এর আচরণ কোন শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? তুমি কি উক্ত শাসনব্যবস্থা সমর্থন কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. এককেন্দ্রিক সরকার হলো এমন এক ধরনের সরকার যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে।

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচারকদের বাহ্যিক শক্তির চাপমুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাস্তব ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকর্তৃ।

গ. উদ্দীপকে মি. 'ক' এর আচরণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গণতন্ত্র বলতে এমন এক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যোগাযোগ করে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন ও তা পরিচালনা করতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় জনগণের সম্মতিক্রমে। জনসমর্থন হারালে নির্বাচনে সরকারকে পরাজিত হতে হয়। সুতরাং, গণতন্ত্র হচ্ছে জনসম্মতিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্র নমনীয় শাসনব্যবস্থা। উচ্চত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এখানে নমনীয়তা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়। গণতান্ত্রিক সরকার সর্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়ক। বার্কারের মতে, 'গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার।' আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হয় বলে এরূপ সরকার জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়। গণতান্ত্রিক সরকার জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীল প্রত্যেককে তার কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডিপ্রিয়েন্টেড এম্বিডি মি. 'ক' তার সহকর্মীদের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি তার সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করেন, যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ. মি. 'খ' এর আচরণ একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আমি সমর্থন করি না।

গণতন্ত্রের বিপরীতধৰ্মী শাসনব্যবস্থা হলো একনায়কতন্ত্র। একনায়কতন্ত্র এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা একনায়কের হাতে কুক্ষিগত থাকে। একনায়কতন্ত্রে বিপরীত মত সহ্য করা হয় না, শাসকের মতামতই চূড়ান্ত বিবেচিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'খ' এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়, তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারও সাথে পরামর্শ করেন না এবং অন্যের পরামর্শ গ্রহণও করেন না। বরং নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেন, যা একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনুরূপ।

একনায়কতন্ত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অঙ্গীকার করে। একনায়ক জনগণের সম্মতির কোনো তোয়াঙ্কা করে না। একনায়কের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে সহনশীলতার কোনো স্থান নেই। একনায়কতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতা নেতা ও দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্ম নেয় না। একনায়কতন্ত্রে প্রগতি বিরোধী। একনায়কতন্ত্র ভিন্ন মত ও আদর্শকে কঠোরভাবে দমন করে। একনায়কতন্ত্র সীমাবদ্ধ দুনীতির জন্ম দেয়। কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না বলে একনায়ক দুনীতিতে আক্ষে-পৃষ্ঠে বাধা পড়ে। একনায়কতন্ত্র এক ব্যক্তি ও এক দলের বৈরোতান্ত্রিক শাসন। একনায়ক সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। তারা খেয়াল কুশিমত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকেন। একনায়কতন্ত্র সাম্যে বিশ্বাস করে না। স্বাধীনতার প্রতি একনায়কতন্ত্র শ্রদ্ধা পোষণ করে না। শাসকের পছন্দই একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির যোগাযোগ বিচারে মাপকাঠি। একনায়কতন্ত্রের উল্লিখিত ভূটিসমূহের কারণে এ শাসনব্যবস্থাকে আমি সমর্থন করি না।

**প্রশ্ন ▶ ৩৩** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র অভি সংসদ অধিবেশন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়ে উপস্থিতি সংসদ সদস্যদের প্রাণবন্ত আলোচনা, নির্দিষ্ট প্রশ্নেতর, সারগত ভাষণ আগ্রহের সাথে শোনে। অভি এ অভিজ্ঞতা দেশের বাইরে 'ক' দেশে অবস্থানকারী তার বন্ধুকে বললে সে বলে, এদেশে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং মন্ত্রীপণ তার নিকট দায়ী থাকেন।

(চৰকাৰে সেকেন্ডেনোমিল মডেল কলেজ) প্রশ্ন নং ১/

- ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১
- খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. অভির দেশে কোন ধরনের সরকার কাঠামো বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. অভির দেশের সরকারব্যবস্থার সাথে 'ক' দেশের সরকার ব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

**খ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যথন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকরণ।

**গ** অভির দেশে সংসদীয় সরকার কাঠামো বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থার শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার বলে। এ সরকার ব্যবস্থায় একজন নিয়মতাত্ত্বিক অর্থাৎ আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সর্বোচ্চ নির্বাচী ক্ষমতা থাকে সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই করেন। জাতীয় নির্বাচনে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সে দলের আস্থাভাজন হল প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দণ্ডের ব্যটন করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে।

উদ্দীপকে অভির দেশে দেখা যায়, সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা প্রাণবন্ত আলোচনা করে। নির্দিষ্ট প্রশ্নেতর পর্ব এবং সদস্যদের সারগত ভাষণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। যা মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্য। অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, অভির দেশে মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

**ঘ** অভির দেশের সরকার ব্যবস্থা হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা এবং 'ক' দেশের সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার। এ দুই সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংক্রান্ত সব ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ শিল্পদের যাবতীয় কাজ ও সীমিতনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার বলে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে না বরং তার দায়বন্ধতা জনগণের কাছে। মন্ত্রিপরিষদ

শাসিত সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হলো সব ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর রাষ্ট্রপতি সরকারব্যবস্থার রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সংসদীয় সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয়না। সংসদীয় সরকারব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গঠিত নয় বরং যেকোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে। এ সরকার ব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে দেশের চরম সংকটকালেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সরকার ব্যবস্থা। এ সরকার ব্যবস্থায় দেশের চরম সংকটকালে দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগগুলো পৃথক থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

**প্রশ্ন ▶ ৩৪**



বি এ এফ শাসন কলেজ, কুমিল্লা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮/

- ক. আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লিখ। ১
- খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' সরকারের সাথে 'খ' সরকারের পার্থক্য লিখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' সরকারের মধ্যে কোনটিকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলবে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় আব্রাহাম লিঙ্কন বলেন, 'গণতন্ত্র হলো জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।

**খ** দায়িত্বশীল সরকার বলতে এমন গণতাত্ত্বিক সরকারকে বোঝায় যেখানে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

দায়িত্বশীল সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে পরিচালিত হয় এবং জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এই দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনগণের সম্মতি, তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বহু দলীয়ব্যবস্থা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, আইনের শাসন ইত্যাদি অন্যতম।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সরকার হচ্ছে গণতাত্ত্বিক সরকার; আর 'খ' সরকার হচ্ছে একনায়কতাত্ত্বিক সরকার।

'ক' সরকার অর্থাৎ গণতাত্ত্বিক সরকারব্যবস্থায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত, একাধিক দলের উপস্থিতি রয়েছে, প্রচারমাধ্যমগুলো মুক্ত ও স্বাধীন। আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এতে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া শাস্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় কোনো ধরনের বিপ্লবের

প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, 'খ' সরকার অর্থাৎ একনায়কতাত্ত্বিক সরকারব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত থাকে। একটি মাত্র দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রচার মাধ্যমগুলো সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আইনসভার প্রকৃতি হয় অনেকটা প্রহসনমূলক। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় শাসক যুক্তি অপেক্ষা পেশিশক্তিতে বেশি বিশ্বাস করে। একনায়কতাত্ত্বিক উপর জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। 'এক নেতা, এক জাতি, এক দেশ'- এটাই একনায়কতাত্ত্বের মূলমন্ত্র।

**য** উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' সরকারের মধ্যে আমি 'ক' সরকারকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।

'ক' সরকার হচ্ছে গণতাত্ত্বিক সরকার। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত, একাধিক দলের উপরিষিতি রয়েছে, প্রচার মাধ্যমগুলো মুক্ত ও স্বাধীন। আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এখানে জনগণই হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ নিজেরাই নিজেদের মধ্য থেকে সরকার নির্বাচন করে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। সরকারকে জনগণের সমর্থন নিয়েই ক্ষমতায় যেতে হয়। আবার জনগণের আশ্চর্য বা সমর্থন হারালে সরকার ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়। জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এতে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া শাস্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় কোনো ধরনের বিদ্রোহ বা বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, 'খ' সরকার হচ্ছে একনায়কতাত্ত্বিক সরকার। এখানে সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত থাকে। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রচার মাধ্যমগুলো সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত থাকে। ফলে জনগণের বাকস্বাধীনতা থাকে না। আইনসভার প্রকৃতি অনেকটা প্রহসনমূলক হয়ে থাকে। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় শাসক যুক্তি অপেক্ষা পেশিশক্তিতে বেশি বিশ্বাস করে। জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। কিন্তু সরকার গঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'খ' সরকারের চেয়ে 'ক' সরকার শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন ▶ ৩৫



বিএ এফ শাহীন কলেজ কুমিল্লা, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ৭।

- ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে? ১
- খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ? ২
- গ. '?' চিহ্নিত স্থানে যা বসবে তার কার্যাবলি আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়' -বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা হলেন ফরাসি দার্শনিক মল্টেস্কু।

**খ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচারকদের বাহ্যিক শক্তির চাপমুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাস্তব ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকর্চ।

**গ** উদ্দীপকে (?) চিহ্নিত স্থানে সরকারের শাসন বিভাগ বসবে। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ আইনসভায় প্রণীত আইনকে বাস্তবায়ন করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচী থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কাজের পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি শাসন বিভাগের কার্যাবলিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর ভাতা প্রদান, বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রত্বন্তি প্রণয়ন করে থাকে। অর্থ ব্যয় করার পাশাপাশি এ বিভাগকে অর্থ সংগ্রহও করতে হয়। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণ কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে অর্থ সংগ্রহ ও তা ব্যয় করে থাকে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। কেননা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য; এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত এবং প্রয়োজনবোধে আইনসভা ভেঙ্গেও দিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরি আইন বা অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করতে পারেন। এছাড়া আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রত্বন্তি কাজে লিপ্ত হয়।

**ঘ** ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়, কাম্যও নয়' কথাটি যথার্থ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকার কাঠামোয় তিনটি অপরিহার্য বিভাগ রয়েছে, যেগুলো সরকারের অঙ্গসংগঠন হিসেবে পরিচিত। সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এ তিনটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বিভাগ তিনটি হলো— আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সরকারের এ তিনি বিভাগের কাজ সুনির্দিষ্ট ও পৃথক। যেমন-আইন বিভাগের কাজ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, আইন পরিবর্তন কিংবা বাতিল করা ও সংবিধান সংশোধন করা। শাসন বিভাগের কাজ হলো আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রে শাস্তি-শৃঙ্খলা বিধান করা। তেমনিভাবে বিচার বিভাগের কাজ হলো প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি বিধানের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূলকথা হলো সরকারের তিনটি বিভাগ তাদের স্ব-স্ব কর্মের সাথে সম্পৃক্ত থেকে স্ব-স্ব গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজের ওপর হস্তক্ষেপ কিংবা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

গণতন্ত্রের জন্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অপরিহার্য। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি দ্বারা সরকারের তিনি বিভাগের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব। এতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। সরকারের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই নীতি সরকারের কর্মসূক্ষ্মা বৃদ্ধি পায়। সরকারের সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে না থেকে তিনি বিভাগের মধ্যে বণ্টন হলে বেচাচারিতা রোধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু সরকারের তিনটি বিভাগ একেবারে আলাদা করা সম্ভব নয়। কারণ তিনটি বিভাগই তাদের কাজের জন্য পরস্পরের ওপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল। যেমন— যেখানে প্রেসিডেন্ট আইন বিভাগকে বাণী প্রেরণ করতে প্রভাবিত করতে পারেন, আইনসভার অনুমোদন ব্যতীত প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি স্থাপন, শাস্তি চুক্তি ইত্যাদি করতে পারেন না। আবার প্রেসিডেন্ট আইনসভার বিলে ভেটো দিতে পারে। এজন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি পুরোপুরি বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

অতএব উক্ত নীতিটি অর্থাৎ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবে পুরোপুরি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

**প্রশ্ন** ▶ ৩৬ রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান হলো সরকার। সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখ্যপত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ তাদের ভৌটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন করে থাকে। রাষ্ট্র ভেদে সরকারের রূপ ও সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন হয়। নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র সকল শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

টিপ্পী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৭।

- ক. সরকার কাকে বলে? ১
- খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কী? ২
- গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কী কী? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র সকল শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম’— উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

### ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকার হলো রাষ্ট্রের এমন একটি সংগঠন যার মাধ্যমে আইন, বিধি প্রয়োগ ও শাসন কাজ পরিচালনা করা হয়।

**খ** কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করা হয়। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বিষয়সমূহ এবং অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতির উদাহরণ।

**গ** সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংক্রান্ত সব ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের যাবতীয় কাজ ও নীতিনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে না বরং তার দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ হলো সব ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আবার, সংসদীয় সরকারব্যবস্থা সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গঠিত নয় বরং যেকোনো সময় পরিবর্তিত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে দেশের চৱম সংকটকালে কিংবা জরুরি অবস্থা চলা কালেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সরকারব্যবস্থা। এ সরকারব্যবস্থায় দেশের চৱম সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগগুলো পৃথক থাকে।

উপরের আলোচনায় সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত ‘নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র সকল শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম’— উক্তিটি যথার্থ।

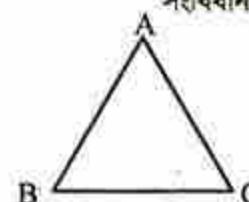
যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতন্ত্র বলে। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের মত প্রকাশের ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, সকলের স্বার্থকার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনে মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটায়। এ শাসনব্যবস্থায় শাসকগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। তারা পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য জনস্বার্থমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। ফলে দেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসনব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার ভোগ করে এবং সবাই সমানভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই গণতন্ত্রে শক্তি প্রয়োগে বা জোর করে কিছু করার সুযোগ নেই বরং জনগণের ইচ্ছা এবং যুক্তি প্রাধান্য পায়। এ শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্যে জনগণ অংশগ্রহণ করায় তাদের জটিল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয়। ফলে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া গণতন্ত্র অন্যান্য শাসনব্যবস্থার তুলনায় নমনীয় শাসনব্যবস্থা। এখানে জনগণ ইচ্ছা করলে শক্তিপূর্ণ উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন করে। ফলে বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতন্ত্র অন্যান্য সকল শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা।

### **প্রশ্ন** ▶ ৩৭

সংবিধান সংশোধন করে



জনকল্যাণমূলক কাজ করে

নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা করে

**প্রশ্ন** ▶ ৩৭ নং আইডিওল কলেজ, বিলগঠ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮।

ক. বিশেষ বিচারকদের কয় ধরনের নিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে? ১

খ. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে কী বুঝ? ২

গ. 'C' চিহ্নিত স্থানটি সরকারের যে অঙ্গকে নির্দেশ করছে তার কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে 'B' চিহ্নিত অঙ্গটি 'A' চিহ্নিত অঙ্গ স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত— তুমি কী এক একমত? মতামত দাও। ৪

### ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বিশেষ বিচারকদের ও ধরনের নিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে।

**খ** গণতান্ত্রিক সরকারের একটি বৃপ্ত হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত আইনসভার নিকট দায়ী থাকে না তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে। এ সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের উদাহরণ।

৫ 'C' চিহ্নিত স্থানটি সরকারের বিচার বিভাগকে নির্দেশ করছে। কেননা, নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা করা বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইন উজ্জ্বলামূলক শাস্তিপ্রদান করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই বিচার বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে।

উচ্চীপকে সরকারের এমন একটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে যা দেশের বিদ্যমান আইনসমূহ প্রয়োগ করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করে। এখানে মূলত বিচার বিভাগের কথা বলা হয়েছে। আইন প্রয়োগ করা বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে। বিচারকগণ যদি আইনসভা প্রণীত কিংবা প্রথাগত আইনের ভাবাকে অস্পষ্ট বা পরস্পরবিরোধী বলে মনে করেন তাহলে বিচার বিভাগ তার ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখে। প্রয়োজনে বিচারকগণ ন্যায়বোধ ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা নতুন আইন তৈরি করে মামলার নিষ্পত্তি করেন। বিচার বিভাগ ব্যক্তিসমূহের নির্ণয় করে। এছাড়াও বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, পরামর্শ দান, তদন্তসংক্রান্ত কাজ প্রভৃতি করে থাকে।

৬ "বাংলাদেশে 'B' চিহ্নিত অঞ্জটি A চিহ্নিত অঞ্জ ছাঁড়া অর্থাৎ, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ছাঁড়া নিয়ন্ত্রিত হয়" আমি এর সাথে একমত?

বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত তথা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এর মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়বন্ধ তাকে। অর্থাৎ, শাসন বিভাগের কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার আইনসভা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। আইনসভা আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং শাসন বিভাগের প্রত্যাশিত আইনের প্রস্তাবকে অনুমোদন অথবা নাকচ করার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ, মন্ত্রিদেরকে তাদের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকতে হয়। আইনসভা বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আইনসভা প্রশ্ন, মূলতুরি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আইনসভা অভিশংসনের মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ কর্তৃক বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বলা যায়, সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থায় বাংলাদেশেও শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ছাঁড়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

**প্রশ্ন** ► ৫ অধ্যাপক কামাল সাহেব রংপুরের একটি খ্যাতনামা কলেজে পৌরনীতি ও সুশাসন পড়ান। তিনি শ্রেণিকক্ষে ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি সম্পর্কে পাঠ্যনাম করেছিলেন। একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো স্যার এই নীতি কোথাও কী পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে? কামাল সাহেব বললেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা এই নীতি ছাঁড়া গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে সেখানে এই নীতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। সেখানে প্রয়োগ করা হয়েছে 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি'।

৬. ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি কী?

৭. উচ্চীপকে বর্ণিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি বাস্তবায়িত না হয়ে যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কার্যকর হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।

৮. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এমনকি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই পূর্ণ ক্ষমতার স্বত্ত্বাকরণ নীতি কার্যকর করা হয়নি। উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

### ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

১. ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণের প্রবন্ধ হলেন ক্রসিস দাখলিক মন্টেস্কু।

২. ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বত্ত্ব করাকে বোঝায়।

সরকারের এ তিনটি বিভাগের প্রতিটির কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও স্বত্ত্ব হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ করবে।

৩. ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বত্ত্ব বা আলাদাভাবে সংগঠিত করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা। ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

ভারসাম্য নীতি বলতে বোঝায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে নিমিত্ত ক্ষমতা বর্ণন করে দেয়ার পরে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার সমতা রক্ষা করা। ভারসাম্য নীতির মূলকথা হলো সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কোন বিভাগই অগ্রিমত ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতির বাণী প্রেরণের মাধ্যমে, নির্বাচী আদেশের মাধ্যমে এবং বিলে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অপরপক্ষে, কংগ্রেসের হিতীয় পক্ষ সিনেট রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি অনুমোদনের মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কংগ্রেস অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে।

বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃত নির্যোগপ্রাপ্ত হন। আবার কংগ্রেস প্রণীত কোন আইন বা রাষ্ট্রপতির কোন সিদ্ধান্ত সংবিধানসম্মত না হলে সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করতে পারে।

এভাবে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বাস্তবে ভারসাম্য নীতি কার্যকর হয়েছে।

৪. আপাতদৃষ্টিতে অনেকে মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পূর্ণ স্বত্ত্বাকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সে সাক্ষ্য বহন করে না। দৃশ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইন বিভাগের ক্ষমতা কংগ্রেসের উপর, শাসন বিভাগের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের উপর এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট এবং অধিক্ষেত্রে আদালতের হাতে ন্যস্ত আছে। তারপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পূর্ণ স্বত্ত্বাকরণ সম্ভব হয়নি।

বিদেশি কূটনৈতিক মিশনে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ, সন্ধি ও শান্তিচুক্তি এবং উচ্চপদে সরকারি কর্মচারি নিয়োগ প্রভৃতি শাসন বিভাগের একত্বায়র হলেও তাতে সিনেটের সম্মতি প্রয়োজন। অপরদিকে, কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য প্রেসিডেন্টের সম্মতি অপরিহার্য। সংবিধানসম্মত না হলে কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন

বা প্রেসিডেন্টের যে কোন সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে ভাষণ দিতে পারেন। কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে ইমপেচমেন্টের মাধ্যমে অপসারণ করতে পারে। এরূপে তিনটি বিভাগের মধ্যে কার্যক্রমগত ব্যক্তিকে সম্পর্ক বিদ্যমান যা ক্ষমতার ভারসাম্য নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি। কারণ সে দেশে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মার্কিন সংবিধানে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিবর্তে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতিকে গ্রহণ করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি প্রথমীয়ার কোন রাষ্ট্রেই পূর্ণ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয়নি।

**প্রশ্ন ▶ ৩৯** শোভনের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিবিদগণ জনগণের নিকট দায়বদ্ধ। সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুবই ইতিবাচক। বিচার বিভাগ নির্বাচী বিভাগ থেকে স্বাধীন থাকার কারণে জনগণ ন্যায় বিচার পায়।

/বিসিডাইসি কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ১/

- |  |   |
|--|---|
| ক. সুশাসন কী?  | ১ |
| খ. রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে শোভনের রাষ্ট্রে কী শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।    | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা উন্নয়নের পূর্বশর্ত তুমি কি এ বিষয়ে একমত? নিরূপণ করো। | ৪ |

### ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে নাগরিকদের মঙ্গল সাধন নিশ্চিত করে যে শাসন তাকেই সুশাসন বলে।

**খ** রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বলতে জনগণের কাছে রাজনীতিবিদদের দায়বদ্ধতাকে বোঝানো হয়।

সুশাসনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা। জবাবদিহিতার অভাবে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন করে জনগণের সেবার পরিবর্তে জনগণকে শোষণ করে আচেল সম্পত্তির মালিক হয়। কিন্তু রাজনৈতিক জবাবদিহিতার কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা—ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় সংসদের (আইন বিভাগ) কাছে এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। ফলে তারা যেকোনো কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখে।

**গ** উদ্দীপকে শোভনের রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গণতন্ত্র হলো জনগণের মতের ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। একেকে জনগণ সরাসরি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার বাছাই ও পরিবর্তন করা হয়। আইনের শাসন, বহুদলীয় ব্যবস্থা, জনগণের প্রাধান্য ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করাই গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুবই ইতিবাচক।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় রাজনীতিবিদগণ জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। এখানে বিচার বিভাগ ও নির্বাচী বিভাগ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুবই ইতিবাচক। সুতরাং বলা যায়, শোভনের রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উন্নয়নের পূর্বশর্ত— এ বিষয়ে আমি একমত।

গণতন্ত্র হলো স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক বা সরকারের পতন ঘটলেও শাসনব্যবস্থা ও সরকারব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হলো মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণের রায়ে বা ভোটে নির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় শাসনভাব গ্রহণ করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গণতন্ত্রে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার নিকট শাসন বিভাগকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। যার ফলে দেশের উন্নয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গণতন্ত্রে আইনের শাসন এক অপরিহার্য বিষয়। আইনের প্রতি শুধু প্রদর্শন করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রে সাকলের জন্য বিরোধী দলকে প্রয়োজনীয় মনে করে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়। গণতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীন ও মুক্ত থাকে। এগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব অল্প পরিমাণই লক্ষ করা যায়, যা রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গণতন্ত্রে আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত।'

**প্রশ্ন ▶ ৪০** আরমানের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। এ রাষ্ট্রে সরকার গঠনে আইনসভার সদস্যরা ভূমিকা রাখে। আইনসভার সদস্যরা সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে।

/বিসিডাইসি কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ৬/

- |   |   |
|---|---|
| ক. গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও।   | ১ |
| খ. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।                                  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে আরমানের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে? বর্ণনা করো।   | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে আরমানের রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সরকারের জবাবদিহিতার কৌশল বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

### ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** গণতন্ত্র হলো জনগণের মতের ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

**খ** মৌলিক অধিকার হলো নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যক্তির জন্য সেসব অপরিহার্য শর্তাবলি যা দেশের সংবিধান হতে প্রাপ্ত এবং সকলের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আর মানবাধিকার হলো জাতি-ধর্ম-বৰ্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, রাজনৈতিক মতামত পদমর্যাদা নির্বিশেষে জাতিসংঘ যেসব অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মৌলিক অধিকারের পরিধি নিজ রাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী। মৌলিক অধিকার একেক রাষ্ট্রে একেক রকম। আর জাতিসংঘের সদস্য সকল রাষ্ট্রে একই ধরনের মানবাধিকার অনুসৃত হয়।

**গ** উদ্দীপকের আরমানের রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

সংসদীয় সরকার বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে দেশের শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকে। তিনি মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। পার্লামেন্ট বা আইনসভার মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলে একে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। এই সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই সরকারপ্রধান। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আরমানের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। এ রাষ্ট্রে সরকার গঠনে আইনসভার সদস্যরা ভূমিকা রাখে। আইনসভার সদস্যরা সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকেন। যা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দিপকের আরমানের রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সরকারের জবাবদিহিতার কৌশল নিচে আলোকপাত করা হলো-

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে আইনসভার নিয়ন্ত্রণে রেখে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। আইনসভা আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং শাসন বিভাগের প্রত্যাশিত আইনের প্রস্তাবকে অনুমোদন অথবা নাকচ করার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে এ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রীদেরকে তাদের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা মৌখিকভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকতে হয়। আইনসভা বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আইনসভা প্রশ্ন, মূলতুবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আইনসভা অভিশংসনের মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে শাসন বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে আইনসভা সামর্থ্য হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আরমানের রাষ্ট্রের শাসন বিভাগকে আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ৪১**



/আইডিয়াল কলেজ, খনমতি, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ৭/

- ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী এবং তা কৃতি কক্ষ বিশিষ্ট? ১
- খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. সরকারের শাসন বিভাগ সংগঠনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "বিচার বিভাগের কর্মকৃশলতা অপেক্ষা কোন সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর মানদণ্ড আর নেই"— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ এবং তা এক কক্ষবিশিষ্ট।

**খ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) ইন্টার্ফেস মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রাষ্ট্র প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকর্ত।

**ঘ** রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করাই শাসন বিভাগের কাজ। নিচে শাসন বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ

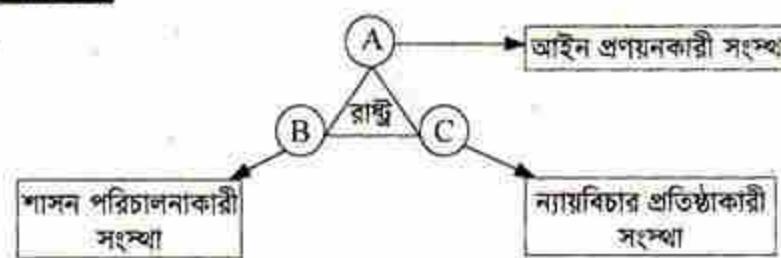
প্রতি প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে এবং অন্য দেশ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে নিজে দেশে গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এসব কাজকে কৃটনৈতিক বা পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কাজ বলে। যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়টি অনেক সময় আইন বিভাগের সম্মতির ওপর নির্ভর করলেও যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে শাসন বিভাগের। অনেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্তকে তিনি ক্ষমা প্রদর্শন, কিংবা তার দণ্ড ত্রাস করতে পারেন। এছাড়া শাসন বিভাগ অর্থসংক্রান্ত, জনকল্যাণমূলক, জনমত গঠন, জাতিকে বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব দেওয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। সর্বোপরি রাষ্ট্রের যেকোনো নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা শাসন বিভাগের অন্যতম কাজ।

**ঘ** "বিচার বিভাগের কর্মকৃশলতা অপেক্ষা কোনো সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর মানদণ্ড আর নেই" উক্তিটি যথার্থ।

বিচার বিভাগ প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈশিষ্ট্য হলো এটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হয়। বিচারের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করে না। তাই রাষ্ট্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারকগণ অনেক সময় প্রচলিত আইন যথেষ্ট স্পষ্ট নয় বলে মনে করেন। অস্পষ্ট আইন থাকলে অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তিও শাস্তি পেয়ে যেত। বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন আইন সৃষ্টি করে এবং আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত করে। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের মৌলিক অধিকার লজিত হলে নাগরিক বিচার বিভাগের শরণাপন হতে পারে। কোনো নাগরিক যদি মনে করে নিম্ন বা অধিস্তন আদালতের রায়ে তিনি সন্তুষ্ট নন তবে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন। বিচার বিভাগের এ ধরনের আপিল ক্ষমতাও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার লজিত হয়েছে এমন নাগরিকের হয়তো আদালতের শরণাপন হওয়ার মতো অবস্থা বা সামর্থ্য নেই। কিন্তু গণমাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হলে বিচার বিভাগ স্বপ্নগোদিত হয়ে বুল জারি করে থাকে। এ ধরনের বুল বা আদেশ জারিকে সুযোগেটো বুল বলে আখ্যায়িত করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বিচার বিভাগের কর্মকৃশলতা অপেক্ষা কোনো সরকারের যোগ্যতা বিচার করার অধিকতর মানদণ্ড আর নেই।

**প্রশ্ন ▶ ৪২**



/চাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ/ প্রশ্ন নং ৮/

- ক. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ কত সালে স্বাধীনতা লাভ করে? ১
- খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন? ২
- গ. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় উদ্দিপকের A চিহ্নিত সংস্থাটির কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তৃতীয় কি মনে কর একটি রাষ্ট্র A, B হারা নিয়ন্ত্রিত হয়? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**ক** বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বাধীনতা লাভ করে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর।

**খ** গণতান্ত্রিক আদর্শ সুরক্ষা করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রতি মুহূর্তে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন ও শাসন বিভাগ অন্যান্য শক্তির প্রভাব, হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করার স্বাধীনতাকে বুঝায়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় জীবনের ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাস্তির অধিকার এবং জুলুম ও বেচ্ছাচারমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্ত রাখতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আবশ্যিক। স্বাধীন বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ফাকর্বচ ও অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

**গ** উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত সংস্থাটি সংসদীয় সরকারব্যবস্থার রাষ্ট্র পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ছকের 'A' অংশ ব্যাপার মূলত সরকারের আইন বিভাগের কথা বলা হয়েছে। কেননা, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের কাজটি আইন বিভাগই করে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনায় এ বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সম্মুলত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকে। আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যক্তিত কোনো কর ধৰ্ষ বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইনসভা কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। যেমন: অসদাচরণের অভিযোগে এটি যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ, মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন, মূলতুরি প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত জনমত গঠনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এটির অবদান রয়েছে। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি একটি রাষ্ট্রে 'A' বিভাগ ব্যাপার 'B' বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

উদ্দীপকে 'B' চিহ্নিত বিভাগটি শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে যা শাসন বিভাগের অনুরূপ। আর 'A' চিহ্নিত সংস্থাটি আইন প্রণয়ন করে যা আইন বিভাগের অনুরূপ। সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে বিষয়টি আইন বিভাগের ব্যাপার কার্যকর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভাকে শাসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদ সরকারের যেকোনো ভালো কাজের যেমন প্রশংসা করতে পারে তেমনি সরকারের যেকোনো মন্দ কাজের সমালোচনাও করতে পারে। সরকারের সকল শাসন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মূলতুরি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব,

প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যের আস্থা হারালে যেকোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ অর্থ হলো সম্পূর্ণ মন্ত্রীসভার পদত্যাগ। এই অবস্থা হলো দেশে আবার নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত বিভাগ 'B' চিহ্নিত বিভাগকে অর্থাৎ আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**গুরু** ▶ ৪৩ জনাব হাবিবুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের এমন একটি সংস্থার সদস্য ছিলেন যিনি তার সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করেন। তিনি স্বাধীনচৰ্তা, নিন্তীক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। মানুষের মৌলিক অধিকার বলুবৎ এবং তার সংস্থাটিকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য তিনি সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করেছেন।

/বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৮/৮

ক. পৃথিবীতে কয় ধরনের আইনসভা দেখা যায়? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে হাবিবুর রহমান কোন সংস্থার সদস্য বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সংস্থাটির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হাবিবুর রহমান সাহেব কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং বর্তমান সময়েও তা সংস্থাপন বলে তুমি মনে করো? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৃথিবীতে ২ ধরনের আইনসভা দেখা যায়।

**খ** কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করা হয়। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বিষয়সমূহ এবং অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতির উদাহরণ।

**ঘ** উদ্দীপকে হাবিবুর রহমান বিচার বিভাগের সদস্য বলে আমি মনে করি।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শান্তি প্রদান করে ও নিরাপরাধকে মুক্তি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। বিচার বিভাগ জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাবিবুর রহমান এমন একটি সংস্থার সদস্য ছিলেন যে, তার সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করেন। মানুষের মৌলিক অধিকার বলুবৎ করায় ও তিনি কাজ করে। এটি ব্যাপার বোঝা যায়, তিনি বিচার বিভাগের একজন বিচারক হিলেন। কেননা, জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এছাড়া আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন যদি সংবিধানের সাথে সাংর্থিক হয়, তবে বিচার বিভাগ তাকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন অস্পষ্ট হলে বিচার বিভাগ তার সুবিচেচনার ওপর ভিত্তি করে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাই বলা যায়, হাবিবুর রহমান বিচার বিভাগের সদস্য।

**৭** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় হাবিবুর রহমান সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করেছিলেন এবং বর্তমান সময়েও তা সম্পর্কের বলে আমি মনে করি।

যেকোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা। উদ্দীপকের হাবিবুর রহমান আইন বিভাগের প্রভাবমুক্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, নিষ্ঠীক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি। এ থেকে বোঝা যায় তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমান সময়েও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। সেজন্য যেসব ব্যবস্থা নিতে হবে তা নিম্নরূপ-

প্রথমত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযীন ব্যক্তিদেরকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। এক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ করা জরুরি।

তৃতীয়ত, বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান করা প্রয়োজন। কেননা, কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকরা নির্ভয়ে ও সততার সাথে বিচারকাজ সম্পাদন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিচারকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাত্তা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফলে তারা সৎ ও নিলোভ থাকবে এবং ইনস্যন্যাতায় ভুগবেন না।

পঞ্চমত, যোগ্যতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে সময়মত বিচারকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বিচার বিভাগ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ▶ ৪৪** শ্রেণীকক্ষে আইনসভা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বিষয় শিক্ষক। তিনি বলেন, একটি দেশের আইনসভার সদস্যদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে শাসন বিভাগের সাফল্য। তাই গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নমূল্যী রাষ্ট্রে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম।

/সফিউল্লাহ সরকার একাডেমী এন্ড স্কুলজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৮/

**ক.** আইনসভা কী? ১

**খ.** আইনসভা কত প্রকার ও কী কী? ২

**গ.** আইনসভার শাসন সংক্রান্ত কাজ ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩

**ঘ.** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা বর্ণনাপূর্বক দেখাও যে, জনকল্যাণে আইনসভার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। ৪

#### ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বা আইনসভা বলে।

**খ** গঠন কাঠামোর দিক থেকে আইনসভা দুই প্রকার। যথা: এককক্ষ বিশিষ্ট এবং দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।

কোনো দেশের আইনসভা যখন কেবল একটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলা হয়। যেমন বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। আবার কোনো দেশের আইনসভা দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হলে তাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। যার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।

**গ** আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন করা ছাড়াও আরো কিছু কাজ করে থাকে। আইনসভার এমন দুটি কাজ হলো শাসন সংক্রান্ত কাজ এবং শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ।

আইনসভা অনেক দেশেই কিছু কিছু শাসন সম্পর্কিত কাজও করে থাকে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্বত্বক্রমেই সে দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। সিনেটের অনুমোদন ছাড়া সম্পূর্ণ চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা সে দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষে সম্ভব নয়।

আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আইনসভা সাধারণত প্রশ়ি জিঞ্জাসা, বিতর্ক ও আলোচনা, নিম্না প্রস্তাব আনয়ন, মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

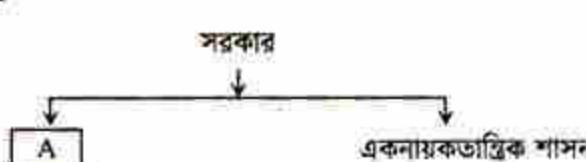
**ঘ** আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা ব্যাপক এবং বিস্তৃত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় কার্যবলি সম্পাদিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার কার্যবলি ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জনকল্যাণে আইনসভার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। প্রয়োজনে প্রচলিত আইন পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন করে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভা জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ফলে আইনসভার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোতে জনমতের প্রতিফলন ঘটে এবং জনস্বার্থ রক্ষিত হয়। আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের রক্ষক হিসেবে সরকারের আঘ-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। এতে করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়।

আইনসভা শিক্ষা, প্রশাসন, কৃষি প্রড়তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে শাসন বিভাগকে জনকল্যাণকামী নীতি নির্ধারণে নির্দেশ দেয়। আইনসভা প্রশ়ি জিঞ্জাসা নিম্না প্রস্তাব, মূলতবী প্রস্তাব প্রড়তি পদ্ধতির মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে শাসন বিভাগ রেজিস্টারি হতে পারে না। ফলে নাগরিক অধিকার রক্ষা পায়। আইনসভায় বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। এসব তর্ক-বিতর্ক প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হলে জনগণ এসব মূল্যায়ন করে তাদের পছন্দ অনুযায়ী জনমত গঠন করতে পারে। পাশাপাশি আইনসভার কার্যক্রম দ্বারা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। আইনসভা সরকারের সাথে জনগণের সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনসভার সদস্যগণ বা-বা এলাকার জনগণের অভাব, অভিযোগ, মতামত সরকারের কাছে তুলে ধরে। সরকার এ সকল দাবি-দাওয়া, মতামত আমলে নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে জনগণের স্বার্থ সম্বলিত জাতীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক যে কাজসমূহ সম্পাদন করে তার মধ্যদিয়ে জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয়। সুতরাং বলা যায়, জনকল্যাণে আইনসভার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

**প্রশ্ন ▶ ৪৫** নিচের ছক্টির দেখ ও উত্তর দাও:



/সফিউল্লাহ সরকার একাডেমী এন্ড স্কুলজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৬/

ক. গণতন্ত্রের সংজ্ঞতা দাও।	১
ব. গণতন্ত্র কর প্রকার ও কি কি?	২
গ. 'A' চিহ্নিত স্থানের উপর্যুক্ত বিষয়টি কি? একনায়কতন্ত্রের সাথে এ 'A' শাসনটি পরম্পর বিরোধী— ব্যাখ্যা করো।	৩
ঘ. উক্ত শাসনের 'A' চিহ্নিত শাসনব্যবস্থাটির সফলতার পূর্বশর্তগুলি মূল্যায়ন করো।	৪

### ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণের স্বারা পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাবন ব্যবস্থা।

ব. গণতন্ত্রে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে একেতে জনগণ সরাসরি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য ভিত্তি করে গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র, ২. পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।

গ. 'A' চিহ্নিত স্থানে উপর্যুক্ত বিষয়টি হলো গণতন্ত্র। একনায়কতন্ত্রের সাথে 'A' শাসন অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন পরম্পর বিরোধী— কথাটি সঠিক।

গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে, একনায়কতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে, একজন ব্যক্তি বা করেকজন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এবং আবাধে একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে। গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। কিন্তু, একনায়কতন্ত্র হলো এক ব্যক্তি বা দলের শাসন। এখানে এক ব্যক্তি বা দলীয় চক্র সকল ক্ষমতার উৎস। গণতন্ত্রের ব্যক্তিই প্রধান। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত। পক্ষান্তরে একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রেই চরম চূড়ান্ত। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। গণতন্ত্রে আইনসভা সার্বভৌম। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে আইনসভা একটি প্রসন্নমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এখানে একনায়কই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। গণতান্ত্রিক শাসন জনসচান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একনায়কতন্ত্র বল প্রয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে ক্ষমতাসীমা একটিমাত্র দল ছাড়া অন্য সকল দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলেও একনায়কতন্ত্রে গণমাধ্যমের উপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ওপরের তুলনামূলক আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধৰ্মী শাসনব্যবস্থা।

ঘ. উক্তিপক্ষে 'A' চিহ্নিত শাসনব্যবস্থাটি হলো গণতন্ত্র। বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়।

গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক প্রতিহ্য এবং গণতান্ত্রিক চেতনা। গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ চর্চা করার মাধ্যমে দীর্ঘ পরিক্রমায় গণতান্ত্রিক প্রতিহ্য গড়ে উঠে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্ত। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী মানুবের অধিকার, কর্তব্য, গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকে ফলে গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, প্রেম, পেশা নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে অঞ্চলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল এবং সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব গণতন্ত্রের সফলতার জন্য আবশ্যিক। সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল

জনগণের মধ্যে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির শিক্ষার প্রসার ঘটায়। সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব জনকল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জাতিকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আইনের শাসন গণতন্ত্রের সফলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে একদিকে যেমন অপরাধীরা অপরাধ করে পার পায় না, তেমনি বিনা অপরাধে শাস্তি ও ভোগ করে না।

ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়াও সুস্থ জনমত, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পর মত সহিষ্ণুতা, জনগণের সজাগ দৃষ্টি, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ও গণতন্ত্রের সফলতার শর্ত হিসেবে বিবেচিত।

গ্ৰন্থ ৪৬ রায়হানের দেশে কেন্দ্ৰীয় সরকার ও প্ৰাদেশিক বা স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার কোন বিটন নেই। সেখানে সকল সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্ৰের হাতে ন্যস্ত।

জাবনসূল আদিত মোজা পিটি কলজ, নৱসিলী। গ্ৰন্থ নং ১১।

ক. এরিস্টটলের মতে সরকারের বিকৃত বৃপ্ত কোনটি? ১

খ. গণভোট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উক্তিপক্ষে নির্দেশিত সরকারের সুবিধা-অসুবিধা বৰ্ণনা করো। ৩

ঘ. স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরনের সরকার সহায়ক? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. এরিস্টটলের মতে সরকারের বিকৃত বৃপ্ত হলো গণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র, বৈরতন্ত্র।

ব. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো গণভোট। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রে যখন দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হয় তখন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে গণভোটের মাধ্যমে প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত হয়। যেমন— ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের বিষয়ে বিটেনে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হলে ২০১৬ সালের ২৩ জুন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবার হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ঢ. সৃজনশীল ১০ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. রায়হানের সরকারব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়।

এককেন্দ্ৰিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপরিচালনার সকল ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্ৰীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে। স্থানীয় বা প্ৰাদেশিক সরকার কেন্দ্ৰীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, স্থানীয় সরকারের কাজের ক্ষেত্রে কোনো স্বাধীনতা থাকে না। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্ৰীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার বা প্ৰাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার কোনো বিটন না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না। তাই স্থানীয় নেতৃত্বও গড়ে উঠে না।

এককেন্দ্ৰিক সরকারব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্ৰীয় সরকার আমলাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। আমলাদের মাধ্যমে কেন্দ্ৰ থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সরকারি নীতি ও সিস্থান্ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। একেতে শাসনকার্য পরিচালনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ তেমন প্রয়োজন হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এককেন্দ্ৰিক সরকারব্যবস্থা যোগাই সহায়ক নয়।

**প্রশ্ন** ► ৪৭ সরকারের যাবতীয় নিয়ম, বিধি, আইন প্রণয়ন করে 'ক' নামের প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজনে এসব নিয়ম, বিধি ও আইনের পরিবর্তন ও সংশোধনও করে থাকে। এ সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদনে প্রতিষ্ঠানটি সাৰ্বভৌম। সরকারের আৱো অনেক কাজ করে এই প্রতিষ্ঠান।

ଆମ୍ବାଦିରହାତି ସରକାରି ଅଧିନିଯମଜ୍ଞାନ । ପ୍ରଥମ ନଂ ୫।

- ক. আইন কী? ১  
 খ. স্বাধীনতার দৃষ্টি রক্ষাকর্ত্তব্য বর্ণনা করো। ২  
 গ. উদ্বীপকের প্রতিষ্ঠানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন  
 প্রতিষ্ঠানের সাথে মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩  
 ঘ. উদ্বীপকের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

୪୭ ନିଃଶ୍ଵର ଉତ୍ତର

**ক** আইন হলো সমাজ বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানন যা মানবের বাধিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৬ স্বাধীনতার অন্যতম দুটি বৃক্ষাকবচ হলো আইন ও সাম্র

আইন স্বাধীনতাৰ শৰ্ত ও প্ৰধান রক্ষাকৰ্ত্ত। আইন স্বাধীনতা ভোগেৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰে এবং স্বাধীনতাকে সবাৱ জন্য উন্মুক্ত কৰে তোলে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সবাৱ নিকট উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আবাৱ স্বাধীনতা ভোগেৰ জন্য সাম্য প্ৰতিষ্ঠা কৰতে হয়। কেননা, স্বাধীনতা ও সাম্য একে অপৰেৱ সহায়ক ও পৰিবাৰহক। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা ভোগ কৰা যায় না।

ପ୍ରଦୀପକେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ସାଥେ ଆମାର ପାଠ୍ୟବିହ୍ୟେର ଆହିନ ବିଜାଗେର ମିଳ ଥିଲେ ପାଇ ।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভা প্রগতি আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আইনসভা প্রগতি আইনকে বাস্তবায়িত করার জন্যই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইনসভার সদস্যাগণ হলেন জনপ্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা আইনসভায় তুলে ধরেন। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার আর্থিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। আইনসভা শাসন বিভাগকে সংগঠন করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচূড়তও করে থাকে। আইনসভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও তা বাতিল বা সংশোধন করতে পারে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, প্রতিষ্ঠানটি সরকারের যাবতীয় নিয়ম, বিধি ও আইন প্রণয়ন করে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনে এসব নিয়ম, বিধি ও আইনের পরিবর্তন ও সংশোধন করে থাকে, যা আইন বিভাগের কাজের অনুরূপ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো আইন বিভাগ।

ଏ ଉନ୍ନିପକେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଅର୍ଥାଏ, ଆଇନ ବିଭାଗେର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଥେ ବାପକ ।

ଉଦ୍ବୀପକେ ବଲା ହେଁଥେ, ‘କ’ ନାମକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ସରକାରେର ଯାବତୀୟ ନିୟମ-  
ବିଧି ଓ ଆଇନ ପ୍ରଗତିନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜନେ ଏଗୁଳୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂଶୋଧନ  
କରେ । ଏଥାନେ ମୂଳତ ସରକାରେ ଆଇନ ବିଭାଗେର କଥାଇ ବଲା ହେଁଥେ ।  
କେଳନା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀର ଆଇନ ପ୍ରଗତିନ ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂଶୋଧନେର କାଜାଟି  
ଆଇନ ବିଭାଗଟି କରେ ଥାକେ । ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନା ଏ ବିଭାଗଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ  
କାର୍ଯ୍ୟବଳି ସମ୍ପାଦନ କରେ ।

ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳନାର କେତେ ଆଇନ ବିଭାଗେର ପ୍ରଧାନ କାଜ ହଞ୍ଚେ ଆଇନ ପ୍ରଶ୍ନଙ୍କୁ କରା । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୂଳନୀତିଗୁଲୋକେ ସମ୍ମାନତ ରେବେ ଆଇନସଭା ପ୍ରଚଲିତ ଆଇନେର କିଂବା ପ୍ରଥାଗତ ବିଧାନେର ସଂଶୋଧନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରେ ଥାକେ ।

আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক এ রক্ষক। আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক আইনসভার সম্মতি ব্যৱৃত্তি কোনো কর ধার্য বা বায় বরাদ্দ করা হয় না সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসন সংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইনসভা কিছু কিছু বিচারসংক্রান্ত কাজ করে থাকে। যেমন- অসদাচরণের অভিযোগে এটি যেকোনো সংসদের সদস্য পদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ, মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য ঘোষভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক এ আলোচনা, নিম্না প্রস্তাব আনয়ন, মূলতুর্বি প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনাস্থ প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত জনমত গঠনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এটির অবদান রয়েছে। উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

97 | > 98



- | ୧ ନଂ ଚିତ୍ର  | ୨ ନଂ ଚିତ୍ର   | ୩ ନଂ ଚିତ୍ର |
|---|--|------------|
|   | /ସରକାରି ଶାହୀ ମୁଲାକାନ କଲେଜ, ବୁନ୍ଦାଁ । ପ୍ରତ୍ୟେ ନଂ ୮/ |            |
| କ. ଜାତୀୟ ସଂସଦେର ଇଂରେଜ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୀ?   |  | ୧          |
| ଘ. ବିଚାର ବିଭାଗେର ସ୍ଵାଧୀନତା ବଲତେ କୀ ବୋବାଯା?  |  | ୨          |
| ଘ. ଉଦ୍‌ଦୀପକେର ୧ ନଂ ଚିତ୍ରେ ବିଭାଗଟିର କାର୍ଯ୍ୟବଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।                                 |  | ୩          |
| ଘ. ଉଦ୍‌ଦୀପକେର ୧ ନଂ ଚିତ୍ରେ ବିଭାଗ ୨ନ୍ତି ଚିତ୍ରେ ବିଭାଗେର ଓନ୍ତି ଚିତ୍ରେ ପରିଣତ ହେଯେ— ବିଶ୍ଳେଷଣ କର । |  | ୪          |

୪୮ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

ক) জাতীয় সংসদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো National Parliament।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অধিনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকর্চ।

**৬** উদ্দীপকের ১নং চিত্রটি বাংলাদেশের আইনসভার, যা আইন বিভাগকে নির্দেশ করে।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইনসভা বা আইন বিভাগ বলে। এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা।

আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমন্বিত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকে। আইনসভা শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনে তা সংশোধন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা

কর না। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সংসদসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইনসভা বিচার সংক্রান্ত কজও করে থাকে। অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে। আইনসভা সাধারণ প্রশ্ন, বিতর্ক ও আলোচনা, নিম্না প্রস্তাব আনয়ন, মূলতুবি প্রস্তাব উথাপন এবং অন্যথা প্রস্তাব পাস করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

■ উদ্দীপকে ১নং চিত্রে আইন বিভাগ এবং ২নং চিত্রে বিচার বিভাগকে ব্যবানো হয়েছে। বিচার বিভাগ যখন আইন প্রয়োগ করে কোনো রায় নেয় তা একটি সীল দিয়ে বাস্তবায়ন করে, যা ৩নং চিত্রে বোজানো হয়েছে।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আইন বিভাগ প্রণীত আইনসমূহকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অপরাধীর দণ্ড বিধান করে থাকেতাকে বিচার বিভাগ বলে অভিহিত করা হয়। বিচার বিভাগ সরকারের অঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের ৩নং চিত্রে বিচার বিভাগের আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিচার বিভাগের মুখ্য দায়িত্ব হলো দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘনকারীর আইনানুসারে বিচার এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধান। অর্থাৎ, আইনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করাই হলো বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে আইন শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মত হয়। আইন বলতে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত ছাড়াও শাসনতাত্ত্বিক আইন, প্রচলিত প্রথা, দ্রীতিনীতি সরকিছুই বোঝায়। তাছাড়া আইন যেখানে সুস্পষ্ট নয়, সেখানে বিচারকগণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদিত হয়। এভাবে বিচার বিভাগ অপরাধীকে শাস্তি প্রদান ও নিরপরাধীকে মুক্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আইনের বাস্তবায়ন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ বিচার বিভাগের মধ্য দিয়েই হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রের ক্রম ও পরিপন্থি যথার্থ।

**প্রশ্ন** ▶ ৪৯ মি. রহিমের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ আইনসভার নিকট দায়বস্থ। কেননা, দেশটি জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়। অপরদিকে, মি. ডনের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নয়, যদিও আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ রাধীন রয়েছে। তবে তার দেশ জাতীয় সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

/স্কলার্স হেম সিলেক্ট/ প্রশ্ন নং ৪/

- ক. সরকার কী? ১
- খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. রহিমের দেশের সরকার ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে করো, মি. রহিমের দেশ অপেক্ষা মি. ডনের দেশের সরকার ব্যবস্থা উত্তম? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরকার হচ্ছে সার্বভৌম রাষ্ট্রের এমন সংগঠন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন, বিধি প্রয়োগ ও শাসন কাজ পরিচালিত হয়।

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচারকদের বাহ্যিক শক্তির চাপমুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাস্তব ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রুক্ষাকচ।

গ. উদ্দীপকের মি. রহিমের দেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় সরকার বলে। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতাত্ত্বিক অর্থাৎ আলজকারিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সর্বোচ্চ নির্বাচী ক্ষমতা থাকে সরকার প্রধান ক্ষমতার প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিভাগপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই করেন। জাতীয় নির্বাচনে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সে দলের আম্বাভাজন ব্যক্তি হল প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের পুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দন্তর বন্টন করেন। এ মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আম্বাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবে। আইনসভার আম্বা হারালে মন্ত্রিসভা তথা সরকার পদত্যাগ করবে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করেন। শাসন বিভাগ এভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে এই সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়।

উদ্দীপকের মি. রহিমের দেশে দেখা যায়, সরকারপ্রধানসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এ বৈশিষ্ট্যটি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত অর্থাৎ সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। আইন পরিষদের প্রাধান্য মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের আম্বাভাজন থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা করে। অতএব বলা যায়, মি. রহিমের দেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ. সংজ্ঞানশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন** ▶ ৫০ মি. মিথিলা ও মুনুলা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করছিল। মিথিলা বলল, 'আইনসভা আইন প্রণয়ন করলেও তার বাস্তবায়ন করে অন্য একটি বিভাগ। বিভাগটি সরকারের অন্য দুটি বিভাগ হতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বলতে আমরা মূলত উক্ত বিভাগকেই বুঝে থাকি।' //বিজ্ঞপ্তি সরকারি মিলিক কলেজ// প্রশ্ন নং ৭/

ক. সরকারের বিভাগগুলোর নাম লিখ?

১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন কেন?

২

গ. উদ্দীপকে মিথিলার বক্তব্যে যে বিভাগের ইঙ্গিত আছে উদ্দীপকের আলোকে তার সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, উক্ত বিভাগের কাজ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে? উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

৪

#### ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরকারের বিভাগ তিনটি। যথা— ১. আইন বিভাগ ২. বিচার বিভাগ ৩. শাসন বিভাগ

ঘ. গণতাত্ত্বিক আদর্শ সুরক্ষা করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রতি মুহূর্তে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। জুলুম ও বেছাচারমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ বিচার এবং রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা শান্ত রাখতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আবশ্যিক। স্বাধীন বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষাকৰ্ত্ত ও অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তাই সর্বাগ্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

ঘ. উদ্দীপকে মিথিলার বক্তব্যে সরকারের শাসন বিভাগ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সরকারের যে বিভাগ আইনসভায় প্রণীত আইনকে বাস্তবায়ন করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচী থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারি পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কাজের পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি শাসন বিভাগের কার্যাবলি ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর ভাতা প্রদান, বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রত্বতি প্রণয়ন করে থাকে। অর্থ ব্যয় করার পাশাপাশি এ বিভাগকে অর্থ সংগ্রহণ করতে হয়। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণ কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে অর্থ সংগ্রহ ও তা ব্যয় করে থাকে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। কেননা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ আইনসভার সংব্যাপ্তির দলের সদস্য। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত এবং প্রয়োজনবোধে আইনসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরি আইন বা অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। এছাড়া আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রত্বতি কাজে লিপ্ত হয়।

**৫** শাসন বিভাগের কার্যাবলি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমাগত হারে যে সকল কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হলো-

প্রথমত, জনহিতকর বা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে নাগরিকদের অন্ত, বন্ত, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদির ব্যবস্থা রাষ্ট্রে করে। এক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ।

দ্বিতীয়ত, শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করে। আর প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার সুশাসনকে প্রাধান্য দেয়। ফলে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃতীয়ত, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক অভাবে প্রতিটি রাষ্ট্রের কাজের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আন্তর্জাতিক অভাবের এ সকল কার্যাবলি শাসন বিভাগের অন্তর্গত পররাষ্ট্র দপ্তর করে বিধায় শাসন বিভাগের কার্যাবলি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের বিবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। শাসন বিভাগ এ অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ করার কাজও করে থাকে। এ সকল কারণেও শাসন বিভাগের কার্যাবলি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**প্রশ্ন ১** জনাব সাদিক সরকারে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তার মন্ত্রণালয় পরিচালনায় সরকারের কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। জনাব কিরণ একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। জনাব সাদিককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাও কিরণের রয়েছে।

জাবদুল কাসির মোরা সিটি কলেজ, নরসিংহপুর। পৃষ্ঠা নং ৭।

- ক. হি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কী? ১
- খ. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্ধীপকের জনাব সাদিক ও জনাব কিরণ কোন বিভাগের সদস্য? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্ধীপকে জনাব কিরণ কীভাবে জনাব সাদিককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কোনো রাষ্ট্রের আইনসভা যখন দৃটি ভিন্ন রকম পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে হি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে অভিহিত করা হয়।

**খ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যবস্থা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

**গ** উদ্ধীপকের জনাব সাদিক সরকারের শাসন বিভাগের ও জনাব কিরণ সরকারের আইনসভার সদস্য।

উদ্ধীপকে আমরা দেখতে পাই, জনাব সাদিক সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তার মন্ত্রণালয় পরিচালনায় সরকারের কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। এ থেকে বোঝা যায়, জনাব সাদিক সরকারের শাসন বিভাগের সদস্য। অন্যদিকে, জনাব কিরণ একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। জনাব কিরণ মূলত সরকারের আইন বিভাগের সদস্য। রাষ্ট্রের শাসন কাজে থেকে বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজ নিয়োজিত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলকে বোঝায়। কিন্তু সংক্ষীণ অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা এবং তার মন্ত্রিপরিষদকে বোঝায়। রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। আইনসভার সদস্যগণ হলেন জনপ্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হন। আইনসভা শাসন বিভাগকে গঠন করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচূত করে থাকে। তাই বলা যায়, জনাব সাদিক যেহেতু সরকারের একজন মন্ত্রী সূতরাং, তিনি শাসন বিভাগের এবং জনাব কিরণ যেহেতু জাতীয় সংসদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সূতরাং, তিনি আইন বিভাগের সদস্য।

**ঘ** জনাব সাদিক তার কাজের জন্য জনাব কিরণের নিকট দায়ী থাকায় কিরণ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উদ্ধীপকে আমরা দেখতে পাই, জনাব সাদিক একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আর কিরণ একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। কিরণ সাদিককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এখানে কিরণ কর্তৃক সাদিককে নিয়ন্ত্রণ বলতে আইন বিভাগ কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্নভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার আইনসভা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। আইনসভা আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং শাসন বিভাগের প্রত্যাশিত আইনের প্রস্তাবকে অনুমোদন অথবা নাকচ করার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে এ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রীদেরকে তাদের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকতে হয়। আইনসভা বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আইনসভা প্রশ্ন, মূলতুবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আইনসভা অভিশস্তনের মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কিরণ অর্থাৎ আইনসভা প্রশ্ন, বিতর্ক, মূলতুবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্বতি আনয়নের মাধ্যমে সাদিককে তথা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।



- /সীমান্তমালী সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ১০/
- ক. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে? ১  
 খ. গণতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ? ২  
 গ. ছকের “?” চিহ্ন স্থানে কোন বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. সরকারের কাঠামো উপস্থাপনে ছকের বিষয়গুলো কি যথেষ্ট বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর? ৪

#### ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা হলেন ফরাসি দার্শনিক মটেস্কু।  
**খ** গণতন্ত্র হলো জনগণের স্বারা পরিচালিত একটি জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ২টি বৈশিষ্ট্য:

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের প্রাধান্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে জনমতকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। জনমতের উপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব। জনমত হলো গণতন্ত্রের আস্থাস্বরূপ।

গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে আইনের অনুশাসন দেনে চলতে হয়। আইনের নিয়ম ব্যক্তিত কাউকে বন্দী বা আটক রাখা যায় না বা শাস্তি দেয়া যায় না।

**গ** সৃজনশীল ৬ নং এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকে ‘?’ চিহ্ন স্থানে সরকারের যে বিভাগটির কার্যক্রমকে নির্দেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে আইন বিভাগ বা আইনসভা।

উল্লিখিত কাজ ছাড়াও আইনসভাকে আরো অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিচে আইনসভার কার্যাবলি তুলে ধরা হলো-

প্রথমত, আইন বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমূলভাবে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে।

দ্বিতীয়ত, আইনসভা সংবিধান রচনা ও প্রয়োজনবোধে তা সংশোধন করে থাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণপরিষদ ১৯৭২ সালে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান’ রচনা করে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যক্তিত কোনো কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না।

চতুর্থত, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের সম্বত্বমেই রাষ্ট্রপতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন।

পঞ্চমত, অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে।

ষষ্ঠত, সংসদীয় সরকার প্রস্তুতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় প্রণত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**প্রশ্ন ▶ ৫৩** ‘ক’ রাষ্ট্রের সরকারের একটি বিভাগ খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধের জন্য আইন করে। এই বিভাগটি প্রতি অর্থবছরের শুরুতেই সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে দেয়। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে উচ্চত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিভাগটি এ পর্যন্ত ১৭ বার সে দেশের সংবিধান সংশোধন করেছে।

/ক্লাসটেমেট প্রাবল্য স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট/ প্রশ্ন নং ৮/

- ক. এরিস্টেল দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন? ১  
 খ. ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝা? ২  
 গ. উদ্দীপকে ‘ক’ রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির সাথে তোমার পঠিত সরকারের কাঠামোর কোন বিভাগের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগটির ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে? বিষয়মণ করো। ৪

#### ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** এরিস্টেল দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

**খ** ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

একেকে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

**গ** উদ্দীপকের ‘ক’ রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির সাথে আমার পঠিত সরকার কাঠামোর আইন বিভাগের সাদৃশ্য রয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অন্যতম। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের এ বিভাগটি আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। দেশের সকল অর্থব্যবস্থা আইনসভার অনুমোদন দ্বারা কার্যকর হয়। আইনসভা আর্থিক বাজেট প্রবর্তন করে এবং সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে দেয়। এটি একটি রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হিসেবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সরকারের কাছে উপস্থাপন করে থাকে। কারণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারাই এ বিভাগটি গঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় ‘ক’ রাষ্ট্রের একটি বিভাগ খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ করতে আইন প্রণয়ন করে। বছরের শুরুতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত নির্বাচন করে দেয়। এছাড়াও এই বিভাগ দেশের প্রয়োজনে ১৭ বার সংবিধান সংশোধন করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘ক’ রাষ্ট্রের বিভাগটিতে আইনসভার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকের ‘ক’ রাষ্ট্রের উল্লিখিত বিভাগটি হলো সরকারের আইন বিভাগ। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণার উভবের ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনসভার ক্ষমতা ও ভূমিকা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও নির্মোক্ষ কারণে আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

আইন বিভাগ বা আইনসভার কার্যপরিধি ও গুরুত্ব ত্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে দলীয় ব্যবস্থার প্রচলন। দলীয় ব্যবস্থার ফলে আইনসভার ক্ষমতা ত্রাস পেয়েছে। দলের শক্তি ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য দলীয়, নির্দেশ ও আদেশ পালন করতে গিয়ে আইনসভার সদস্যগণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না। শাসন বিভাগের প্রধানই সাধারণত আইনসভার সংব্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হন। এতে আইনসভার পরিবর্তে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর হাতে আইনসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা থাকায় আইনসভার সদস্যগণ পুতুলে পরিণত হয়েছে। এছাড়া পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ও অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আইন বিভাগের ক্ষমতা ত্রাস পাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, কর্মচারি নিয়োগ, বদলি পদোন্নতি, অধ্যাদেশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বর্তমানে আইনসভার কর্মকাণ্ড ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। বর্তমানে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে আইনসভার কার্যক্রম দিন দিন ত্রাস পাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত বাস্তব কারণগুলোর ফলেই আইনসভার ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তবে প্রকৃতপক্ষে সব দেশের আইনসভার ক্ষমতা ত্রাস পেয়েছে একথা বলা যায় না। এখনো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার দেশগুলোতে আইনসভা আস্থা হারালে শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

**প্রশ্ন ৫৪** জনাব 'প' সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তার মন্ত্রণালয় পরিচালনায় সরকারের কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। তাঁর বন্ধু 'ফ' একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। তিনি 'প'-কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

/ক্রমিক জিজ্ঞাসা সরকারি কলেজ/ প্রশ্ন নং ৭/

- ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি? ১
- খ. আইনসভার গঠন কাঠামো বর্ণনা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'প' ও 'ফ' সরকারের কোন বিভাগের সদস্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'ফ' কর্তৃক 'প' কে নিয়ন্ত্রণ করতে কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

**খ** পৃথিবীতে সব গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভায় সংগঠনের মাত্রা একরূপ নয়। তবে গঠন কাঠামোর দিক থেকে বর্তমান সময়ের আইনসভাগুলো দুই প্রকারের। যথা : ১. এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও ২. দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। একটি রাষ্ট্রের আইনসভা যখন একটি মাত্র কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় তখন তাকে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। আর দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে যখন আইনসভা গঠিত হয় তখন তাকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের জনাব 'প' শাসন বিভাগের সদস্য এবং জনাব 'ফ' আইন বিভাগের সদস্য।

আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে গঠিত হয়। অন্যদিকে, আইন প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা আইন বিভাগের কাজ। আইন বিভাগ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়।

উদ্দীপকে জনাব 'প'কে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। সুতরাং তিনি শাসন বিভাগের সদস্য। অন্যদিকে, 'জনাব 'ফ' একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। সুতরাং তিনি আইন বিভাগের সদস্য।

**ঘ** উদ্দীপক অনুযায়ী জনাব 'ফ' জনাব 'প' কে সাংবিধানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

জনাব 'ফ' একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখছেন। অর্থাৎ, জনাব 'ফ' আইন বিভাগের সদস্য। আর জনাব 'প' সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থাৎ, জনাব 'প' শাসন বিভাগের সদস্য। আর এ কারণেই জনাব 'ফ' জনাব 'প'কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের আইন বিভাগের স্বার্থে কার্যকর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে শাসনসংক্রান্ত সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদ সরকারের যেকোনো ভালো কাজের যেমন প্রশংসন করতে পারে তেমনি সরকারের যে কোনো মন্দ কাজের সমালোচনাও করতে পারে। সরকারকে সকল শাসনসংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়।

সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মূলতুবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যের আস্থা হারালে যেকোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ অর্থ হলো, সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। এই অবস্থা হলে দেশে আবার নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সার্বিক আলোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত উপায়সমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে আইন বিভাগের সদস্য জনাব 'ফ' শাসন বিভাগের সদস্য জনাব 'প' নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

#### প্রশ্ন ৫৫



/ক্রমিক জিজ্ঞাসা সরকারি কলেজ/ প্রশ্ন নং ১০/

- ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী? ১
- খ. ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের প্রশ়িচ্ছিত স্থানে কোন বিভাগ হবে? উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে প্রশ়িচ্ছিত বিভাগের সাথে অপর দুটি বিভাগের সম্পর্ক লেখ। ৪

#### ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** এককেন্দ্রিক সরকার বলতে বুঝায় যেখানে ক্ষমতা ও কৃত্তি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

**খ** ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বত্ত্ব করাকে বোঝায়।

একেকে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

**গ** সূজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকে প্রশ়িচ্ছিত বিভাগ তথা বিচার বিভাগের সাথে আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক নির্বিভুত।

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত। এ তিনটি বিভাগ পৃথক কাজের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও নিজেদের মূল কাজ ছাড়াও অন্য বিভাগের কাজও করে থাকে। এ সকল কাজ করার মধ্য দিয়ে বিভাগ সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করে থাকে। এটি আইন বিভাগের প্রধান কাজ। আবার আইন বিভাগ কিছু শাসন বিভাগীয় কাজ করে। আইন বিভাগের আস্থার ওপর মন্ত্রিপরিষদ তথা শাসন বিভাগের ক্ষমতা নির্ভরশীল। এ কাজের মধ্য দিয়ে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ ও বিচারকদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করে।

অন্যদিকে শাসন বিভাগ আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। শাসন বিভাগ আইন বিভাগ সম্পর্কিত দায়িত্বও পালন করে। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা আহ্বান, স্থগিত, বাণী প্রেরণ ও বিলে সম্মতি প্রদান করেন। এভাবে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শাসন বিভাগ কিছু বিচারমূলক কাজও করে। যেমন— শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারকগণ নিযুক্ত হন। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান অপরাধীর সাজা মওকুফ করতে বা কমাতে পারেন। এসব কাজের মাধ্যমে শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আবার বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হলো আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা, সংবিধান ও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা দান করা। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের কাজের বৈধতা যাচাই করতে পারে। এ বিভাগ শাসন বিভাগের কাজ অসাংবিধানিক হলে তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের সাথে আইন বিভাগ প্রণীত কোনো আইন সাংঘর্ষিক হলে তা যাচাই করে বিচার বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এভাবেই বিচার বিভাগের সাথে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক শাসন ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

**প্রশ্ন ▶ ৫৬**



বিদ্যুৎসমূহ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৭।

- ক. এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কী? ১
- খ. ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ মীতি কী? ২
- গ. উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে কি বসবে? উক্ত বিভাগের কার্যবলি লেখো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত বিভাগের সাথে অপর দুটি বিভাগের সম্পর্ক লেখো। ৪

### ৫৬ নং প্রশ্নের উক্তর

**ক.** যে আইনসভায় একটিমাত্র পরিষদ থাকে তাকে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে।

**খ.** ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

সরকারের এ তিনটি বিভাগের প্রতিটি কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। প্রতিটি বিভাগ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ

অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ করবে। অর্থাৎ, ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে গঠিত করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

**গ. সূজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।**

**ঘ. উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত বিভাগ তথা আইন বিভাগের সাথে শাসন ও বিচার বিভাগের সম্পর্ক নির্বিড়।**

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত। এ তিনটি বিভাগ পৃথক কাজের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও নিজেদের মূল কাজ ছাড়াও অন্য বিভাগের কাজও করে থাকে। এ সকল কাজ করার মধ্য দিয়ে বিভাগ সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আইন বিভাগ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করে থাকে। এটি আইন বিভাগের প্রধান কাজ। আবার, আইন বিভাগ কিছু শাসন বিভাগীয় কাজ করে। আইন বিভাগের আস্থার ওপর মন্ত্রিপরিষদ তথা শাসন বিভাগের ক্ষমতা নির্ভরশীল। এ কাজের মধ্য দিয়ে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইন বিভাগ বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ ও বিচারকদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করে।

অন্যদিকে, শাসন বিভাগ আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। শাসন বিভাগ আইন বিভাগ সম্পর্কিত দায়িত্বও পালন করে। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা আহ্বান, স্থগিত, বাণী প্রেরণ ও বিলে সম্মতি প্রদান করেন। এভাবে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শাসন বিভাগ কিছু বিচারমূলক কাজও করে। যেমন— শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারকগণ নিযুক্ত হন। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান অপরাধীর সাজা মওকুফ করতে বা কমাতে পারেন। এসব কাজের মাধ্যমে শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আবার বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হলো আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা, সংবিধান ও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা দান করা। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের কাজের বৈধতা যাচাই করতে পারে। এ বিভাগ শাসন বিভাগের কাজ অসাংবিধানিক হলে তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের সাথে আইন বিভাগ প্রণীত কোনো আইন সাংঘর্ষিক হলে তা যাচাই করে বিচার বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এভাবেই বিচার বিভাগের সাথে শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক শাসন ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

**প্রশ্ন ▶ ৫৭ 'খ' রাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আছে। তাই রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্রীয় সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারে। অপরদিকে, 'গ' রাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে জনগণ সকল নাগরিক অধিকার থেকে বাষ্পিত হচ্ছে।**

**/ক্রমিয়া ডিটোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১।**

- ক. দুদক এর পূর্ণবৃপ্ত কী? ১
- খ. জবাবদিহিতা ও ব্রহ্মতার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক কী? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' ও 'গ' রাষ্ট্রে কী ধরনের সরকারব্যবস্থা কার্যকর আছে তা আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' ও 'গ' রাষ্ট্রের মধ্যে কোন রাষ্ট্রীয় নাগরিক এবং সুশাসনের জন্য সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ৪

**ক** দুদক এর পূর্ণবৃপ্ত হলো— দুনীতি দমন কমিশন।

**খ** জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

সুশাসনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা। জবাবদিহিতা হলো নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা। জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে শাসনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, অর্পিত দায়িত্ব দ্রুত সম্পন্ন হয়, দুনীতি ত্রাস পায়। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। আর যেকোনো ধরনের গোপনীয়তা পরিহার করে নিয়মনীতি মেনে কোনো কাজ সুস্থিতভাবে সম্পাদন করাকে স্বচ্ছতা বলে। এর ফলে শাসক-শাসিত, সিদ্ধান্ত প্রশংসকারী ও তা পালনকারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে না। এতে সুশাসনের পথ সুগম হয়।

**গ** উচ্চীপকে উল্লিখিত ‘খ’ ও ‘গ’ রাষ্ট্রে যথাক্রমে গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা কার্যকর আছে।

গণতন্ত্র হলো জনগণের হাতে পরিচালিত একটি জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে জনগণ সরাসরি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনগণ সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা স্বীকৃত করে। ‘খ’ রাষ্ট্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আছে এবং জনগণ রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করে, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুরূপ। তত্ত্বগত দিক থেকে গণতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থাকে একনায়কতন্ত্র বলে। একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি হলো এক জাতি, এক দল এবং এক নেতা। একনায়কতন্ত্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকে না। ফলে জনগণ সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ‘গ’ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে জনগণ সব ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** উচ্চীপকে উল্লিখিত ‘খ’ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক এবং ‘গ’ রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ‘খ’ রাষ্ট্রটি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিক এবং সুশাসনের জন্য সহায়ক।

বর্তমান বিশ্বে সর্বোচ্চকৃষ্ণ শাসনব্যবস্থায় হলো গণতন্ত্র। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণ সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ করে থাকে বলে এটি অত্যধিক জনপ্রিয়। গণতান্ত্রিক শাসনে জনগণ সরকার গঠন, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাদের মতামত প্রকাশ ও কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়, যা নাগরিক ও সুশাসনের জন্য খুবই সহায়ক। গণতন্ত্রে আইনের চোখে সাময়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। অর্থাৎ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। আর আইনের শাসন ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকে, যা নাগরিকের কল্যাণ ও সুশাসনের জন্য অত্যাবশ্যিক।

সুশাসন গণতান্ত্রিক সরকারের একটি উত্তম দিক। এ শাসনব্যবস্থায় সরকার ও জনগণ এক্যবস্থাবাবে কাজ করে। শাসকগণ সংবিধান অনুসারে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এতে করে জনগণের জনমাল ও স্বাধীনতা রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সকল ধরনের সিদ্ধান্ত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হয়। অধ্যাপক বার্কার (Prof. Barker)-এর ভাষায়, ‘গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে বিধায় সুশাসন নিশ্চিত হয়।’ অন্যদিকে, একনায়কতন্ত্র হলো এক ব্যক্তির বা দলের শাসন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। এ ধরনের রাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয় এবং বিশেষ দল অনুপস্থিত থাকে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকে না। মোটকথা, এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণ ও সুশাসনের জন্য উপযোগী নয়।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, উচ্চীপকে উল্লিখিত ‘খ’ রাষ্ট্র তথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিক এবং সুশাসনের জন্য সহায়ক।



- বিএ এ এফ পাইল কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১।  
**ক.** আইনসভার প্রধান কাজ কী?  
**খ.** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ?  
**গ.** চিত্রে উপস্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির গঠন বর্ণনা করো।  
**ঘ.** উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা পাঠ্যবই এর আলোকে বর্ণনা করো।

## ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আইনসভার প্রধান কাজ হলো— আইন প্রণয়ন করা।

**খ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচারকদের বাহ্যিক শক্তির চাপমুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাস্তব ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাক্ষেত্র।

**গ** চিত্রে উপস্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশের আইনসভা বা জাতীয় সংসদ।

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভার গঠন সম্পর্কে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বিধান উল্লেখ থাকে।

বাংলাদেশের আইনসভা এক কঞ্চিবিশিষ্ট এবং সদস্য সংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এলাকা ভিত্তিক সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ ৩০০টি আসনের সংসদ সদস্য ধারা নির্বাচিত হন। তবে মহিলারা ইচ্ছে করলে ৩০০ আসনের যেকোনোটিতে সরাসরি প্রতিষ্ঠান্তরের মাধ্যমেও নির্বাচিত হতে পারেন। সংসদ পরিচালনার জন্য একজন স্লিপকার ও ডেপুটি স্লিপকার সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে এর পূর্বেও রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। সংসদের একটি অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আরেকটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হয়। মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ জন উপস্থিত থাকলে কোরাম হয় এবং সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করা যায়। প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা। আসন সংখ্যার দিক দিয়ে নির্বাচনে বিহীন স্থান অর্জনকারী দলের প্রধান সংসদে বিশেষ দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

**ঘ** আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। নিম্নে আইনসভার ক্ষমতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সব ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সম্মুখ রেখে আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও রক্ষক। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত কোনো কর্ম ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় না। জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসনসংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় সংসদের বিচার সংক্রান্ত

ক্ষমতা রয়েছে। অসদাচরণের অভিযোগে আইনসভা যেকোনো সাংসদের সদস্যাপদ বাতিল করতে পারে। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য ঘোষভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আশ্বা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আধুনিক সংসদীয় গণতাত্ত্বিক ব্যবস্থায় আইনসভা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। গণতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**৫৪ ► ৫৯ 'A' রাষ্ট্র:** রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বৰ্ষ, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচী ক্ষমতার মালিক ও সরকারপ্রধান, মন্ত্রিসভার সকল সদস্য আইনসভার নিকট দায়ী।

**'B' রাষ্ট্র:** রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক, রাষ্ট্রপতি সরকারপ্রধান, মন্ত্রিসভার সকল সদস্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী।

(ব) এ এক শাসন কলজ, চতুর্থ | গ্রন্থ নং ৯/

ক. একনায়কতত্ত্ব কী? ১

খ. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝা? ২

গ. উচ্চীপক্ষে 'A' রাষ্ট্রের কোন ধরণের সরকার বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বাংলাদেশের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো। ৪

#### ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** একনায়কতত্ত্ব হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকারব্যবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, গোষ্ঠী বা দল সব রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে এবং সব নাগরিকের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করে।

**খ** দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এ ধরনের আইনসভায় 'নিম্নকক্ষ' এবং 'উচ্চকক্ষ' নামে পৃথক দুটি পরিষদ থাকে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয়। উচ্চকক্ষের গঠন প্রকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাড়া, ভারত প্রভৃতি দেশে এ ধরনের আইনসভা রয়েছে।

**গ** সূজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সূজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

**গ্রন্থ ► ৬০ 'A' রাষ্ট্র:** কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বিদ্যমান, প্রত্যেক প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র কেন্দ্রের কাজ, সাংবিধানিকভাবে দায়িত্ব বহন।

**'B'** রাষ্ট্র: একটি কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, স্থানীয় শাসন বিদ্যমান, স্থানীয় শাসকগণ কেন্দ্রের নিকট দায়বন্ধ, সমগ্র দেশে একই নীতি।

(ব) এ এক শাসন কলজ, চতুর্থ | গ্রন্থ নং ৮/

ক. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি? ১

খ. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝা? ২

গ. 'B' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার রূপ তোমার পাঠ্যবই-এর আলোকে ব্যাখ্যা করে। ৩

ঘ. 'A' ও 'B' রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা উত্তম? যুক্তি দেখো। ৪

#### ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্রের উপাদান ৪টি।

**খ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

**গ** 'B' রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রে পূর্জিত থাকে তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এ ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকার বা স্থানীয় সরকার থাকতে পারে, কিন্তু উক্ত সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে। তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জীবনী শক্তি প্রাপ্ত করে। এরা কোনো স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে না। একটি কেন্দ্র থেকে গোটা দেশ শাসিত হয়। এ কারণে এ সরকারব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক বলা হয়। এছাড়াও এ সরকারব্যবস্থায় এক নাগরিকত্ব এবং এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা পরিচালিত হয়।

উচ্চীপক্ষে 'B' রাষ্ট্রে বলা হয়েছে, একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা থাকে, এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, এক নাগরিকত্ব বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলো এবং পূর্বোক্ত এককেন্দ্রিক সরকার সম্পর্কিত আলোচনা তুলনা করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, 'B' রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

**ঘ** 'B' রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং 'A' রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আমি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করি।

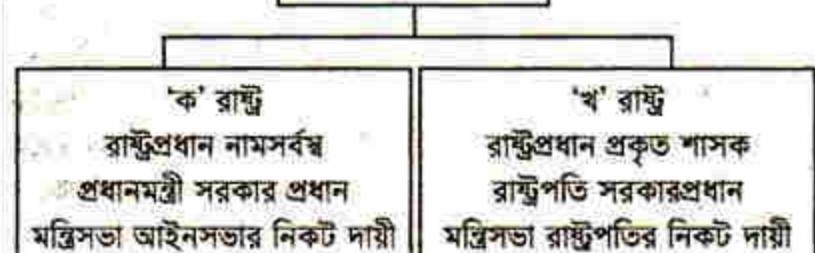
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি প্রধান গুণ হলো দেশের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকারের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা বল্টিত হওয়ায় কোনো সরকারের কাছে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, তেমনি বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য ও জাতীয়তাবোধ নিরে গড়ে ওঠে জাতীয় সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আরেকটি গুণ হলো রাজ্য সরকারগুলো আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় সেগুলোর দ্রুত এবং কার্যকর সমাধান সম্ভব হয়। এভাবে আঞ্চলিক স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকায় বিছিনতাবাদ জন্ম নিতে পারে না। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়িত করা যাব বলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শাসনকাজে অধিক সংখ্যক জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমগ্র দেশের প্রশাসন কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর জনপ্রতিনিধিদের হাতে থাকে বলে আমলাতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব হ্রাস পায়।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বা সুবিধার কারণেই আমি যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থাৎ 'A' রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে উত্তম মনে করি।

#### গ্রন্থ ► ৬১

##### গণতাত্ত্বিক সরকার



- ক. এককেন্দ্রিক সরকার কী? ১  
 খ. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বর্তমান? ৩  
 ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বাংলাদেশের বৈসাদৃশ্যসমূহ তুলে  
ধর। ৪

### ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** এককেন্দ্রিক সরকার বলতে বোঝায় যেখানে ক্ষমতা ও কঢ়ত্ত একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

**খ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

সরকারের এ তিনটি বিভাগের প্রতিটি কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও ব্যতো হবে। প্রতিটি বিভাগ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে প্রযোগ করবে। অর্থাৎ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে গঠন করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

**গ** সূজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা। অন্যদিকে বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা হলো সংসদীয় সরকারব্যবস্থা। তাই এ দুই সরকারব্যবস্থার মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন-সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের যাবতীয় কাজ ও নীতিনির্ধারণের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকার বলে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে না বরং তার দায়বস্থাতা জনগণের নিকট।

বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় অর্থাৎ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বাংলাদেশের সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্রের সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গঠিত নয় বরং যেকোনো সময় পরিবর্তিত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইনসভাকে না জানিয়ে দেশের চরম সংকটকালে কিংবা জরুরি অবস্থা চল কালেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ ধরনের সরকারের বিভাগগুলো একত্রিত থাকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সরকারব্যবস্থা। এ সরকারব্যবস্থায় দেশের চরম সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া এ সরকারের বিভাগগুলো পৃথক থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো ফুটে উঠেছে।

### প্রশ্ন ৬২



/বাংলাদেশ ক্ষয়ন্ত্রিমেট প্রাবল্যিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৭।

- ক. সরকার কী? ১  
 খ. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. উদ্দীপকের প্রশ্নচিহ্নিত স্থানে কোন বিভাগ হবে? উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত বিভাগ কীভাবে আইনের শাসন রক্ষায় ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকার হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রের এমন রাজনৈতিক সংগঠন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ তথা শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

**খ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করাকে বোঝায়।

সরকারের এ তিনটি বিভাগের প্রতিটি কাজ অন্য বিভাগের কাজ থেকে আলাদা ও ব্যতো হবে। প্রতিটি বিভাগ পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হবে। প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন থাকবে। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যাখ্যা দান এবং বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে প্রযোগ করবে। অর্থাৎ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে গঠন করা এবং এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

**গ** সূজনশীল ৯ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশ্নচিহ্নিত বিভাগ অর্থাৎ, বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম।

বিচার বিভাগ প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈশিষ্ট্য হলো এটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য সম্ভাব্য প্রযোজ্য হয়। বিচারের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করে না। ফলে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচারকার্য পরিচালনা করতে পিয়ে বিচারকগণ অনেক সময় প্রচলিত আইন যথেষ্ট স্পষ্ট নয় বলে মনে করেন। অস্পষ্ট আইন ধাকলে অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পেয়ে যেত। বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন আইন সৃষ্টি করে এবং আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত করে। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিক বিচার বিভাগের শরণাপন হতে পারে। কোনো নাগরিক যদি মনে করে নিম্ন বা অধিক্ষেত্রে আদালতের রায়ে তিনি সতৃষ্ট নন তবে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন। বিচার বিভাগের এ ধরনের আপিল ক্ষমতাও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে বিচার বিভাগের শরণাপন হতে পারে। আদালতে শরণাপন হওয়ার মতো অবস্থা বা সমার্থ্য নেই। কিন্তু গণমাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হলে বিচার বিভাগ স্বপ্রণোদিত হয়ে বুল জারি করে থাকে। এ ধরনের বুল বা আদেশ জারিকে সুযোগেটো বুল বলে আখ্যায়িত করা হয়।

আইনের শাসন কথাটি শুধু সংবিধানে সন্নিবেশিত করলেই হবে না এর বাস্তব প্রয়োগও ঘটাতে হবে। আর এটা সম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার মাধ্যমে। তাই বলা যায়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অন্বৰীকার্য।

**প্রশ্ন ৬৩** 'ক' এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে একাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে সরকার গঠন করে। অপরদিকে, 'খ' রাষ্ট্রে রয়েছে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল। যেখানে অনেক সময় উত্তরাধিকার সূত্রে দলের নেতা নির্বাচিত হয়। 'ক' রাষ্ট্রে সরকারের অন্যান্য বিভাগের ওপর সরকারের প্রাধান্য থাকে অন্যদিকে, 'খ' রাষ্ট্রে রয়েছে নামমাত্র আইনসভা।

/বেগজ প্রাদলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম/ পৃষ্ঠা ১১/

ক. ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি কী?

১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান? এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।

৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটিকে তোমার উত্তম বলে মনে হয়? কেন? যুক্তিসহ উপস্থাপন করো।

৪

### ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ক্ষমতা স্বত্ত্বাকরণ নীতি বলতে সরকারের তিনটি বিভাগ যথা-আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক করাকে বুঝায়।

**খ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্ত্বিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকর্ত।

**গ** উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। নিচে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো- গণতান্ত্র বলতে জনগণের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। গণতান্ত্র জনগণের কথা বলে। তাই এ ধরনের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে জনমতের প্রতিফলন ঘটে থাকে। নিম্ন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

গণতান্ত্র হলো বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা। এ সরকার পদ্ধতিতে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। তাই বহুদলীয় ব্যবস্থা হলো আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রের অন্যতম প্রয়োজনীয় দিক। গণতান্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিরাজমান থাকে। কেননা, গণতান্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন করা যায়। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন বা পরিবর্তন করা হয়। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। এ ব্যবস্থায় জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন বা পরিবর্তন করতে পারে। গণতান্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার একটি মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার। এ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়। ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের প্রতিফলন ঘটে। স্বাধীন সংবাদপত্র বা 'ফ্রি প্রেস' গণতান্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। সংবাদপত্রের স্বাধীন ভূমিকা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অপরিহার্য। কেননা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র জনগণ ও সরকার উভয়কে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে। গণতান্ত্র জনগণের জীবন ও সম্পদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বাধীন বিচারব্যবস্থার স্বরূপ করে। এজন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। এর অভাবে গণতান্ত্র জনতাত্ত্বে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গণতান্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আইনের শাসন। এখানে আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। এ কারণে জাতি-ধর্ম-

বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। দায়িত্বশীলতা গণতান্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থায় তাদের কাজের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট দায়ী।

**ঘ** উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে আমার 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে হয়। কেননা, 'ক' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান এবং 'খ' রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

গণতান্ত্র হলো স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক বা সরকারের পতন ঘটলেও শাসনব্যবস্থা ও সরকারব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। গণতান্ত্র শান্তিতে বিশ্বাসী। গণতান্ত্রের লক্ষ্য হলো মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্র হলো জনগণের শাসন। এখানে অসংখ্য শাসক থাকে। গণতান্ত্র যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাসী। এজন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণের রায়ে বা ভোটে নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রে রাষ্ট্রীয় শাসনভাব গ্রহণ করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা গণতান্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতান্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গণতান্ত্রে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভা নিকট শাসন বিভাগকে তার কাজের জন্য ডাবাবদিহি করতে হয়। গণতান্ত্রে আইনের শাসন এক অপরিহার্য বিষয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রে সাফল্যের জন্য বিরোধী দলকে প্রয়োজনীয় মনে করে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়। গণতান্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীন ও মুক্ত থাকে। এগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব অল্প পরিমাণই লক্ষ্য করা যায়।

**প্রশ্ন ৬৪** রাফিক, শফিক ও আনোয়ার তিনি বন্ধু। রাফিক প্রশাসন ক্যাডারের ম্যাজিস্ট্রেট এবং শফিক বিচারক। আনোয়ার ওর বাবার ব্যবসা এবং রাজনীতির হাল ধরেছে। সে সংসদ সদস্য হতে চায়। রাফিক ইদানিং বলছে যে, আমলা-প্রশাসকদের ওপর রাজনৈতিক নেতাদের অহেতুক হস্তক্ষেপ তাকে কষ্ট দিচ্ছে। শফিক বলে যে, বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়ায় সে খুব খুশি। আনোয়ার চায় জাতীয় সংসদ হোক জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। /প্রকল্পস হেফ, সিলেট/ পৃষ্ঠা ১১/

ক. ছি-কফবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে এমন কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম লেখ।

১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর।

২

গ. শফিক কেন বলছে যে, সে খুব খুশি? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. আনোয়ার জাতীয় সংসদকে কেমন দেখতে চায়? উদ্দীপকের

৪

আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ছি-কফবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে এমন কয়েকটি দেশ হচ্ছে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স, কানাডা ইত্যাদি।

**ঘ** কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের ভিত্তিতে ক্ষমতা বর্ণনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের জাতীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করে এবং প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে স্থানীয় বা প্রাদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অন্টেরিয়া, ভারত প্রত্যন্ত দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

**গ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতান্ত্রে সমুন্নত রাখে। তাই বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়ায় উদ্দীপকের শফিক খুব খুশি।

স্বাধীন বিচার বিভাগ বলতে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিচার বিভাগকে বোঝায়। বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারের রক্ষাকর্তা। কোনো দেশের বিচার বিভাগের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করলে সেদেশের নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধকে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে

না পারলে রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করনই সম্ভব হবে না। এজন্য বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সুরক্ষা তথা মানবের অধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা।

উদ্দীপকে বর্ণিত শক্তিক বিচার বিভাগের একজন সদস্য। গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন। এ কারণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি তাকে আনন্দিত ও আশাবাদী করেছে।

**ব** উদ্দীপকের আনোয়ার একটি কার্যকর জাতীয় সংসদের প্রত্যাশা। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে থাকে। জাতীয় সংসদের সদস্যাগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সেজন্য জনগণ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে চান।

বাংলাদেশ ভূতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। জনসংখ্যার আধিক্য, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ছাড়াও নানা ধরনের সমস্যায় দেশটি জড়িরিত। এসব সমস্যা সমাধান করে দেশকে কাঞ্চিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সং যোগ্য, দেশপ্রেমিক সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত আইনসভা। উদ্দীপকের আনোয়ার এমন জাতীয় সংসদ চান, যেখানে সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকার সমস্যা, চাহিদা ইত্যাদি সরকারের সম্মুখে উপস্থিত করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করবে। শাসন বিভাগ যাতে বৈরাচারী রূপ ধারণ করতে না পারে সেজন্য জাতীয় সংসদ যথার্থ ভূমিকা রাখবে। সংসদ সদস্যদের মধ্যে সহনশীলতার মনোভাব জাগ্রত করতে হবে। বিরোধী দলের সদস্যরাও মতামত প্রকাশের এবং তর্ক-বিতর্কের সুযোগ পাবে। অর্থাৎ জাতীয় সংসদ হবে জনগণের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল।

**প্রশ্ন** ▶ ৬৫ মডেল কলেজের শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা সফরে বাস্তবান যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। এ উপলক্ষে কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় তিনটি কমিটি করে দিলেন। পরিবহন, আপ্যায়ন ও শৃঙ্খলা কমিটি। সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেক কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনটি কমিটি আলাদাভাবে কাজ শুরু করলে সমস্যাগুলি দেখা দেয়।

ক. 'The spirit of laws'— গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. বিচারক নিয়োগের একটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন নীতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সমস্যাগুলি দূরীকরণে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক'— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

### ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'The spirit of laws'— গ্রন্থের লেখক হচ্ছে মন্টেস্কু।

**খ** বিচারক নিয়োগের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ।

আধুনিককালে বিচারক নিয়োগের সবচেয়ে উত্তম, বেশি প্রাণযোগ্য ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো শাসন বিভাগের প্রধান কর্তৃক নিযুক্তি লাভ। এর ফলে বিচারকগণের পক্ষে রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা জনগণের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব। এরূপ পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করে থাকেন। তবে একেতে বিচারপতিদের স্বারা গঠিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বা সুপারিশকৃত লোককেই রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিচারক পদে নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিচারকগণ শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ লাভ করে থাকেন।

**গ** উদ্দীপকে আমার পঠিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা: আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ সরকারের এ তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করে দেওয়া।

একেতে প্রতিটি বিভাগ তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে মধ্যে স্বাধীন থাকবে এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করবে না। এই নীতি অনুসারে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ সেসব আইন কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ সেসব আইনের ব্যবহার দান এবং বিভিন্ন মামলায় প্রয়োগ করবে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মডেল কলেজের শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা সফরে বাস্তবান যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এ উপলক্ষে কালেজের অধ্যক্ষ মহোদয় তিনটি কমিটি করে দিলেন। পরিবহন, আপ্যায়ন ও শৃঙ্খলা কমিটি। সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেক কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। যা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে নির্দেশ করে।

**ঘ** "সমস্যাগুলি দূরীকরণে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক"— উক্তিটি যথার্থ।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ হলো সরকারের তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং একে অন্যের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কুকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা বলে বিবেচনা করা হয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রতিষ্ঠা করতে হল নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা এবং সরকারের তিনটি বিভাগের দায়িত্ব বুঝে দেওয়ার মধ্যে অন্যতম হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হলো বিচারকগণ নিজ দায়িত্বে ও জানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকাঙ সম্পাদন করবে। আইন ও শাসন বিভাগ তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

আবার শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগকেও স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। কোনো বিভাগ অন্যটির ওপর একজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রতিষ্ঠার আগে চিন্তা করতে হবে যে, সরকারের তিনটি বিভাগই পরম্পর সম্পর্কিত এবং একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই কোনো রাষ্ট্রেই ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। একেতে যেটা করা যেতে পারে তা হলো এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নীতি সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে কোনো বিভাগই স্বেচ্ছারিভাবে একক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। আর এভাবেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সমস্যাগুলি দূরীকরণে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক।

### প্রশ্ন ▶ ৬৬

'ক' বিভাগ	'খ' বিভাগ
নমনীয় প্রকৃতির সরকার ↓	জরুরি অবস্থায় উপযোগী ↓
আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর ↓
মন্ত্রীসভা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল	আজ্ঞাবহ মন্ত্রীসভা ↓
নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান	রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক

ক. সরকার কী?	১
খ. আইনসভা কীভাবে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে?	২
গ. উদ্দীপকে 'ক' বিভাগ দ্বারা কোন সরকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।	৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি সরকারের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য তুমি কোনটিকে উপযোগী মনে করো?	৪

### ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সরকার হলো রাষ্ট্রের এমন সংগঠন যার মাধ্যমে আইন, বিধিপ্রয়োগ ও শাসনকাজ পরিচালনা করা হয়।

**খ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইন বিভাগের সদস্যদের মধ্য থেকে শাসন বিভাগের সদস্যগণ নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ প্রাপ্তার পরে অন্যান্য মন্ত্রীদের তালিকা প্রস্তুত করেন। আইনসভা তাদের নিয়োগ অনুমোদন করে থাকে। আইনসভার আস্থা ও সিদ্ধান্তের শুরুর সংসদীয় সরকারের শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত না হলেও আইন প্রণয়নের দ্বারা আইনসভা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন আইনসভার উচ্চ-কক্ষ সিনেট রাষ্ট্রপতির পদচূড়ি ঘটাতে পারে।

**গ** উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। সংসদীয় সরকার বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে দেশের শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তিনি মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

পার্লামেন্ট বা আইনসভার মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলে একে পার্লামেন্টের বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। এই সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই সরকারপ্রধান। মন্ত্রিসভার মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রপ্রধান নামসর্বোচ্চ, প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার নিকট দায়ী। এ বৈশিষ্ট্যগুলো পাঠ্যবইয়ের সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতএব বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি সরকারের মধ্যে 'ক' বিভাগ অর্থাৎ সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে বাংলাদেশের জন্য আমি উপযোগী মনে করি।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকার বলে। সেখানে একজন নামসর্বোচ্চ রাষ্ট্রপ্রধান (Titular head) থাকেন। আর সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। উদ্দীপকেও 'ক' দেশের রাষ্ট্রপতি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েও নামসর্বোচ্চ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' দেশের তথা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি অযোগ্য প্রমাণিত হলেও তাকে সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতিকে অভিসংশন (Impeachment) করতে অনেক কঠিখড় পোষাতে হয়। রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত থাকায় এবং তিনি তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন বিধায় স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। যা একটি রাষ্ট্রের সার্বিক ভারসাম্যের জন্য তুমকিস্বরূপ।

অপরদিকে, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় গৃহীত নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য শাসন বিভাগকে আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকতে হয়। এর ফলে শাসন বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। আবার এই

সরকার তাদের স্থায়িত্ব এবং কার্যকালের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। কেননা, আইনসভার আস্থা হারালে তাদেরকে পদত্যাগ করতে হয়। যা কোনো দেশের গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। আর তাই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উন্নয়নে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্র তথা সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থাকে উপযোগী বলে আমি মনে করি।

**ঞ** **৬৭** অনেক দিন যাবৎ রফিক ও সফিক এ দু'ভাইয়ের মধ্যে জমি নিয়ে বন্ধু চলছে। রফিকের জমি সফিক অবৈধভাবে দখল করে নেয়। রফিক আদালতে একটি মামলা করে। আদালত এই মামলা নিষ্পত্তি করে এবং রফিক তার জমি বুঝে পায়।

/বৌদ্ধিমতেজার সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ৭/

**ক**. গণভোট কী?

**খ**. বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বুঝ?

**গ**. উদ্দীপকে সরকারের কোন বিভাগের ভূমিকা লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর।

**ঘ**. "আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম"

সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

### ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতান্বেক্যের সৃষ্টি হলে, জনগণের মতান্বে যাচাইয়ের জন্য যে ভোট গ্রহণ করা হয় তাকে গণভোট বলে।

**খ** একটি রাষ্ট্রে দুটির অধিক রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করলে তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থা জাতি, ধর্ম, ভাষা বা শ্রেণির ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে। এ ব্যবস্থায় দলগুলো নিজ নিজ মতান্দশ, নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিস্থিতি করে। নির্বাচনে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে সেই দলই সরকার গঠন করে। তবে বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলের পক্ষে অনেক সময় এককভাবে নিরজুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। তখন একাধিক দল মিলিত হয়ে সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করে। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, হল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

**ঘ** উদ্দীপকে সরকারের বিচার বিভাগের ভূমিকা লক্ষণীয়।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে ও নিরাপোরাধকে মৃত্যি দেয় এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তাকে বিচার বিভাগ বলে। নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অধিকার অক্ষণ রাখার জন্য বিচার বিভাগ বিচারকার্য পরিচালনা করে। বস্তুত একটি দেশের শাসনব্যবস্থার মান নির্ণয় করা যায় বিচার বিভাগের দ্বারা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিকের ভাই সফিক তার জমি অবৈধভাবে দখল করে নেয়। রফিক আদালতে মামলা করলে, আদালত এই মামলা নিষ্পত্তি করে এবং রফিক তার জমি বুঝে পায়। এটি বিচার বিভাগের একটি কাজ। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী বিচার করে বিভিন্ন বিবোধের মীমাংসা করে। এর ফলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সরকারের বিচার বিভাগের ভূমিকা লক্ষণীয়।

**ঘ** "আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিভাগ তথা বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম" কথাটি যথার্থ।

আইনের শাসন অর্থ হলো আইনের প্রাধান্য সৌন্দর্য করা এবং আইনানুযায়ী শাসন করা। এ অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং সকলের জন্য একই প্রকার আইন প্রযোজা। আইনের শাসনকে বলা যায় ন্যায়বিচার স্বাধীনতার রক্ষাকরণ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বিচার বিভাগ।

বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈশিষ্ট্য হলো এটি সকল নাগরিকের জন্য সমতাবে প্রযোজ্য হয়। তাই “আইনের দ্রষ্টিতে সকলে সমান” এই বিষয়টি বিচার বিভাগের কাজে বাস্তবরূপ লাভ করে। বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারকরা অনেক সময় প্রচলিত আইনকে যথেষ্ট স্পষ্ট মনে করেন না। তাই তারা আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত করেন। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তিনি বিচার বিভাগের স্বার্থে হতে পারেন এবং রিট আবেদন করতে পারেন। কোনো নাগরিক যদি নিম্ন আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন। তাছাড়া বিচার বিভাগ সুয়োমোটো রূল জারি করে নাগরিকের অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে। বিচার বিভাগের এসব কাজ আইনের শাসন রক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোধ যায়, মূলত বিচার বিভাগের কাজের মধ্য দিয়েই কোনো রাষ্ট্রে আইনের শাসন সুনিশ্চিত হয়। তাই বলা যায়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ▶ ৬৮** সরকারের তিনটি অঙ্গ থাকে। একটি অঙ্গ আইন প্রণয়ন করে, একটি অঙ্গ শাসন করে এবং একটি অঙ্গ আইন অনুযায়ী বিচার করে। সরকারের অঙ্গ সমূহ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে শাসন কার্য পরিচালনা করতে পারে, আবার আলাদাভাবে ও রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনা করতে পারে। *(ক্লাসিফিকেশনের পদ্ধতি) প্রশ্ন নং ১০/*

- ক. এরিস্টেল কয়টি নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন? ১
- খ. গণতন্ত্রে কেন বহুল দরকার? ২
- গ. সরকারের অঙ্গসমূহের আলাদা আলাদা অবস্থানকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ‘তুমি কি মনে করো উদ্দীপকের সরকারের অঙ্গসমূহের আলাদা আলাদা অবস্থান কাম্য নয় এবং সন্তুষ্ট নয়?’ বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** এরিস্টেল দুইটি নীতির ওপর ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

**খ** গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বহুদলীয় ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। নির্বাচনে যে দল জয়লাভ করে তারা সরকার গঠন করে। যারা ক্ষমতায় অধিক্ষিত হতে পারে না তারা সরকারের বাইরে থেকে গঠনমূলক বিরোধিতা করে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকে। যার ফলে, সরকার আরও বেশি জনকল্যাণমূল্য হয় এবং ব্রেচ্ছার হতে পারে না। তাই গণতন্ত্রের বহুল দরকার।

**গ** সরকারের অঙ্গসমূহের আলাদা আলাদা অবস্থানকে বলে ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি হলো তাই যেটা সরকারের তিনটি বিভাগ-আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়ে কাজ করতে অনুমোদন দেয়। এ নীতি অনুযায়ী আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগ আইনের প্রয়োগ এবং বিচার বিভাগ বিচার কার্য পরিচালনায় অন্যের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে কাজ করে।

এর ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার ত্রাস পায় এবং গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ ঘটলে শাসকদের ব্রেচ্ছার হবার প্রবণতা দূরীভূত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকারের তিনটি অঙ্গ থাকে। যথা- আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। এই অঙ্গ সমূহ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে শাসন কাজ পরিচালনা করতে পারে, আবার আলাদাভাবে ও করতে পারে। এই আলাদাভাবে শাসন কাজ পরিচালনা করাকেই বলে ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ।

**ঘ** হ্যা, আমি মনে করি উদ্দীপকে সরকারের অঙ্গসমূহের আলাদা আলাদা অবস্থান কাম্য নয় এবং সন্তুষ্ট নয়। কেননা, সরকারের কাজ ও এই তিনটি বিভাগের কাজ একেবারেই ভিন্ন নয়।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রিকরণ সন্তুষ্ট নয়। কেননা, এখানে আইনসভার নিকট শাসন বিভাগ দায়িত্ব থাকে। তাছাড়া ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ ঘটলে সরকারের বিভাগগুলোর সেচ্ছাচারী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সরকার একটি অথঙ্গ ও অবিছেদ্য সভা। তাই সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সন্তুষ্ট নয়। কেননা ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রিকরণ করলে রাষ্ট্র নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। জীবদ্দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন পরস্পর সম্পর্কিত, সরকারের তিনটি বিভাগও পরস্পরের সাথে তেমনি সম্পর্কিত। ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ তত্ত্ব জনকল্যাণ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শের পরিপন্থী।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগ পরস্পর সম্পর্কিত। এ নীতি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রযোজ্য হতে পারে তবে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় নয়। এছাড়া এটি একটি অবাস্তব এবং ভ্রান্তিনীতি। ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রিকরণ হলে সব বিভাগকে একই পারায় মাপতে হবে, যা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনায় সরকারের তিনটি বিভাগের পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো বিকল নেই। তাই আমি মনে করি, ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রিকরণ কাম্য নয় এবং সন্তুষ্ট নয়।

#### **প্রশ্ন ▶ ৬৯** ছকটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

গণতান্ত্রিক সরকার	
‘ক’ সরকার	‘খ’ সরকার
রাষ্ট্রপ্রধান নামসৰবর্ধ শাসক প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান ও প্রকৃত শাসক মন্ত্রিসভা বা শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট দায়ী	রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান শাসন বিভাগ সকল কাজে আইনসভার নিকট দায়ী নয়।

*(ক্লাসিফিকেশনের পদ্ধতি) প্রশ্ন নং ১/*

- ক. সরকার কাকে বলে? ১
- খ. দায়িত্বশীল সরকার বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ সরকারের নাম কি? বুঝিয়ে দাও। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের জন্য তুমি ‘ক’ অথবা ‘খ’ কোন ধরনের সরকারকে উপযোগী বলে মনে করো? কেন? ৪

#### ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর

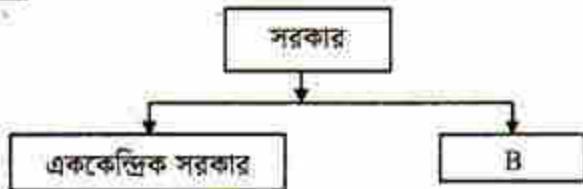
**ক** রাষ্ট্রের যে সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ তথা শাসনকাজ পরিচালিত হয় তাকে সরকার বলে।

**খ** দায়িত্বশীল সরকার বলতে এমন গণতান্ত্রিক সরকারকে বোঝায় যেখানে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

দায়িত্বশীল সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে পরিচালিত হয় এবং জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এই দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনগণের সম্মতি, তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বহু দলীয়ব্যবস্থা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, আইনের শাসন ইত্যাদি অন্যতম।

**গ** সূজনশীল ৩ নং এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সূজনশীল ৩ নং এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।



/বাংলাদেশ কলেজ পত্রিকা/ প্রশ্ন নং ৪/

- ক. রাজনৈতিক সাংস্কৃতি কী? ১  
 খ. কেন মানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ? ২  
 গ. উদ্দীপকে 'B' ছকে কোন সরকারের ইঙ্গিত করা হয়েছে? ৩  
 ঘ. 'তুমি' কি মনে করো 'B' নামক সরকারের সফলতার অনেক শর্ত বিশ্লেষণ করো। ৪

৭০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সেই মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধের নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ** মানুষ হিসেবে বঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্ত, যা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত তাই মানবাধিকার।

যেকোনো ধরনের নির্ধারিত ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিক নির্বশিষ্যে মানবাধিকারগুলো একই ধরণের হয়ে থাকে। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। যা জীবনের বিকাশ ও বাস্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। মানবাধিকার ছাড়া ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। মানবাধিকার প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই মানুষের মানসিকতা পূর্ণতা লাভ করে। এসব কারণেই মানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ।

**গ** উদ্দীপকের 'B' ছকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শব্দগত অর্থে যুক্তরাষ্ট্র বলতে কয়েকটি রাষ্ট্রের মিলন বা সম্বন্ধকে বোঝায়। আর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গঠিত সরকারকে বোঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করে। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে।

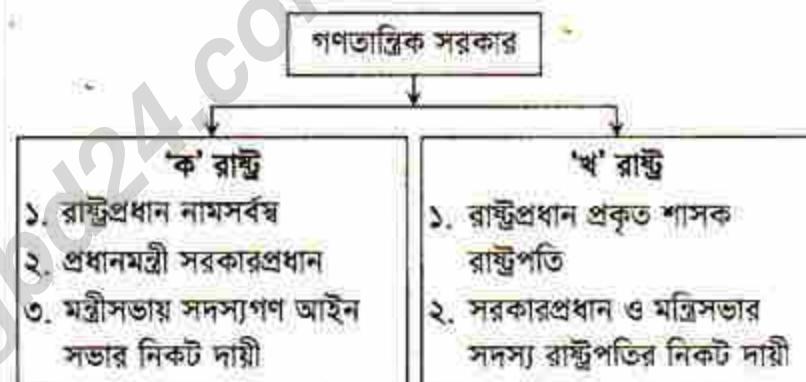
উদ্দীপকের ছকে মূলত ক্ষমতার বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণি বিভাগ দেখানো হয়েছে। ক্ষমতার বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তাই বলা যায়, 'B' ছকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি 'B' নামক সরকার অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার অনেক শর্ত রয়েছে।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। এ ধরনের সরকারের সফলতার জন্য অনেকগুলো শর্ত পালন করতে হয়। ভৌগোলিক সামিধ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত। ভৌগোলিক সামিধ্যের ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধ হবার ইচ্ছা দেখা দেয়। অপরদিকে, ভৌগোলিক অসংলগ্নতা ঐক্যবন্ধ হবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশগুলোর ভৌগোলিক সামিধ্যের পাশাপাশি এর জনগণ একই ধর্মাবলম্বী হলে ভালো হয়। তবে শুধু ধর্মের বন্ধনই যথেষ্ট নয়।

সাংবিধানিক প্রাধান্য ও লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সহায়ক। সাংবিধানিক প্রাধান্য না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র সফল হতে পারে না। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানই হচ্ছে জনগণের রক্ষক ও অভিভাবক। এছাড়া সংবিধানের প্রেক্ষিত ও প্রাধান্য রক্ষার এবং সংবিধানকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য তা লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার জন্য এর প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকাই বাস্তুনীয়। উচ্চকক্ষ প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ দেখাশোনা করবে। যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা জটিল শাসনব্যবস্থা। তাই এর সফলতার জন্য জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি সকল নাগরিকের মধ্যে আইন মেনে চলার মনোভাব থাকতে হবে। উল্লেখিত শর্তগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকারিতার জন্য অত্যাবশ্যক। এসব শর্ত যে যুক্তরাষ্ট্রে বেশি পালিত হবে সে সরকার তত বেশি সফলতা অর্জন করবে।



/বাংলাদেশ লোকাবস্থা স্কুল গত কলেজ, গুলনা/ প্রশ্ন নং ৫/

- ক. এককেন্দ্রিক সরকার কাকে বলে? ১  
 খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কী? ব্যাখ্যা করো। ২  
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান ব্যাখ্যা করো। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশে বিদ্যমান তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর? যুক্তি সহকারে উত্তর দাও। ৪

৭১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংবিধানের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে।

**খ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের (আইন ও শাসন বিভাগ) হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো মূলত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকরা যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্ত্বিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম রক্ষাকর্চ।

**ঘ** সূজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

**ব** ‘খ’ রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশে বিদ্যমান—আমি এ বক্তব্যে সমর্থন করি না। কেননা, বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদশাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে না। এ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

উদ্দীপকে ‘খ’ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক এবং মন্ত্রিসভার সদস্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। যা রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে। এটি বাংলাদেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশে শাসনক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি রয়েছেন যিনি অলঙ্কারিক বা নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার এসব বৈশিষ্ট্য সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই বলা যায়, “উদ্দীপকে ‘খ’ রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশে বিদ্যমান”— এ বক্তব্যটি সঠিক নয়।

**প্রশ্ন ▶ ৭২** ‘ক’ নামক দেশটির কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। এখানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। এদিক থেকে ‘খ’ দেশের সাথে কিছুটা পার্থক্য আছে। ‘খ’ দেশে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া আছে। এখানে জনগণের পরোক্ষ ভোটে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত হয়। প্রদেশগুলো প্রায় সব বিষয়েই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

/সরকারি বরিশাল কলেজ/ প্রশ্ন নং ৭/

- |  |   |
|--|---|
| ক. জবাবদিহিতা কী?  | ১ |
| খ. গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ‘ক’ ও ‘খ’ দেশে কোন কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো।               | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে কোন দেশের সরকার তোমার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। | ৪ |

#### ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** জবাবদিহিতা হলো নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের বাধ্যবাধকতা।

**খ** যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণকর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করে তাকে গণতন্ত্র বলে।

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক শব্দ Demos এবং Kratos বা Kratia থেকে উত্তৃত। Demos অর্থ জনগণ আর Kratos বা Kratia শব্দের অর্থ শাসন ক্ষমতা। সুতরাং শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে ‘জনগণের শাসন ক্ষমতা’। মার্কিন রাষ্ট্রপতি, আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন- ‘জনসাধারণের কল্যাণের

জন্য, জনসাধারণের হারা পরিচালিত, জনপ্রতিনিধিত্বসূচক শাসনব্যবস্থা’। গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে কাঞ্চিতও জনপ্রতিনিধিত্বসূচক শাসনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে ‘ক’ ও ‘খ’ দেশে যথাক্রমে এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বিদ্যমান।

এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের সরকারকে বোঝায় যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে। এখানে প্রাদেশিক সরকার বা অঙ্গরাজ্য সরকার থাকতে পারে। কিন্তু এই সরকারগুলো কোনো স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে না। গোটা দেশ একটি কেন্দ্র থেকে শাসিত হয়। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। উদ্দীপকে ‘ক’ নামক দেশটির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সমগ্র দেশটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়। এছাড়া এখানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। যা এককেন্দ্রিক সরকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অন্যদিকে, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বট্টনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ স্বার্থে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে স্থানীয় বা প্রাদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত ‘খ’ দেশে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে জনগণের পরোক্ষ ভোটে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত হয় এবং প্রদেশগুলো প্রায় সব বিষয়েই স্বাধীনতা ভোগ করে। যা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুরূপ।

**ঘ** সূজনশীল ৪ নং এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৭৩** “ক” রাষ্ট্রটি ৫০টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি অঙ্গরাজ্যগুলো সরকারি ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করে। অপরদিকে, “খ” রাষ্ট্রটিতে একটি কেন্দ্র থেকেই সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর কোন শাসন ক্ষমতা থাকে না।

/ক্ষাটলমেট প্রদর্শিক স্কুল ও কলেজ, নামযনিবাসট/ প্রশ্ন নং ৮/

- |   |   |
|---|---|
| ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?   | ১ |
| খ. সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকের আলোকে “ক” রাষ্ট্রটির সরকারব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর।                      | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের আলোকে “ক” ও “খ” রাষ্ট্র দুটির সরকার ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

**খ** যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকার বলে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে, প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মন্ত্রিসভার নেতা, সংগঠক ও সরকারপ্রধান।

**গ** সূজনশীল ৪ নং এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সূজনশীল ৪ নং এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

► ৭৪ মি. রিচার্ড 'খ' রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে ৩০টি আঞ্চলিক জায়গামুক্তি সরকার রয়েছে। অপরদিকে, জনাব ক্যাথি 'গ' রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। এ রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। /সরকারী সরকারি মতিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ৫/

- ক. আইনসভার প্রধান কাজ কী? ১  
 খ. ই-কফিবিশিষ্ট আইনসভা বলতে কী বোঝ? ২  
 গ. উচ্চীপকে 'খ' রাষ্ট্রের কোন সরকার বিদ্যমান? উক্ত সরকার ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ আলোচনা করো। ৩  
 ঘ. উচ্চীপকে বর্ণিত 'খ' ও 'গ' রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

#### ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আইনসভার প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা।

খ. দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে ই-কফিবিশিষ্ট আইনসভা বলে। এ ধরনের আইনসভায় 'নিম্নকক্ষ' এবং 'উচ্চকক্ষ' নামে পৃথক দুটি পরিষদ থাকে। সাধারণত প্রাণ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভৌটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষ গঠিত হয়। উচ্চকক্ষের গঠন প্রকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মুক্তরাজ্য, কানাড়া, ভারত প্রভৃতি দেশে এ ধরনের আইনসভা রয়েছে।

গ. সৃজনশীল ১৩ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

গ্র. ► ৭৫ সরকারের ধারাতীয় নিয়ম, বিধি ও অনুশাসন 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। বার ফলে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সম্পর্ক সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণসহ আরও অনেক কাজ করে থাকে। যা আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত শাসন বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

গ. উচ্চীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের শাসন বিভাগের মিল খুঁজে পাই।

রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালনার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে শাসন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করাই শাসন বিভাগের কাজ। শাসন বিভাগ আইনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। এছাড়া অন্য দেশে রাষ্ট্রদ্রূপ নিয়োগ এবং অন্যদেশ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদ্রূপকে নিজ দেশে গ্রহণ, বিভিন্ন সম্পর্ক ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি কাজ শাসন বিভাগের অন্তর্গত পররাষ্ট্র দফতর সম্পাদন করে থাকে।

উচ্চীপকে লক্ষ করা যায়, সরকারের ধারাতীয় নিয়ম বিধি ও অনুশাসন 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সম্পর্ক ও চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্যপদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণসহ আরও অনেক কাজ করে থাকে। যা আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত শাসন বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উচ্চীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ শাসন বিভাগ নামাবিধি কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা করে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও এ বিভাগ সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ ও প্রদান, প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রণয়ন, জরুরি আইন, অধ্যাদেশ প্রভৃতি প্রণয়ন করে থাকে। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণত কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতে অর্থ সংগ্রহ এবং তা ব্যব করতে থাকে।

শাসন বিভাগ কিছু কিছু আইন প্রণয়ন ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি ও সম্পাদন করে থাকে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। কেননা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ আইনসভার সংব্যাপ্তির দলের সদস্য। শাসন বিভাগের বিচার সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করতে থাকেন। কোনো বিচারালয় কর্তৃক দক্ষান্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমা প্রদর্শন কিংবা তার দণ্ড হ্রাস করতে পারেন। আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, গণশিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করতে থাকে। এছাড়া শাসন বিভাগ সামরিক কার্যাবলিসহ বিভিন্ন পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলি যেমন: রাষ্ট্রদ্রূপ নিয়োগ ও গ্রহণ, বিভিন্ন সম্পর্ক ও চুক্তি, সম্পাদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা সদস্য পদ গ্রহণ ও সেখানে নিজ দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, উচ্চীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ শাসন বিভাগ নামাবিধি কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়ন পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ক. সরকারের অঙ্গ তিটি। এগুলো হলো— আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ।

খ. সরকারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো আইন বিভাগ। সাধারণভাবে আইন বিভাগ বলতে সরকারের সেই বিভাগকে বোঝায়, যে বিভাগ আইন প্রণয়ন করে। তবে আইন বিভাগ শুধু আইন প্রণয়ন করে না বরং সংবিধান সংশোধন, সংবিধান রচনা, শাসন সংক্রান্ত, নির্বাচন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত কাজসহ আরও নামাবিধি কাজ করে থাকে। সরকারের তিটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

#### ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর

## সপ্তম অধ্যায়: সরকার কাঠামো ও সরকারের অঙ্গসমূহ

### ★★ সরকার

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন জাতীয় সরকার প্রচলিত? [জ্ঞান]

- (ক) সংসদীয়
- (খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

২. গ্রিক শব্দ ডিমোস (Demos) এর অর্থ কী? [জ্ঞান]

- (ক) সরকার
- (খ) মানবিক

৩. এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে এমন রাষ্ট্রটি হলো— [জ্ঞান]

- (ক) সুইজারল্যান্ড
- (খ) কানাডা

৪. ভারত

- (ক) সংসদীয়
- (খ) যুক্তরাজ্য

৫. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কোন পদটি নিয়মতাত্ত্বিক? [জ্ঞান]

- (ক) ন্যায়পাল
- (খ) বিচারপতি

৬. প্রধানমন্ত্রী

- (ক) রাষ্ট্রপতি

৭. গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীমা সল জনমতের প্রতি শ্রান্তিশীল থাকে কেন? [অনুধাবন]

- (ক) বিরোধীদলের সমালোচনার ভয়ে

- (খ) সেনাবাহিনীর ভয়ে

- (গ) গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায়

- (ঘ) ক্ষমতা হারানোর ভয়ে

৮. রাষ্ট্র কীভাবে তার মূল কার্য সম্পন্ন করে? [অনুধাবন]

- (ক) সমাজের মাধ্যমে
- (খ) সরকারের মাধ্যমে

- (গ) জনগণের মাধ্যমে
- (ঘ) মনুষালয়ের মাধ্যমে

৯. "Government is the organization or machinery of the state"— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- (ক) অধ্যাপক উইলেবি

- (খ) অধ্যাপক গেটেল

- (গ) অধ্যাপক গান্ধী

- (ঘ) অধ্যাপক এলান বল

১০. কোন দেশে সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে? [জ্ঞান]

- (ক) ভারত
- (খ) ব্রিটেন

- (গ) ফ্রিস
- (ঘ) রাশিয়া

১১. সরকারের অঙ্গসমূহ কয়টি? /৫ বৰ্ষে: কু. বৰ্ষে: ১৫; কু. বৰ্ষে: ১৫; কু. বৰ্ষে: ১৫/

- (ক) ২
- (খ) ৩

- (গ) ৪
- (ঘ) ৫

১২. 'এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা'— কোন সরকার

ব্যবস্থার আদর্শ? /৫ বৰ্ষে: ১৫; কু. বৰ্ষে: ১৫; কু. বৰ্ষে: ১৫/

- (ক) সমাজতাত্ত্বিক
- (খ) রাজতাত্ত্বিক

- (গ) গণতাত্ত্বিক
- (ঘ) একনায়কতাত্ত্বিক

১৩. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কোন পদটি নিয়মতাত্ত্বিক? /৫ বৰ্ষে: ১৫; কু. বৰ্ষে: ১৫/

- (ক) প্রধানমন্ত্রী
- (খ) রাষ্ট্রপতি

- (গ) প্রধান বিচারপতি
- (ঘ) স্বিপ্রকার

১৪. বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি কোন ধরনের? /৫ বৰ্ষে: ১০/

- (ক) সমাজতাত্ত্বিক
- (খ) গণতাত্ত্বিক

- (গ) প্রজাতাত্ত্বিক
- (ঘ) ধনতাত্ত্বিক

১৫. কোন কোন মহাদেশে বার বার সামরিক অভ্যাসান

হয়েছে? /৫ বৰ্ষে: ১০/

- (ক) ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা

(খ) এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা

(গ) ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ওসেনিয়া

(ঘ) উত্তর আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা

১৬. সরকারের প্রধান লক্ষ্য কী? /৫ বৰ্ষে: ১০/

- (ক) কঠোর অনুশাসন
- (খ) জনবল্যাণ সুনিশ্চিত

- (গ) নেতৃত্ব
- (ঘ) বিদ্রোহ দমন

১৭. কোন ভিত্তি অনুযায়ী এরিস্টেল সরকারের শ্রেণিবিভাগ

করেন? /৫ বৰ্ষে: ১০/

- (ক) সংব্যানীতি

- (খ) উদ্দেশ্য নীতি

- (গ) সংব্যা ও উদ্দেশ্য নীতি

- (ঘ) ন্যায় নীতি

১৮. এরিস্টেল কয়টি নীতির ওপর ভিত্তি করে

সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন? /৫ বৰ্ষে: ১০/

- (ক) এক
- (খ) দুই

- (গ) তিনি
- (ঘ) চার

১৯. এরিস্টেলের মতে, উত্তম সরকার কোনটি? /৫ বৰ্ষে: ১০/

- (ক) রাজতন্ত্র
- (খ) অভিজাততন্ত্র

- (গ) পলিটি
- (ঘ) গণতন্ত্র

২০. ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকার কত প্রকার? /৫

- (ক) দুই
- (খ) তিনি

- (গ) চার
- (ঘ) পাঁচ

২১. উত্তম সরকারের বৈশিষ্ট্য কোনটি? /৫ বৰ্ষে: ১০/

- (ক) আইনের অনুশাসন

- (খ) আমলাত্ত্বের দৌরাত্ম্য

- (গ) ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ

- (ঘ) শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি

আধুনিক  
সরকার



২২. উপরের রেখচিত্রে (?) চিহ্নিত স্থানটিতে কী হবে?

/৫ বৰ্ষে: ১০/

- (ক) এককেন্দ্রিক
- (খ) একনায়কতন্ত্র

- (গ) রাষ্ট্রপতি শাসিত
- (ঘ) নিয়মতাত্ত্বিক রাজতন্ত্র

২৩. কোন দেশে সংসদীয় সরকার প্রচলিত নেই? /৫

বৰ্ষে: ১০; একনায়কতন্ত্র প্রচলিত

- (ক) বাংলাদেশ
- (খ) ভারত

- (গ) যুক্তরাজ্য
- (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

২৪. 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

তিনি রাষ্ট্রের নিয়মতাত্ত্বিক শাসক। তিনি প্রকৃত

ক্ষমতা ভোগ করেন না। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া

সাধারণত কিছু করেন না। /৫ বৰ্ষে: ১০/

'ক' রাষ্ট্রে কী ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

- (ক) রাজতন্ত্র
- (খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

- (গ) বৈরাগ্য
- (ঘ) মতিপরিষদ শাসিত

২৩. নিয়মতাত্ত্বিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি ক্ষমতপ্রাপ্ত হন—

- (ক) জনগণের ভোটে (খ) উত্তরাধিকার সূত্রে  
(গ) পরোক্ষ নির্বাচনে (ঘ) প্রশাসনিক সূত্রে

২৪. সংসদীয় সরকারের প্রধান কে? /৫ লে ১০/  
জনপ্রশ়িলন ক্ষমতা ক্ষমতামুক্তি/

- (ক) প্রধানমন্ত্রী (খ) রাষ্ট্রপতি  
(গ) সিপাকার (ঘ) চিকিৎসক

২৫. আঞ্চলিক ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে সরকারকে ভাগ করা হয়—/অইউনিয়ন স্বতন্ত্র এবং জনপ্রশ়িল চৰকাৰ  
সরকার বেগম বেগম ক্ষমতা এবং প্রশ়িল/

- (ক) একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র  
(খ) প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্র

- (গ) সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত  
(ঘ) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

২৬. এককেন্দ্রিক সরকারে কোনটি অনুপস্থিত?  
/জনপ্রশ়িলন স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য চৰকাৰ/

- (ক) জাতীয় সংস্থতি (খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন  
(গ) রাষ্ট্রীয় ঐক্য (ঘ) রাজনৈতিক দল

২৭. এরিস্টটলের *Politics* ত্রয়োদশ সরকার কাঠামো  
কয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে? [জ্ঞান]

- (ক) দুই (খ) তিন  
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২৮. গণতন্ত্র হবে—/চৰকাৰ ক্ষমতা এবং/

- i. জনগণের স্বারী  
ii. জনগণের জন্য iii. জনগণের শাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) ii, iii  
(গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

২৯. ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি কনফেডারেশন।  
কাৰণ এৱং রহয়েছে—[অন্যথা]

- i. একই মুদ্রা  
ii. সংবিধান  
iii. অধীনতিক নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii  
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩০. রাজতাত্ত্বিক সরকার কাঠামোয়—[অনুধাবন]

- i. রাজা বা রানির হাতে চৰম ক্ষমতা থাকে  
ii. রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ  
কৰে

iii. বাহ্যিক শাসনকে মেনে নেওয়া হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii  
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩১. সরকার গঠিত হয়—[অনুধাবন]

- i. আইন বিভাগ নিয়ে  
ii. শাসন বিভাগ নিয়ে

iii. বিচার বিভাগ নিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii  
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৩২. একসদীয় শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রবিরোধী। কেননা  
এখানে জনগণকে মেনে নিতে হয়— /৫ লে ১০/

- i. একমাত্র আদৰ্শকে  
ii. এক নেতার নেতৃত্বকে

iii. একমাত্র দলকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii  
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

অনুজ্ঞেদটি পড়ো এবং ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'A' রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী  
থাকে এবং সংবিধান অলিখিত। অপর দিকে 'B' রাষ্ট্রে  
সংবিধান সুপ্রিমেটনীয় ও জনগণ হৈত নাগরিকত্বের  
অধিকারী। /৫ লে ১০/

৩৩. উদ্ধীপকের 'A' রাষ্ট্রটির সরকার প্রধান কে?

- (ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী  
(গ) সিপাকার (ঘ) প্রধান বিচারপতি

৩৪. উদ্ধীপকের 'B' রাষ্ট্রটির সরকার ব্যবস্থা কী  
ধরনের?

- (ক) এককেন্দ্রিক (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়  
(গ) রাজতাত্ত্বিক (ঘ) ধনতাত্ত্বিক

অনুজ্ঞেদটি পড়ো এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আধুনিক বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অন্যতম সভা  
দেশ। এই দেশের জনগণ আইনের প্রতি শান্ত্বাশীল।  
সরকারপ্রধান সিদ্ধান্ত এবং প্রধান প্রহণ করেন।  
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিদ্যমান। /৫ লে  
১০/

৩৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা  
বিরাজমান?

- (ক) কর্তৃত্ববাদী শাসন (খ) সৈরেশাসন  
(গ) সুশাসন (ঘ) সমাজতাত্ত্বিক শাসন

৩৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম একটি—

- (ক) একনায়কতাত্ত্বিক দেশ  
(খ) সমাজতাত্ত্বিক দেশ

- (গ) রাজতাত্ত্বিক দেশ (ঘ) গণতাত্ত্বিক দেশ

নিচের উদ্ধীপকটি পড়ো ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' রাষ্ট্রে আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং  
সরকারের জবাবদিহিতা সুপ্রিমেটভাবে বিদ্যমান। অন্যদিকে  
'খ' রাষ্ট্রের জনগণ এসব প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধৰে  
আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দীর্ঘ আন্দোলন  
সংগ্রামের পৰ সেখানে গণতন্ত্র চালু হলেও আইনসভার  
নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নেই। /৫ লে ১০/

৩৭. 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা  
বিদ্যমান?

- (ক) এককেন্দ্রিক (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়  
(গ) সংসদীয় (ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

৩৮. উদ্ধীপকে বর্ণিত 'খ' রাষ্ট্রে সরকারের যে বিভাগের  
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা হলো—

- (ক) আইন (খ) শাসন  
(গ) বিচার (ঘ) নির্বকচকমণ্ডলী

★ আইনসভার গঠন

৩৯. বিটেনে সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে কাজ করে  
কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) নিম্নকক্ষ কমসিসভা  
(খ) উচ্চকক্ষ প্রতিনিধিসভা

- (গ) উচ্চকক্ষ লর্ডসভা

- (ঘ) নিম্নকক্ষ লোকসভা

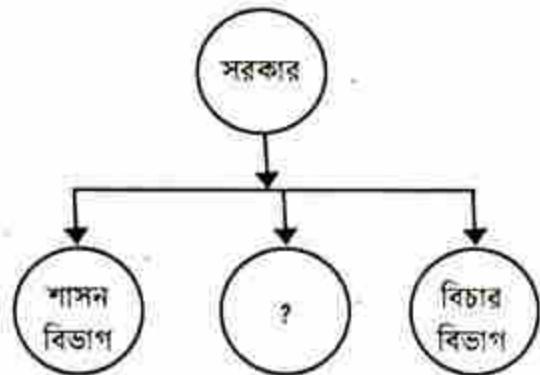
৪০. বাংলাদেশের আইনসভা কত কক্ষবিশিষ্ট? [জ্ঞান]

- (ক) এক কক্ষবিশিষ্ট (খ) দুই কক্ষবিশিষ্ট  
(গ) তিন কক্ষবিশিষ্ট (ঘ) চার কক্ষবিশিষ্ট

৪১. কোনটি রাষ্ট্রীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণকারী? [জ্ঞান]

- (ক) মন্ত্রিসভা (খ) আইনসভা  
(গ) শাসন বিভাগ (ঘ) বিচার বিভাগ

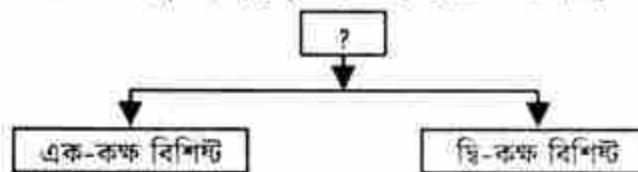
৪২. ভারতের আইনসভার উচ্চ কক্ষের নাম কী? [জান]  
 ১) সিনেট ২) লর্ডসভা  
 ৩) রাজসভা ৪) কমসসভা
৪৩. আইনসভার/আইন বিভাগের প্রথম ও প্রধান কাজ কোনটি? /১ বে ১৫, ২ বে ১৫, ৩ বে ১৫/ এবং  
 ১) অধীনতিক ২) সরকারি নীতি প্রণয়ন  
 ৩) আইন প্রণয়ন ৪) জনমত গঠন
৪৪. আমেরিকার কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের নাম কী? /১ বে ১৫/  
 ১) সরকারি কমিশন কমিশন/ কমিশন্স  
 ২) লর্ড সভা ৩) কমসসভা  
 ৪) প্রতিনিধি সভা ৫) সিনেট
৪৫. নিচের কোন দেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট?  
 /১ বে ১৫/  
 ১) বাংলাদেশ ২) ভারত  
 ৩) যুক্তরাজ্য ৪) যুক্তরাষ্ট্র



৪৬. '?' চিহ্নিত স্থানটি কোনটি নির্দেশ করে? /১ বে ১৫/  
 ১) আইন ২) সামরিক বাহিনী  
 ৩) আমলাতন্ত্র ৪) এলিট
৪৭. নিচের কোন রাষ্ট্রে ছি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা বিদ্যমান? /১ বে ১৫/  
 ১) তৎস্মক ২) ভারত  
 ৩) নিউজিল্যান্ড ৪) ফিল্যান্ড
৪৮. ছি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় নিম্নকক্ষের সদস্যরা কীভাবে নির্বাচিত হয়? [অনুধাবন]  
 ১) উত্তরাধিকার সূত্রে  
 ২) সর্বজলীন ভোটাধিকারে ভিত্তিতে  
 ৩) মনোনয়নের মাধ্যমে  
 ৪) পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে
৪৯. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কয়টি রাজনৈতিক দল থাকে? [জান]  
 ১) একটি ২) দুইটি  
 ৩) তিনটি ৪) চারটি
৫০. এককক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের নেতৃত্বাচক ফলাফল হলো— /জাইচেন্স প্রুব ও কমিল একজ/  
 ১) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রেছাচারিতার সন্তাবনা  
 ২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুপযোগী  
 ৩) বিভিন্ন শ্রেণি ও স্থার্থের প্রতিনিধিত্ব দান  
 অস্তর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১) । ও ॥ ২) । ও ৩)

৫১. ছি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় থাকে— [অনুধাবন]  
 ১) নিম্নকক্ষ ২) মধ্যকক্ষ  
 ৩) উচ্চ কক্ষ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১) । ও ॥ ২) । ও ৩)  
 ৩) ॥ ৩ ৪) ।, ॥ ৩

উদ্ধীপকটি পড়ো এবং ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৫২. উপরের ইকটিতে "?" চিহ্নিত স্থানে কী বসবে? [প্রয়োগ]

- ১) লর্ড সভা ২) কমস সভা  
 ৩) আইনসভা ৪) পৌরসভা

৫৩. উদ্ধীপকের ছি-কক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাটির নিম্নকক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত হন— [উত্তর দক্ষতা]

- ১) জনগণের ভোটে ২) সংসদ সদস্যদের ভোটে

- ৩) উত্তরাধিকারসূত্রে ৪) রাষ্ট্রপতির পছন্দে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 মি. আনিস বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ তথ্য আইন পরিশোধন প্রতিয়ার সাথে জড়িত। তিনি যে বিভাগে কাজ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই বিভাগই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষায় সবচেয়ে গুরুতরূপী ভূমিকা পালন করে? /১ বে ১৫/

৫৪. মি. আনিস কোন বিভাগে কর্মরত?

- ১) আইন ২) পুলিশ  
 ৩) বিচার ৪) প্রতিরক্ষা

৫৫. "ক্ষমতার স্বত্ত্বাকৃত নীতি" বাস্তবায়িত হলে মি.

আনিসের বিভাগ কী অর্জনে সক্ষম হবে?

- ১) পৃষ্ঠক্ষমতা ২) যথার্থ স্বাধীনতা  
 ৩) অন্য বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ  
 ৪) ভারসাম্য রক্ষার অধিকার

### ★★ আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৫৬. আইন বিভাগের মূল কাজ কী? [জান]

- ১) আইন প্রণয়ন ২) আইন প্রয়োগ  
 ৩) আইনের আলোকে বিচার করা  
 ৪) বিদেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা

৫৭. অধ্যাপক গোটেলের মতে, সহিত্বান্তর প্রণয়নের পদ্ধতি কয়টি? /১ বে ১৫/

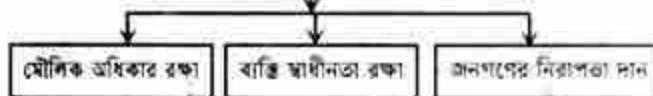
- ১) ২ ২) ৩  
 ৩) ৪ ৪) ৫

৫৮. মি. আলমগীর একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। তিনি সমাজে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নাগরিকের নিরাপত্তা ও অপরাধকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন আইন প্রয়োগ করেন। /১ বে ১৫/

- ১) জাতীয় ২) ফৌজদারী  
 ৩) শাসনতান্ত্রিক ৪) আন্তর্জাতিক

৫৯. M একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর N একটি সমজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। উভয়ের ক্ষেত্রে কী ধরনের ভিন্নতা দেখা দিবে? /১৮ বে ১০/
- আইন বাস্তবায়নে
  - আইনের শাসনে
  - মানবাধিকারের ক্ষেত্রে
  - মৌলিক অধিকারের প্রকৃতির ক্ষেত্রে
৬০. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব কার? /১৮ বে ১০/
- সরকারের
  - নির্বাচন কমিশনের
  - রাজনৈতিক দলের
  - তদ্বাবধায়ক সরকারের
৬১. "স্কটল্যান্ড স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া উচিত" পার্লামেন্টের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে দেশে ২০১৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ করা হয়। 'না' পক্ষে ৫৫.৩% এবং 'হ্যাঁ' পক্ষে ৪৪.৭% ভোট পড়ে। পার্লামেন্ট ইংল্যান্ডের সাথে যুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তে রয়েছে? /১৮ বে ১০/
- জনগণের সম্বতি
  - দায়িত্বশীল
  - নিয়মতান্ত্রিকতা
  - আইনের শাসন
  - মন্ত্রীরা
  - আমলারা
  - আইনজীবীরা
  - পুলিশ
৬২. আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন কারা? /১৮ বে ১০/
- বিচার প্রকৃতি
  - শাসক
  - সরকার
  - জনগণ
৬৩. যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নাম কী? |জ্ঞান|
- ডায়েট
  - সিম
  - নেসেট
  - কংগ্রেস
৬৪. সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভা সদস্যগণ কোন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? |অনুধাবন|
- শাসন বিভাগ
  - বিচার বিভাগ
  - আইন বিভাগ
  - অর্থ বিভাগ
৬৫. আইনসভা কাজ করে— |অনুধাবন|
- সরকারি নীতি প্রণয়নে
  - সংবিধান সংশোধনে
  - জনমত গঠনে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i. ii
  - i. iii
  - ii. iii
  - i, ii ও iii
৬৬. আইন বিভাগের কাজ হলো— /১৮ বে ১০/
- মাত্রিক মুক্তি স্বতন্ত্র এক জনজ চক্র/
- আইন প্রণয়ন ও সংশোধন
  - সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন
  - অধ্যাদেশ প্রণয়ন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i. ii
  - i. iii
  - ii. iii
  - i, ii ও iii
- অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- মিয়ানমার বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা আইন লঙ্ঘন করলে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ বাধে। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়টি কৃটনৈতিকভাবে মিটানোর চেষ্টা করে কিন্তু মিয়ানমারের অসহযোগিতায় তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে, জাতিসংঘের একটি বিশেষ শাখায় উপস্থাপন করে সমাধান পায়। /পরবর্তী গভীরভাবে জাতিসংঘের ক্ষেত্রে মিয়ানমার অবস্থার বিবরণ/
৬৭. মিয়ানমার বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা লঙ্ঘন করে কোন আইন অবমাননা করেছে?
- সরকারি আইন
  - প্রশাসনিক আইন
  - আন্তর্জাতিক আইন
৬৮. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনের মাধ্যমে—
- ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়
  - ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়
  - সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নির্ণয় হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i
  - ii
  - iii
  - i, ii ও iii
৬৯. **★ শাসন বিভাগের গঠন**
- প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত? |জ্ঞান|
- আইন বিভাগ
  - শাসন বিভাগ
  - বিচার বিভাগ
  - গণ বিভাগ
৭০. রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা দানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো— |অনুধাবন|
- স্বাধীন আইন বিভাগ
  - স্বাধীন শাসন বিভাগ
  - স্বাধীন বিচার বিভাগ
  - স্বাধীন আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ
৭১. বাংলাদেশের মতো সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদবৰ্ধনা কী? |প্রয়োগ|
- নামমাত্র শাসক
  - প্রকৃত শাসক
  - ধর্মতান্ত্রিক শাসক
  - সরকারপ্রধান
৭২. সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ বলতে বোঝায়— |অনুধাবন|
- রাষ্ট্রপতি
  - মাত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ
  - শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i
  - i, ii
  - ii, iii
  - i, ii ও iii
৭৩. বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি জিন্দুর রহমানের পদটি— |প্রয়োগ|
- শাসক
  - অলংকারিক
  - নিয়মতান্ত্রিক
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i
  - i, ii
  - ii, iii
  - i, ii ও iii
৭৪. **★ শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**
- আইন প্রয়োগ করে— |জ্ঞান|
- আইন বিভাগ
  - শাসন বিভাগ
  - বিচার বিভাগ
  - সুপ্রিম কোর্ট
৭৫. জরুরি অবস্থা ঘোষণা কোন বিভাগের কাজ? /১৮ বে ১০/
- শাসন
  - বিচার
  - সামরিক বাহিনী
  - আইন
৭৬. শাসন বিভাগের মূল কাজ হলো— /১৮ বে ১০/ একটি ক্ষেত্রে ক্ষেত্র পর্বত আবদ্ধ হোল্ড অপেক্ষ মামলাপিণ্ডি
- আইন প্রণয়ন
  - আইন সংশোধন
  - আইন প্রয়োগ
  - বিচারকার্য সম্পাদন
৭৭. একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা সুসংহত হয় কীভাবে? /আবন্দন কর্তৃত মোক্ষ সিদ্ধি ক্ষেত্র নথিপত্র/
- দেশপ্রেমের কারণে
  - জাতীয়তাবাদের ফলে
  - গণতন্ত্র বাস্তবায়নের ফলে
  - আন্তর্নিয়ন্ত্রণের পথ সুগম হলে

৭৮. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আজ্ঞান করেন? [জ্ঞান]  
 ১) প্রধানমন্ত্রী      ২) রাষ্ট্রপতি  
 ৩) সিপাহি      ৪) প্রধান বিচারপতি
৭৯. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত বৃক্ষ এবং দেশের অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কোন বিভাগের ওপর ন্যস্ত? [অনুধাবন]  
 ১) আইন বিভাগের      ২) শাসন বিভাগের  
 ৩) বিচার বিভাগের      ৪) হাইকোর্ট বিভাগের
৮০. সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে কোন বিভাগ? [অনুধাবন]  
 ১) আইন বিভাগ      ২) শাসন বিভাগ  
 ৩) বিচার বিভাগ      ৪) আইন মন্ত্রণালয়
৮১. শাসন বিভাগের কাজ হলো—  
 i. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা  
 ii. স্বরাষ্ট্র বিষয় দেখাশূন্য  
 iii. অপরাধীকে দণ্ড বা শাস্তি প্রদান  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১) i, ii, iii      ২) i, iii  
 ৩) iii, ii      ৪) i, ii, iii
৮২. শাসন বিভাগের কল্যাণকর অবস্থান সুন্দর করার জন্যে প্রয়োজন— [অনুধাবন]  
 i. আইন বিভাগের সহায়তা  
 ii. যথাযথ স্বচ্ছতা  
 iii. সত্যিকারের জবাবদিহি মনোভাব  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১) i, ii      ২) i, iii  
 ৩) ii, iii      ৪) i, ii, iii
- ★ বিচার বিভাগের গঠন**
৮৩. দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করা কোন বিভাগের কাজ? [জ্ঞান]  
 ১) শাসন বিভাগের      ২) বিচার বিভাগের  
 ৩) আইন বিভাগের      ৪) সামরিক বিভাগের
৮৪. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত কোনটি? [জ্ঞান]  
 ১) হাইকোর্ট      ২) সুপ্রিম কোর্ট  
 ৩) জাজ কোর্ট      ৪) ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট
৮৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? / কে. ১৫, b কে. ১০/  
 ১) বিচারকদের নিরপেক্ষতা  
 ২) বিচারকদের দক্ষতা  
 ৩) বিচারকদের মর্যাদা  
 ৪) বিচারকদের পর্যাপ্ত বেতন ভাতা
৮৬. কোন দেশের বিচারকগণ আইনসভা কর্তৃক মনোনীত হন? / কে. ১৫/  
 ১) সুইজারল্যান্ড      ২) নিউজিল্যান্ড  
 ৩) ভিটেন      ৪) বাংলাদেশ
৮৭. সুপ্রিম কোর্টের কয়টি বিভাগ রয়েছে? / কে. ১৫/  
 ১) ২      ২) ৩  
 ৩) ৪      ৪) ৫
৮৮. সংবিধানের অভিভাবক কে? / আইনিকান সুন্দর এবং অসুন্দর, প্রতিক্রিয়, চাকু, প্রতিক্রিয় এবং অসুন্দর, প্রতিক্রিয় এবং অসুন্দর, চাকু/  
 ১) শাসন বিভাগ      ২) আইন বিভাগ
৮৯. বাংলাদেশের নির্বাচী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয় কবে? / রাজটুক উচ্চব্য বিভাগ এবং কলেজ চাকু, প্রতিক্রিয় এবং অসুন্দর, চাকু, সামুজিক কলেজ/  
 ১) ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর  
 ২) ২০০৭ সালের ১ ডিসেম্বর  
 ৩) ২০০৮ সালের ১ নভেম্বর  
 ৪) ২০০৯ সালের ১ ডিসেম্বর
৯০. কোন দেশে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য সাধারণ আদালত রয়েছে? [জ্ঞান]  
 ১) আর্মেনিয়া      ২) রাশিয়া  
 ৩) আলবেনিয়া      ৪) ভুটান
৯১. বিচারকদের আইনসভা রাধামে নির্বাচিত হলে কী ঘটে? [অনুধাবন]  
 ১) যোগ্যতা বড় হয়ে ধরা দেয়  
 ২) নিরপেক্ষতা বজায় থাকে  
 ৩) রাজনৈতিক বিবেচনা বড় হয়ে থাকে  
 ৪) সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটে
৯২. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত হয়েছে—  
 [অনুধাবন]  
 i. সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে  
 ii. অধিস্থন কোর্ট নিয়ে  
 iii. জেলা পরিষদ নিয়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১) i, ii      ২) i, iii  
 ৩) ii, iii      ৪) i, ii, iii
- ★ বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**
৯৩. সংবিধানের অভিভাবক কে? [জ্ঞান]  
 ১) শাসন বিভাগ      ২) আইন বিভাগ  
 ৩) বিচার বিভাগ      ৪) সামরিক বাহিনী
৯৪. অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব পালন করে কোন বিভাগ? / কে. ১৫, প্রকল্পক্ষেত্র কলেজ এবং প্রতিক্রিয় এবং অসুন্দর, চাকু/  
 ১) বিচার বিভাগ      ২) আইন বিভাগ  
 ৩) শাসন বিভাগ      ৪) প্রতিরক্ষা বিভাগ
৯৫. দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন করা কোন বিভাগের কাজ? / কে. ১৫, মজিলি মতেন স্কুল এবং অন্যান্য স্কুল এত কলেজ, প্রতিক্রিয়া/  
 ১) শাসন বিভাগের      ২) বিচার বিভাগের  
 ৩) আইন বিভাগের      ৪) প্রতিরক্ষা বিভাগের
৯৬. বিচার বিভাগ দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্পন ও সংরক্ষণ করে কেন? [অনুধাবন]  
 ১) এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গবিশেষ বলে  
 ২) এটি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বলে  
 ৩) এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গবিশেষ বলে  
 ৪) এটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার অঙ্গবিশেষ বলে



৯৭. উপরের ছকে (?) স্থানে কোনটি হবে? [প্রয়োগ]
- (ক) আইন বিভাগ (খ) বিচার বিভাগ  
 (গ) শাসন বিভাগ (ঘ) তথ্য বিভাগ
৯৮. কোনো রাষ্ট্রের বিচার পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে সে রাষ্ট্রের নৈতিক প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
- (ক) গেটেল (খ) লাস্কি  
 (গ) লক (ঘ) বুশো
- অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯-১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও
- 
৯৯. 'ক' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে? [প্রয়োগ]
- (ক) আইন বিভাগ (খ) বিচার বিভাগ  
 (গ) শাসন বিভাগ (ঘ) অধস্তুত আদালত
১০০. বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম কেন? [প্রয়োগ]
- (ক) দৰ্বশকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্যে  
 (খ) নিরপরাধীকে শাস্তি বিধানের জন্যে  
 (গ) আইন প্রয়োগ করার জন্যে  
 (ঘ) আইনের বাস্তবায়নের জন্যে
১০১. উদ্ধীপকে উল্লিখিত বিভাগটি— [উচ্চতর দফতা]
- i. আইনের শাসনকে অক্ষুণ্ণ রাখে  
 ii. অধ্যাদেশ জারি করে  
 iii. সংবিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii (খ) i, ii, iii  
 (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii
- 
১০২. উপরের (?) চিহ্নিত স্থানে যে বিভাগ রয়েছে তার কাজ— [প্রয়োগ]
- i. বিচারকার্য সম্পাদন করা  
 ii. আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া  
 iii. আইন প্রয়োগ করা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii (খ) i, ii, iii  
 (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii
- ★★ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার উপায়**
১০৩. কে সরকারের কৃতিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন? [জ্ঞান]
- (ক) ব্রাইস (খ) লক  
 (গ) লাস্কি (ঘ) মন্টেক্সু
১০৪. প্রাচীন কালে কারা আইন প্রয়োগ, শাসন ও বিচারকার্য সম্পাদন করতেন? [জ্ঞান]
১০৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাত্ত্ব রক্ষার জন্যে কার সচেতনতা ও সমর্থন থাকতে হবে? [জ্ঞান]
- (ক) আইনজীবী (খ) জনগণ  
 (গ) ব্যবসায়ী (ঘ) মন্ত্রী
- ★ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচারবিভাগের ভূমিকা
১০৬. শামীম এর দেশে আইন সবকিছুর উর্ধ্বে। কেউ আইন লঙ্ঘন করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। উদ্ধীপকে বর্ণিত 'শামীম' এর দেশে বিদ্যমান আছে— /গ. কে ১০/
- (ক) স্বাধীন বিচার বিভাগ  
 (খ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা  
 (গ) সুশাসন  
 (ঘ) স্বাধীন গণমাধ্যম
১০৭. কোন সরকারের আইনসভা সার্বভৌম? /গ. কে ১০/
- (ক) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত  
 (খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত  
 (গ) একনায়কতাত্ত্বিক (ঘ) রাজতাত্ত্বিক
১০৮. বিচারকগণ আইনসভার মাধ্যমে নির্বাচিত হলে কী ঘটে? /পর্যবেক্ষণ নজরুল ইসলাম কলেজ মহানায়িক/
- (ক) যোগ্যতা বড় হয়ে ধরা দেয়  
 (খ) নিরপেক্ষতা বজায় থাকে  
 (গ) রাজনৈতিক বিবেচনা বড় হয়ে থাকে  
 (ঘ) সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটে
১০৯. পৃষ্ঠবীর অধিকাংশ দেশের আদালত কী রূপ?
- [অনুধাবন]
- (ক) সংকীর্ণ (খ) স্তরায়িত  
 (গ) সীমাবন্ধ (ঘ) এককেন্দ্রিক
১১০. রহিম একজন দরিদ্র কৃষক। তার ছেলেকে স্কুলে দিলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে ডর্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ তার সামাজিক নেই। উক্ত ব্যবস্থার পক্ষিকায় প্রকাশিত হয় এবং আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে বুল জারি করেন। এখানে কীসের নির্দেশনা রয়েছে? [প্রয়োগ]
- (ক) আপিল ক্ষমতা (খ) সুযোগাটা বুলজারি  
 (গ) মানবসাম (ঘ) হেবিয়াস কার্পাস
১১১. আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায়— /গ. কে ১০/
- i. সব মানুষই আইনের দৃষ্টিতে সমান  
 ii. কোনো অপরাধীকে ক্ষমা না করা  
 iii. শুনানী ব্যক্তিত শাস্তি না দেওয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii (খ) i, iii  
 (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii
- অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- "রিভারাচালক বশির ট্রাকের ধাক্কায় নিহত" পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক উক্ত দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়ে আদেশ জারি করেন।
১১২. উদ্ধীপকের বিচারকের আদেশকে কী বলা হয়?
- [প্রয়োগ]
- (ক) প্রশাসনিক (খ) স্বপ্রণোদিত  
 (গ) নির্বাচী (ঘ) দাপ্তরিক

113. सूचीम कोटेर ए धरनेर भूमिकाय की प्रतिष्ठा पर्याहे? [उच्चतर दक्षता]

- (क) सामाजिक अधिकार
- (ख) मौलिक अधिकार
- (ग) राजनीतिक अधिकार
- (घ) मानवाधिकार

★★ आइन, शासन ओ बिचार विभागेर पारम्परिक सम्पर्क

114. शासन विभाग वा बिचार विभाग आइन विभाग अपेक्षा शक्तिशाली। उत्तिटि कार? [ज्ञान]

- (क) अध्यापक म्याकाइडारेर
- (ख) अध्यापक फाइनार
- (ग) अध्यापक गिलक्टाइस्ट
- (घ) अध्यापक के. सि. डुइबार

115. गणतंत्रेर मूल मत्त्व की? /ह ले १०/

- (क) साम्य, व्याधीनता ओ भ्रातृत्व
- (ख) अधिकार, साम्य ओ साधीनता
- (ग) कर्तव्य, व्याधीनता ओ भ्रातृत्व
- (घ) अधिकार, कर्तव्य ओ साम्य

116. सरकारेर क्लिटि मूल काज परिचालनार जन्य कयाटि विभाग रयेहे? [ज्ञान]

- (क) २टि
- (ख) ३टि
- (ग) ४टि
- (घ) ५टि

117. एकटि राष्ट्रेर सर्वोच्च दलिल कोनटि? [ज्ञान]  
[इस्लामिया कलेज, राजाशाही]

- (क) आइनसता
- (ख) पाठ्यपुस्तक
- (ग) संविधान
- (घ) जनगण

118. बिचार विभाग ये परिमाण व्याधीन, नागरिक व्याधीनता सेहे परिमाण सुरक्षित— उत्तिटि विश्वेषण करले बिचार विभागेर ये बैशिष्ट्य परिलक्षित हया— /गणपाती सरकारि एकाई कलेज, राजाशाही/

- i. व्याधीनता
  - ii. परावधीनता
  - iii. निरपेक्षता
- निचेर कोनटि सठिक?
- (क) i
  - (ख) i ओ iii
  - (ग) ii ओ iii
  - (घ) i, ii ओ iii

★ क्रमता व्यतीकरण नीति

119. क्रमता व्यतीकरण नीति॒र शेष प्रबन्ध काके बला हया? [ज्ञान]

- (क) एरिस्टोल
- (ख) जन लक
- (ग) ज्या बोदा
- (घ) मन्टेस्कु

120. क्रमता व्यतीकरण नीति॒र प्रबन्ध/उद्कृष्ट

व्याख्याकारी के? /ह ले १५/ रा ले १५/ व ले १५/ गि ले १५/ रा ले १५/ व ले १५/

- (क) बुशो
- (ख) मन्टेस्कु
- (ग) इब्स
- (घ) लाप्सि

121. क्रमता व्यतीकरण नीति॒र मूलत की करे? /ह ले १०/

- (क) सरकारेर उम्यानमूलक काज
- (ख) सरकारेर आइन प्रयोगे सहायता
- (ग) सरकारेर वैराचारी प्रबन्धता रोध
- (घ) सरकारेर भावमूर्ति॒र विकृति

122. क्रमता व्यतीकरण नीति॒र कोथाय प्रबलताबे देखा याय? /पर्हीद ईर उत्तम ले आदोजार गालिस करेज, चारा/

- (क) इतालि
- (ख) ब्रिटेने
- (ग) अमेरिकाय
- (घ) त्रायिकान सिटिते

123. क्रमता व्यतीकरण नीति॒र पूर्णांग व्याख्या देन के? [ज्ञान]

- (क) मन्टेस्कु
- (ख) लक
- (ग) बुशो
- (घ) गेटेल

124. सिसेरो ओ पलिवियास रोमेर शासन व्याबस्थाबु कयाटि विभागेर उत्तर करेहेन? [ज्ञान]

- (क) २टि
- (ख) ३टि
- (ग) ४टि
- (घ) ५टि

★ क्रमता॒र भारसाम्यनीति

125. कोन देशे क्रमता व्यतीकरणेर पाशापाशि क्रमता॒र भारसाम्य परिलक्षित हया? [अनुधारन]

- (क) युक्तराज्य
- (ख) युक्तराष्ट्रि
- (ग) मोनाको
- (घ) माटो

126. ब्रिटेने केविनेट सदस्यारा कोथा थेके मनोनीत हया? [अनुधारन]

- (क) लर्डस सभा
- (ख) कमस सभा
- (ग) राजा सभा
- (घ) लोकसभा

127. क्रमता॒र व्यतीकरणेर समालोचनाय एरिस्टोलेर कोन धारणाटि प्रयोग करा हया? [ज्ञान]

- (क) विप्पब सम्पर्कित धारणा
- (ख) सरकारेर अस्त ओ अविजेद्य धारणा
- (ग) पलिटि॒र सम्पर्कित धारणा
- (घ) नाप्रिक व्याधीनता सम्पर्कित धारणा

अनुज्ञेदाटि पडे १२८ ओ १२९ नं प्रश्नेर उत्तर दाओः  
जोवायेर ओ नाहिद सरकार काठायो निये आलोचना करेहिल। जोवायेर बले, व्यक्तिव्याधीनता रुक्तार जन्य सरकारेर क्रमता पृथक करा उठित। नाहिद बले, बास्तवेर एरकम पृथकीकरण सम्बव नय। एक विभाग कोनो ना कोनोताबे अन्य विभागेर ओपर निर्भरशील।

128. अनुज्ञेदे नाहिदेर कथाय कोन नीति॒र प्रतिफलन घटेहे? [प्रयोग]

- (क) क्रमता व्यतीकरण नीति॒र
- (ख) क्रमता॒र भारसाम्य नीति॒र
- (ग) विकेन्टीकरण नीति॒र
- (घ) केन्द्रीयकरण नीति॒र

129. उत्त नीति॒र केत्रे बला याय— [उच्चतर दक्षता]

- i. अत्येक विभाग निज निज केत्रे व्याधीन
  - ii. व्याधीन हलेवे एक विभाग अन्य विभागेर ओपर निर्भरशील
  - iii. विभागगुलो सम्पूर्णताबे व्याधीन नय  
निचेर कोनटि सठिक?
- (क) i ओ ii
  - (ख) ii ओ iii
  - (ग) i ओ iii
  - (घ) i, ii ओ iii